বিসমিল্লাহির রহ-মা-নির রহীম

পরম করুনাময় ও অতিশয় দয়ালু আল্লাহ্ তা'আলার নামে (শুরু)।

কামিল (স্নাতকোত্তর) তাফসীর ১ম পর্ব

৭ম পত্র : উলুমুল বালাগাত

(ইলমুল মা'আনি, ইলমুল বায়ান ও ইলমুল বাদি')

বিষয় কোড: ৬২১১০৭

নির্ধারিত গ্রন্থ: জাওয়াহিরুল বালাগা ফি আল-মা'আনি ওয়াল-বায়ান ওয়াল-বাদি'-

সাইয়্যিদ আহমাদ আল-হাশিমি

(جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع : السيد أحمد الهاشمي)

নির্ধারিত পাঠ: সাজেশন অংশে

▪ মানবন্টন

- **ক) ইলমুল মা'আনি:** ৬টি থাকবে ৪টির উত্তর দিতে হবে: ৪×১০=৪০
- **খ) ইলমুল বায়ান:** ৫টি থাকবে ৩টির উত্তর দিতে হবে: ৩×১০=৩০
- **গ) ইলমুল বাদি':** ৫টি থাকবে ৩টির উত্তর দিতে হবে: ৩×১০=৩০

▪ সাজেশন:

১- সাইয়্যিদ আহমাদ আল-হাশিমি'র জীবনী ও কর্মের উপর একটি গবেষণা, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে:

- তাঁর নাম ও শিক্ষাজীবন(دراسة عن اسمه ونشأته العلمية)
- তাঁর ভ্রমণসমূহ(ودراسة عن رحلاته)
- তাঁর বিখ্যাত শিক্ষকগণ(ودراسة عن أشهر شيوخه)
- তাঁর ছাত্রগণ(ودراسة عن تلاميذه)
- তাঁর জ্ঞানগত মর্যাদা(ودراسة عن مكانته العلمية)
- তাঁর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যসমূহ(ودراسة عن مناقبه)
- তাঁর সম্পর্কে আলেমদের উক্তি(ودراسة عن أقوال العلماء فيه)
- তাঁর রচনাবলী(ودراسة عن مؤلفاته)
- তাঁর মৃত্যু(ودراسة عن وفاته)

২- "জাওয়াহিরুল বালাগা" গ্রন্থটির উপর একটি গবেষণা, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে:

- এর বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য(دراسة عن ميزاته وخصائصه)
- এতে লেখকের পদ্ধতি(ودراسة عن منهج المؤلف فيه)
- অলঙ্কারশাস্ত্রের গ্রন্থাবলীতে এর অবস্থান(ودراسة عن منزلته بين كتب البلاغة)
- আলেমদের এর প্রতি মনোযোগ ও যত্ন(ودراسة عن عناية العلماء به)

▪ পাঠ্যক্রম:

ইলমুল মা'আনি(علم المعاني)

- প্রথম অধ্যায়: বাক্যকে খবর (informative) ও ইনশা (imperative/optative) এই দুই ভাগে বিভক্ত করা প্রসঙ্গে(الباب الأول: في تقسيم الكلام إلى خبر و إنشاء)
- দ্বিতীয় অধ্যায়: ইনশার স্বরূপ ও এর প্রকারভেদ প্রসঙ্গে(الباب الثاني: في حقيقة الانشاء وتقسيمه)
- তৃতীয় অধ্যায়: মুসনাদ ইলাইহি (উদ্দেশ্য)-এর অবস্থা প্রসঙ্গে(الباب الثالث: في أحوال المسند إليه)
- চতুর্থ অধ্যায়: মুসনাদ (বিধেয়) ও এর অবস্থা প্রসঙ্গে(الباب الرابع: في المسند وأحواله)
- পঞ্চম অধ্যায়: ই طلاق(সাধারণীকরণ) প্রসঙ্গে(الباب الخامس: في الإطلاق)
- ষষ্ঠ অধ্যায়: ফেল (ক্রিয়া)-এর সাথে সম্পৃক্ত বিষয়সমূহের অবস্থা প্রসঙ্গে (الباب السادس: في أحوال متعلقات الفعل)

- সপ্তম অধ্যায়: কাসর (সীমাবদ্ধতা)-এর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে(الباب السابع: في تعريف القصر)
- অষ্টম অধ্যায়: ওয়াসল (সংযোগ) ও ফাসল (বিচ্ছেদ) প্রসঙ্গে(الباب الثامن: في الوصل والفصل)

ইলমুল বায়ান(علم البيان)

- প্রথম অধ্যায়: তাশবিহ (উপমা) প্রসঙ্গে(الباب الأول: في التشبيه)
- দ্বিতীয় অধ্যায়: মাজাজ (রূপক/আলঙ্কারিক ব্যবহার) প্রসঙ্গে(الباب الثاني: في المجاز)
- তৃতীয় অধ্যায়: কিনায়া (ব্যঞ্জনার্থ)-এর সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ প্রসঙ্গে (الباب الثالث: في الكناية وتعريفها وأنواعها)

ইলমুল বাদি(علم البديع) '

- প্রথম অধ্যায়: আল-মুহাসসিনাত আল-মা'নাবিয়্যাহ (অর্থগত সৌন্দর্যবর্ধক উপাদান) প্রসঙ্গে (الباب الأول: في المحسنات المعنوية)
- দ্বিতীয় অধ্যায়: আল-মুহাসসিনাত আল-লাফযিয়্যাহ (শব্দগত সৌন্দর্যবর্ধক উপাদান) প্রসঙ্গে (الباب الثاني: في المحسنات اللفظية)

▪ সাইয়্যিদ আহমাদ আল-হাশিমি: জীবন ও কর্মের উপর একটি গবেষণা

উপস্থাপনা: সাইয়্যিদ আহমাদ আল-হাশিমি (রহিমাহুল্লাহ) ছিলেন বিংশ শতাব্দীর একজন প্রখ্যাত আরবি ভাষাবিদ, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ এবং সংস্কারক। তিনি আরবি ভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় গভীর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন এবং তাঁর রচিত গ্রন্থাবলি আজও শিক্ষাঙ্গনে সমাদৃত। এই গবেষণায় তাঁর নাম, শিক্ষাজীবন, ভ্রমণ, বিখ্যাত শিক্ষক ও ছাত্র, জ্ঞানগত মর্যাদা, গুণাবলী, আলেমদের উক্তি, রচনাবলী এবং মৃত্যু সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

১. তাঁর নাম ও শিক্ষাজীবন (دراسة عن اسمه ونشأته العلمية):

সাইয়্যিদ আহমাদ বিন সাইয়্যিদ মুহাম্মাদ বিন সাইয়্যিদ আহমাদ আল-হাশিমি আল-আলাভি (سيد أحمد بن سيد محمد بن سيد أحمد الهاشمي العلوي) তাঁর বংশধারা ইসলামের নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে যুক্ত। তিনি ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে (১২৯৫ হিজরি) মিশরের কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন।

কায়রোর ঐতিহ্যবাহী পরিবেশে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। তিনি আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে (جامعة الأزهر) ভর্তি হন, যা ইসলামী জ্ঞানচর্চার এক প্রাচীন ও প্রeminent কেন্দ্র। সেখানে তিনি আরবি ভাষা, সাহিত্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কারশাস্ত্র (বালাগাহ), ইসলামী আইনশাস্ত্র (ফিকহ) এবং অন্যান্য ইসলামিক বিজ্ঞান বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। আল-আজহারের প্রখ্যাত বিদ্বানদের সান্নিধ্যে তিনি জ্ঞানার্জনের বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ হন।

২. তাঁর ভ্রমণসমূহ (ودراسة عن رحلاته):

জ্ঞানার্জনের স্পৃহা এবং বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রের সাথে যোগাযোগের আগ্রহ সাইয়্যিদ আহমাদ আল-হাশিমিকে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করতে উৎসাহিত করে। যদিও তাঁর ব্যাপকভিত্তিক ভ্রমণের সুস্পষ্ট বিবরণ পাওয়া কঠিন, তবে ধারণা করা হয় যে তিনি জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে এবং শিক্ষাবিষয়ক বিভিন্ন সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য মিশর এবং অন্যান্য আরব দেশ সফর করেছিলেন। এসব ভ্রমণ তাঁকে বিভিন্ন অঞ্চলের বিদ্বান ও সাহিত্যিকদের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ করে দেয় এবং তাঁর জ্ঞান দিগন্তকে আরও প্রসারিত করে।

৩. তাঁর বিখ্যাত শিক্ষকগণ (ودراسة عن أشهر شيوخه):

আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে সাইয়্যিদ আহমাদ আল-হাশিমি বহু প্রখ্যাত শিক্ষকের সান্নিধ্য লাভ করেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন:

- শাইখ মুহাম্মাদ আবদুহু (الشيخ محمد عبده): মিশরের বিখ্যাত ইসলামী সংস্কারক ও চিন্তাবিদ। তাঁর আধুনিক চিন্তাধারা এবং শিক্ষাপদ্ধতি আল-হাশিমিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।
- শাইখ সালীম আল-বিশারী (الشيخ سليم البشري): আল-আজহারের প্রাক্তন গ্র্যান্ড মুফতি এবং প্রখ্যাত আলেম। তাঁর গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা আল-হাশিমিকে অনুপ্রাণিত করেছিল।
- অন্যান্য প্রখ্যাত আজহারী শিক্ষকগণ: আরবি ভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন দিক থেকে জ্ঞানার্জনে আল-আজহারের অন্যান্য খ্যাতনামা শিক্ষকেরাও তাঁর জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁদের সঠিক তালিকা উদ্ধার করা দুরূহ হলেও, তাঁদের সম্মিলিত প্রজ্ঞা তাঁর জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছিল।

৪. তাঁর ছাত্রগণ (ودراسة عن تلاميذه):

সাইয়্যিদ আহমাদ আল-হাশিমি শিক্ষক হিসেবেও অত্যন্ত সফল ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। তাঁর জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা এবং শিক্ষাদানের

আকর্ষণীয় পদ্ধতি বহু শিক্ষার্থীকে আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীতে স্বনামধন্য আলেম, সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা পাওয়া না গেলেও, তাঁর শিক্ষাদানের প্রভাব বহু প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের মধ্যে আজও বিদ্যমান।

৫. তাঁর জ্ঞানগত মর্যাদা (ودراسة عن مكانته العلمية):

সাইয়্যিদ আহমাদ আল-হাশিমি আরবি ভাষা ও সাহিত্যের একজন প্রাজ্ঞ পণ্ডিত হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। ব্যাকরণ (নাহু), অলঙ্কারশাস্ত্র (বালাগাহ), সাহিত্য (আদাব) এবং ভাষাতত্ত্বের বিভিন্ন শাখায় তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। বিশেষ করে আরবি অলঙ্কারশাস্ত্রের উপর তাঁর রচিত গ্রন্থ "জাওয়াহিরুল বালাগাহ" (جواهر البلاغة) একটি ক্লাসিক হিসেবে বিবেচিত হয় এবং আজও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত। তাঁর জ্ঞানগত মর্যাদা কেবল মিশরেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং সমগ্র আরব বিশ্বে তিনি একজন প্রভাবশালী ভাষাবিদ ও সাহিত্য সমালোচক হিসেবে সমাদৃত ছিলেন।

৬. তাঁর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যসমূহ (ودراسة عن مناقبه):

সাইয়্যিদ আহমাদ আল-হাশিমি কেবল একজন বিদ্বানই ছিলেন না, বরং তিনি বহু সদগুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। তাঁর কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো:

- গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা: আরবি ভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল এবং তিনি অত্যন্ত প্রজ্ঞার সাথে সেই জ্ঞান বিতরণ করতেন।
- অসাধারণ শিক্ষাদান পদ্ধতি: তিনি সহজ ও আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে জটিল বিষয়গুলো শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করতে পারতেন।
- সংস্কারবাদী মানসিকতা: তিনি আরবি শিক্ষা পদ্ধতির আধুনিকীকরণে বিশ্বাসী ছিলেন এবং এর জন্য কাজ করেছিলেন।
- স্পষ্ট ও সাবলীল ভাষা: তাঁর রচনা ও বক্তৃতায় একটি সুস্পষ্ট ও সাবলীল ভাষা ব্যবহৃত হতো, যা সহজেই বোধগম্য ছিল।
- সাহিত্যপ্রেম: আরবি সাহিত্যের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল এবং তিনি শিক্ষার্থীদের মাঝেও এই ভালোবাসা সঞ্চারিত করতে চেষ্টা করতেন।
- বিনয় ও নম্রতা: এত বড় পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ও নম্র স্বভাবের ছিলেন।

৭. তাঁর সম্পর্কে আলেমদের উক্তি (ودراسة عن أقوال العلماء فيه):

সাইয়্যিদ আহমাদ আল-হাশিমি তাঁর জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পরেও বহু আলেমের প্রশংসা ও স্বীকৃতি লাভ করেছেন। আরবি ভাষা ও সাহিত্যের পণ্ডিতগণ তাঁর গভীর জ্ঞান, শিক্ষাদানের দক্ষতা এবং মূল্যবান রচনাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। "জাওয়াহিরুল বালাগাহ" গ্রন্থের গ্রহণযোগ্যতা এবং এর ব্যাপক ব্যবহারই তাঁর জ্ঞানগত মর্যাদার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সমসাময়িক আলেম ও সাহিত্যিকদের উদ্ধৃতি থেকে তাঁর পান্ডিত্য ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানা যেতে পারে।

৮. তাঁর রচনাবলী (ودراسة عن مؤلفاته):

সাইয়্যিদ আহমাদ আল-হাশিমি আরবি ভাষা ও সাহিত্যের উপর বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত কাজ হলো:

- জাওয়াহিরুল বালাগাহ ফিল মা'আনি ওয়াল বায়ান ওয়াল বাদী' (جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع): আরবি অলঙ্কারশাস্ত্রের উপর এটি একটি প্রামাণিক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়। এতে ইলমুল মা'আনি, ইলমুল বায়ান ও ইলমুল বাদী'-এর বিস্তারিত আলোচনা ও উদাহরণ সন্নিবেশিত হয়েছে।
- মুখতারাত মিন আদাবিল আরব (مختارات من أدب العرب): আরবি সাহিত্যের নির্বাচিত অংশের একটি সংকলন।
- অন্যান্য গ্রন্থ ও প্রবন্ধ: আরবি ব্যাকরণ, সাহিত্য সমালোচনা এবং শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধও তিনি রচনা করেছিলেন, যদিও সেগুলোর পূর্ণাঙ্গ তালিকা এখনও অনুসন্ধানের বিষয়।

তাঁর রচনাবলী আরবি ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষার্থীদের জন্য অমূল্য সম্পদ এবং আজও জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৯. তাঁর মৃত্যু (ودراسة عن وفاته):

সাইয়্যিদ আহমাদ আল-হাশিমি ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে (১৩৬২ হিজরি) মিশরে ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুতে আরবি সাহিত্য ও শিক্ষা জগতে এক অপূরণীয় ক্ষতি হয়। তিনি তাঁর জ্ঞান ও কর্মের মাধ্যমে আজও স্মরণীয় হয়ে আছেন এবং তাঁর রচিত গ্রন্থাবলি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শিক্ষার্থীদের পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করবে।

উপসংহার: সাইয়্যিদ আহমাদ আল-হাশিমি ছিলেন বিংশ শতাব্দীর একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র, যিনি আরবি ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর জীবন ও কর্ম ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। এই গবেষণা তাঁর বহুমুখী প্রতিভা এবং আরবি ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর অসামান্য অবদানকে তুলে ধরার একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস। আরও বিস্তারিত গবেষণা এবং তথ্য অনুসন্ধানের মাধ্যমে এই মহান বিদ্বানের জীবন ও কর্মের আরও অনেক অজানা দিক উন্মোচিত হতে পারে।

▪ "জাওয়াহিরুল বালাগা": একটি গবেষণা

উপস্থাপনা: "জাওয়াহিরুল বালাগা ফিল মা'আনি ওয়াল বায়ান ওয়াল বাদী'" (جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع) আরবি অলঙ্কারশাস্ত্রের (ইলমুল বালাগাহ) উপর রচিত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রভাবশালী গ্রন্থ। সাইয়্যিদ আহমাদ আল-হাশিমি (রহিমাহুল্লাহ) কর্তৃক প্রণীত এই গ্রন্থটি ইলমুল মা'আনি, ইলমুল বায়ান ও ইলমুল বাদী'-এর জটিল বিষয়গুলোকে অত্যন্ত সহজ ও সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করার জন্য সুপরিচিত। এই গবেষণায় গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য, লেখকের পদ্ধতি, অলঙ্কারশাস্ত্রের গ্রন্থাবলীতে এর অবস্থান এবং আলেমদের এর প্রতি মনোযোগ ও যত্ন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

১. এর বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য (دراسة عن ميزاته وخصائصه):

"জাওয়াহিরুল বালাগা" গ্রন্থটি বেশ কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও সুবিধার কারণে অন্যান্য অলঙ্কারশাস্ত্রের গ্রন্থ থেকে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:

- সুস্পষ্ট ও সরল উপস্থাপনা: গ্রন্থটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর সহজ ও বোধগম্য ভাষা। জটিল তাত্ত্বিক বিষয়গুলোকে লেখক অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করেছেন, যা শিক্ষার্থীদের জন্য ধারণাগুলো আত্মস্থ করতে সহায়ক।
- পরিপূর্ণতা: এটি ইলমুল বালাগাহর তিনটি প্রধান শাখা - ইলমুল মা'আনি (অর্থালঙ্কার), ইলমুল বায়ান (চিত্রালঙ্কার) ও ইলমুল বাদী' (শব্দালঙ্কার ও অন্যান্য সৌন্দর্যবর্ধক অলঙ্কার) - কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে। একটি গ্রন্থে অলঙ্কারশাস্ত্রের পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়ায় শিক্ষার্থীদের জন্য এটি একটি মূল্যবান সম্পদ।
- প্রাচুর্যপূর্ণ উদাহরণ: লেখক প্রতিটি নিয়ম ও তত্ত্বকে কুরআনের আয়াত, হাদিস এবং আরবি সাহিত্যের উৎকৃষ্ট উদাহরণ দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন। এই উদাহরণগুলো তত্ত্বকে জীবন্ত করে তোলে এবং প্রয়োগের ক্ষেত্র বুঝতে সাহায্য করে।
- সাজানো কাঠামো: গ্রন্থটির বিষয়বস্তু অত্যন্ত সুবিন্যস্তভাবে সাজানো হয়েছে। প্রতিটি শাখা এবং তার অন্তর্গত বিষয়গুলো যৌক্তিক ক্রম অনুসারে আলোচনা করা হয়েছে, যা পঠন ও অনুধাবনের জন্য সহায়ক।
- শিক্ষার্থীদের উপযোগী: গ্রন্থটি বিশেষভাবে শিক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে রচিত হয়েছে। এর ভাষা, উপস্থাপনা এবং উদাহরণ নির্বাচন শিক্ষণ-বান্ধব।
- প্রভাবশালী গ্রন্থ: প্রকাশের পর থেকেই এটি বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অলঙ্কারশাস্ত্রের মৌলিক পাঠ্যগ্রন্থ হিসেবে সমাদৃত হয়েছে এবং আজও এর গুরুত্ব অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

২. এতে লেখকের পদ্ধতি (ودراسة عن منهج المؤلف فيه):

সাইয়্যিদ আহমাদ আল-হাশিমি "জাওয়াহিরুল বালাগা" রচনার ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন:

- তাত্ত্বিক আলোচনা: প্রথমে তিনি প্রতিটি অলঙ্কার শাস্ত্রের মূলনীতি ও সংজ্ঞা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।
- শ্রেণীবিভাগ: প্রতিটি প্রধান শাখার অন্তর্গত বিভিন্ন প্রকার অলঙ্কারকে যৌক্তিকভাবে শ্রেণীভুক্ত করেছেন।
- উদাহরণ প্রদান: প্রতিটি প্রকারের নিয়ম ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যার পর কুরআনের আয়াত, হাদিস ও প্রখ্যাত আরবি কবিতা থেকে উপযুক্ত উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন। এই উদাহরণগুলো তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগ দেখায়।

- বিশ্লেষণ: লেখক কেবল উদাহরণ দিয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং প্রতিটি উদাহরণের অলঙ্কারিক তাৎপর্য ও সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন।
- তুলনামূলক আলোচনা (ক্ষেত্রবিশেষে): কিছু ক্ষেত্রে বিভিন্ন অলঙ্কারের মধ্যেকার সূক্ষ্ম পার্থক্য এবং সাদৃশ্য তুলে ধরেছেন, যা শিক্ষার্থীদের বিভ্রান্তি দূর করতে সাহায্য করে।
- সহজ ভাষা ব্যবহার: জটিল বিষয়বস্তু হলেও তিনি যথাসম্ভব সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষা ব্যবহার করেছেন, যা শিক্ষার্থীদের জন্য দুর্বোধ্যতা কমিয়ে আনে।
- অধ্যায়ভিত্তিক বিন্যাস: গ্রন্থটি বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত, যেখানে প্রতিটি অধ্যায় একটি নির্দিষ্ট বিষয় বা অলঙ্কারের প্রকার নিয়ে আলোচনা করে। এই বিন্যাস পাঠকদের জন্য বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান অর্জন সহজ করে তোলে।

লেখকের এই সুচিন্তিত পদ্ধতি গ্রন্থটিকে অত্যন্ত কার্যকর ও জনপ্রিয় করে তুলেছে।

৩. অলঙ্কারশাস্ত্রের গ্রন্থাবলীতে এর অবস্থান (ودراسة عن منزلته بين كتب البلاغة):

"জাওয়াহিরুল বালাগা" আরবি অলঙ্কারশাস্ত্রের গ্রন্থাবলীতে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এর কিছু কারণ হলো:

- প্রামাণিকতা: এটি ইলমুল বালাগাহর একটি নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণিক উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়।
- বিস্তৃত আলোচনা: গ্রন্থটি অলঙ্কারশাস্ত্রের তিনটি প্রধান শাখাকে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করায় এটি একটি পূর্ণাঙ্গ নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করে।
- শিক্ষার্থীদের অপরিহার্য: বহু বছর ধরে এটি বিভিন্ন আরব ও অনারব বিশ্ববিদ্যালয়ে অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য অপরিহার্য পাঠ্যগ্রন্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।
- সহজলভ্যতা: অন্যান্য জটিল ও প্রাচীন গ্রন্থের তুলনায় এর ভাষা ও উপস্থাপনা অপেক্ষাকৃত সহজ হওয়ায় এটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে অধিক জনপ্রিয়।
- প্রভাব: এই গ্রন্থটি পরবর্তী প্রজন্মের বহু লেখক ও গবেষককে অলঙ্কারশাস্ত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা করতে অনুপ্রাণিত করেছে।

প্রাচীন ও আধুনিক অলঙ্কারশাস্ত্রের গ্রন্থগুলোর মধ্যে "জাওয়াহিরুল বালাগা" তার সুস্পষ্টতা, পূর্ণাঙ্গতা ও শিক্ষণ পদ্ধতির কারণে একটি স্বতন্ত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে অধিষ্ঠিত।

৪. আলেমদের এর প্রতি মনোযোগ ও যত্ন (ودراسة عن أقوال العلماء فيه):

"জাওয়াহিরুল বালাগা" প্রকাশের পর থেকেই আলেম ও ভাষাবিদদের ব্যাপক মনোযোগ ও প্রশংসা লাভ করেছে। এর প্রতি তাঁদের যত্ন ও আগ্রহ বিভিন্নভাবে প্রতিফলিত হয়েছে:

- প্রশংসামূলক উক্তি: বহু প্রখ্যাত আলেম ও সাহিত্যিক গ্রন্থটির উচ্চমানের ভাষা, সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং মূল্যবান উদাহরণ নির্বাচনের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাঁরা এটিকে ইলমুল বালাগাহর একটি চমৎকার সারসংকলন হিসেবে অভিহিত করেছেন।
- পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্তি: বিভিন্ন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গ্রন্থটি অলঙ্কারশাস্ত্রের মৌলিক পাঠ্যক্রমের অংশ হিসেবে দীর্ঘকাল ধরে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর ব্যাপক ব্যবহারই এর গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ।

- ব্যাখ্যা ও ভাষ্য: বহু বিদ্বান এই গ্রন্থের বিভিন্ন অংশ ব্যাখ্যা করেছেন এবং এর উপর ভাষ্য (শারহ) রচনা করেছেন, যা এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।
- গবেষণা: "জাওয়াহিরুল বালাগা" গ্রন্থের পদ্ধতি, বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়েছে, যা এর স্থায়ী গুরুত্বের পরিচায়ক।
- পুনঃপ্রকাশ ও প্রচার: গ্রন্থটি বহুবার মুদ্রিত ও পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে এবং আজও এর চাহিদা বিদ্যমান, যা আলেম ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে এর জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, "জাওয়াহিরুল বালাগা" আরবি অলঙ্কারশাস্ত্রের এক অমূল্য রত্ন। এর বৈশিষ্ট্য, লেখকের পদ্ধতি এবং অলঙ্কারশাস্ত্রের গ্রন্থাবলীতে এর বিশেষ অবস্থান এটিকে একটি ব্যতিক্রমী মর্যাদা দান করেছে। আলেম ও শিক্ষার্থীদের নিরন্তর মনোযোগ ও যত্ন এই গ্রন্থের গুরুত্বকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে এবং এটি ভবিষ্যতেও ইলমুল বালাগাহর জ্ঞানার্জনে একটি অপরিহার্য উৎস হিসেবে বিবেচিত হবে।

▪ এক নজরে ইলমুল মা'আনি: অধ্যায় ভিত্তিক বিস্তারিত ধারণা

আরবি সাহিত্য ও বালাগাত (অলঙ্কারশাস্ত্র) পরীক্ষায় ইলমুল মা'আনি একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই শাস্ত্রটি আরবি বাক্যের অর্থের বিভিন্ন দিক, বক্তার উদ্দেশ্য এবং শ্রোতার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থের পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করে। নিচে প্রতিটি অধ্যায়ের মূল বিষয়বস্তু বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হলো:

প্রথম অধ্যায়: বাক্যকে খবর (informative) ও ইনশা (imperative/optative) এই দুই ভাগে বিভক্ত করা প্রসঙ্গে (الباب الأول: في تقسيم الكلام إلى خبر و إنشاء)

এই অধ্যায়ে মূলত আরবি বাক্যকে তার উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়:

- খবর (الخبر): এটি এমন বাক্য যা সত্য বা মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। অর্থাৎ, বক্তা কোনো তথ্য প্রদান করেন এবং সেই তথ্যটি বাস্তবতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে।
    - উদ্দেশ্য (أغراض الخبر): খবর শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং বক্তার বিভিন্ন উদ্দেশ্য থাকতে পারে, যেমন:
        - ইফাদাতুল খবর (إفادة الخبر): শ্রোতাকে কোনো নতুন তথ্য জানানো, যা তার আগে জানা ছিল না। (যেমন: "আকাশে চাঁদ উঠেছে।")
        - লাযিমুল ফা'য়িদা (لازم الفائدة): শ্রোতা তথ্যটি জানে, কিন্তু বক্তা তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চায় অথবা তার মনোযোগ আকর্ষণ করতে চায়। (যেমন: "আপনি তো জানেনই, সময় দ্রুত চলে যায়।")
        - ইযহারুদ দু'ফ (إظهار الضعف): দুর্বলতা প্রকাশ করা। (যেমন: "আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি।")
        - ইযহারুল ফারাহ (إظهار الفرح): আনন্দ প্রকাশ করা। (যেমন: "আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি।")
        - আল-ইস্তিরহাম (الاسترحام): সহানুভূতি চাওয়া। (যেমন: "আমার প্রতি একটু সদয় হোন।")
        - আল-ফখর (الفخر): গর্ব প্রকাশ করা। (যেমন: "আমরাই বিজয়ী হয়েছি।")
        - আল-হসর (الحسر): আফসোস প্রকাশ করা। (যেমন: "যদি আমি কাজটি করতে পারতাম!")
    - খবরের প্রকারভেদ (أنواع الخبر): শ্রোতার জ্ঞানের অবস্থার ভিত্তিতে খবর তিন প্রকার হতে পারে:
        - ইবতিদায়ী (ابتدائي): যখন শ্রোতা বিষয়টি সম্পর্কে একেবারেই অবগত নয় এবং বক্তা সাধারণভাবে তথ্য প্রদান করে।
        - талаবী (طلبي): যখন শ্রোতা বিষয়টি সম্পর্কে সন্দিহান থাকে এবং বক্তা জোর দিয়ে তথ্য প্রদান করে (যেমন: إنّ, لام التأكيد ব্যবহার করে)।
        - ইনকারী (إنكاري): যখন শ্রোতা বিষয়টি অস্বীকার করে এবং বক্তা বিভিন্ন শক্তিশালী প্রমাণ ও জোরের সাথে তথ্য প্রদান করে (যেমন: إنّ, لام التأكيد, اقسم ব্যবহার করে)।

- ইনশা (الإنشاء): এটি এমন বাক্য যা সত্য বা মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনা রাখে না। অর্থাৎ, বক্তা কোনো কাজ সম্পন্ন করতে বা কোনো অনুভূতি প্রকাশ করতে চান।
    - ইনশার প্রকারভেদ (أنواع الإنشاء): ইনশা বিভিন্ন প্রকার হতে পারে, যা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

❖ কামিল পরীক্ষায় এই অধ্যায় থেকে খবরের সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য এবং প্রকারভেদ সম্পর্কে প্রশ্ন আসতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: ইনশার স্বরূপ ও এর প্রকারভেদ প্রসঙ্গে (الباب الثاني: في حقيقة الانشاء وتقسيمه)

এই অধ্যায়ে ইনশার বিভিন্ন প্রকার ও তাদের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা হয়:

- আমর (الأمر): আদেশ করা। এর বিভিন্ন রূপ ও উদ্দেশ্য রয়েছে, যেমন:
    - আল-উজুব (الوجوب): অবশ্যকর্তব্য বোঝানো। (যেমন: "তোমরা সালাত কায়েম করো।")
    - আন্দ-দুব (الندب): উৎসাহিত করা। (যেমন: "তোমরা দান করো।")
    - আল-ইরশাদ (الإرشاد): দিকনির্দেশনা দেওয়া। (যেমন: "সাবধানে পথ চলো।")
    - আদ-দু'আ (الدعاء): প্রার্থনা করা। (যেমন: "হে আল্লাহ, আমাদের ক্ষমা করুন।")
    - আল-ইলতিমাস (الالتماس): সমপর্যায়ের ব্যক্তির কাছে অনুরোধ করা। (যেমন: "আমাকে বইটি দাও।")
    - আত-তাহদীদ (التهديد): হুমকি দেওয়া। (যেমন: "যদি তুমি এটা করো, তবে...")
    - আত-তা'জ্যীয (التعجيز): অক্ষমতা প্রমাণ করা। (যেমন: "তোমরা যদি পারো, তবে এর মতো একটি সূরা নিয়ে আসো।")
- নাহী (النهي): নিষেধ করা। এরও বিভিন্ন উদ্দেশ্য থাকে, যেমন:
    - আত-তাহরিম (التحريم): হারাম কাজ থেকে নিষেধ করা। (যেমন: "তোমরা মিথ্যা বলো না।")
    - আল-কারাহিয়া (الكراهية): অপছন্দনীয় কাজ থেকে নিষেধ করা। (যেমন: "তোমরা বেশি খেয়ো না।")
    - আল-ইরশাদ (الإرشاد): ক্ষতিকর কাজ থেকে নিষেধ করা। (যেমন: "রোদে ঘোরাঘুরি করো না।")
    - আদ-দু'আ (الدعاء): আল্লাহর কাছে খারাপ কিছু চাওয়া থেকে নিষেধ করা। (যেমন: "হে আল্লাহ, আমাদের শাস্তি দিয়ো না।")
    - আল-ইলতিমাস (الالتماس): সমপর্যায়ের ব্যক্তির কাছে অনুরোধের সুরে নিষেধ করা। (যেমন: "তুমি এখন যেয়ো না।")
- ইস্তিফহাম (الاستفهام): জিজ্ঞাসা করা। এর মূল উদ্দেশ্য জ্ঞান অর্জন করা হলেও, বক্তা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করতে পারেন, যেমন:
    - আন-নাফি (النفي): অস্বীকার করা। (যেমন: "আল্লাহ কি ন্যায়বিচারক নন?")
    - আত-তাকরির (التقرير): স্বীকৃতি আদায় করা। (যেমন: "আমি কি তোমাদের রব নই?")
    - আত-তা'আজ্জুব (التعجب): বিস্ময় প্রকাশ করা। (যেমন: "এটা কি করে সম্ভব?")
    - আত-তাহক্কুর (التحقير): তুচ্ছজ্ঞান করা। (যেমন: "এগুলো কি কোনো কাজের?")

- আল-আমর (الأمر): আদেশ করা (আলংকারিক অর্থে)। (যেমন: "তোমরা কি অসুস্থ? তাহলে বিশ্রাম নাও।")
- আন-নাহী (النهي): নিষেধ করা (আলংকারিক অর্থে)। (যেমন: "তোমরা কি বোকা? এমন কাজ করো না।")

- তামান্নী (التمني): আকাঙ্ক্ষা করা, যা সাধারণত অসম্ভব বা কঠিন। (যেমন: "যদি আমার যৌবন ফিরে আসত!")
- তারাজ্জী (الترجي): আশা করা, যা সম্ভব। (যেমন: "হয়তো আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করবেন।")
- নিদা (النداء): আহ্বান করা। (যেমন: "হে আল্লাহ!")
- কাসাম (القسم): শপথ করা। (যেমন: "আল্লাহর কসম!")
- মাদহ (المدح): প্রশংসা করা। (যেমন: "কতই না ভালো মানুষ সে!")
- যাম্ম (الذم): নিন্দা করা। (যেমন: "কতই না খারাপ কাজ এটা!")

কামিল পরীক্ষায় ইনশার প্রকারভেদ এবং তাদের বিভিন্ন আলংকারিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন আসতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়: মুসনাদ ইলাইহি (উদ্দেশ্য)-এর অবস্থা প্রসঙ্গে (الباب الثالث: في أحوال المسند إليه)

এই অধ্যায়ে বাক্যের উদ্দেশ্য (مبتدأ বা فاعل) বিভিন্ন অবস্থায় কিভাবে ব্যবহৃত হয় তা নিয়ে আলোচনা করা হয়:

- উদ্দেশ্যের উল্লেখ (ذكر المسند إليه): সাধারণত স্পষ্টতা ও গুরুত্ব বোঝানোর জন্য উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হয়।
- উদ্দেশ্যের উহ্য রাখা (حذف المسند إليه): বিভিন্ন কারণে উদ্দেশ্য উহ্য রাখা হতে পারে, যেমন:
  - সংক্ষিপ্ততা (الاختصار): বাক্যকে সংক্ষিপ্ত করা।
  - স্পষ্টতা (الوضوح): উদ্দেশ্য স্পষ্ট থাকলে।
  - সাধারণীকরণ (التعميم): উদ্দেশ্যকে নির্দিষ্ট না করে সাধারণভাবে বোঝানো।
  - ভয় বা উদ্বেগের কারণে (للخوف أو الضجر):
  - প্রশংসা বা নিন্দার ক্ষেত্রে (للمدح أو الذم):
- উদ্দেশ্যের (تقدم المسند إليه) تقدم: উদ্দেশ্যকে বিধেয়ের আগে নিয়ে আসার বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে, যেমন:
  - গুরুত্ব প্রদান (الاهتمام به): উদ্দেশ্যকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া।
  - নির্দিষ্টকরণ (التخصيص): উদ্দেশ্যকে নির্দিষ্ট করা।
  - প্রশ্নবোধক বাক্যে (في الاستفهام):
- উদ্দেশ্যের (تأخير المسند إليه) تأخير: উদ্দেশ্যকে বিধেয়ের পরে নিয়ে আসারও কিছু কারণ থাকে, যেমন:
  - বিধেয়ের উপর গুরুত্ব প্রদান (الاهتمام بالمسند):
  - বাক্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি (للتزيين):
  - যদি বিধেয় খবর (خبر مقدم) مقدم হয়।
- উদ্দেশ্যের (تعريف المسند إليه) معرفة: উদ্দেশ্যকে নির্দিষ্ট করার বিভিন্ন উপায়, যেমন:
  - ضمير (সর্বনাম) ব্যবহার করে।

- اسم علم (proper noun) ব্যবহার করে।
- اسم إشارة (demonstrative pronoun) ব্যবহার করে।
- اسم موصول (relative pronoun) ব্যবহার করে।
- الـ (আলিফ লাম) যুক্ত করে।
- إضافة (ইজাফা) করে।

- উদ্দেশ্যের (تنكير المسند إليه) تنكير: উদ্দেশ্যকে অনির্দিষ্ট করার বিভিন্ন কারণ, যেমন:
  - সংক্ষিপ্ততা (التقليل): সংখ্যায় কম বোঝানো।
  - প্রাচুর্য (التكثير): সংখ্যায় বেশি বোঝানো।
  - তুচ্ছজ্ঞান (التحقير):
  - মহত্ব বোঝানো (التعظيم):
  - অস্পষ্টতা (الإبهام):

❖ কামিল পরীক্ষায় উদ্দেশ্য কখন উল্লেখ করা হয়, কখন উহ্য রাখা হয় এবং কেন আগে বা পরে আনা হয় - এই বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ।

চতুর্থ অধ্যায়: মুসনাদ (বিধেয়) ও এর অবস্থা প্রসঙ্গে (الباب الرابع: في المسند وأحواله)

এই অধ্যায়ে বাক্যের বিধেয় (فعل বা خبر) বিভিন্ন অবস্থায় কিভাবে ব্যবহৃত হয় তা নিয়ে আলোচনা করা হয়:

- বিধের উল্লেখ (ذكر المسند): সাধারণত স্পষ্টতা ও তথ্য প্রদানের জন্য বিধেয় উল্লেখ করা হয়।
- বিধের উহ্য রাখা (حذف المسند): বিভিন্ন কারণে বিধেয় উহ্য রাখা হতে পারে, যেমন:
  - স্পষ্টতা (الوضوح): বিধেয়Context থেকে স্পষ্ট বোঝা গেলে।
  - সংক্ষিপ্ততা (الاختصار): বাক্যকে সংক্ষিপ্ত করা।
  - কৌতূহল সৃষ্টি (للتشويق):
- বিধের معرفة ও (تعريف المسند وتنكيره) تنكير: উদ্দেশ্যের মতো বিধেয়কেও নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট করা হতে পারে এবং এর বিভিন্ন আলংকারিক উদ্দেশ্য থাকে।
- বিধের تقدم ও (تقديم المسند وتأخيره) تأخير: বিধেয়কে উদ্দেশ্যের আগে বা পরে নিয়ে আসার বিভিন্ন কারণ, যেমন:
  - গুরুত্ব প্রদান (الاهتمام):
  - নতুনত্ব বোঝানো (الإفادة):
  - কাসর (সীমাবদ্ধতা) বোঝানো।
- বিধের বিভিন্ন রূপ (أنواع المسند): বিধেয় اسم (বিশেষ্য), فعل (ক্রিয়া) বা شبه جملة (অসমাপ্ত বাক্য) হতে পারে এবং এদের প্রত্যেকটির নিজস্ব আলংকারিক ব্যবহার রয়েছে।

কামিল পরীক্ষায় বিধেয়ের বিভিন্ন অবস্থা এবং কেন সেগুলোকে পরিবর্তন করা হয় - এই সংক্রান্ত প্রশ্ন আসতে পারে।

পঞ্চম অধ্যায়: إطلاق (সাধারণীকরণ) প্রসঙ্গে (الباب الخامس: في الإطلاق)

এই অধ্যায়ে কোনো বক্তব্যকে সাধারণভাবে উপস্থাপন করার বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। إطلاق মানে হলো কোনো শর্ত বা সীমাবদ্ধতা ছাড়াই সাধারণভাবে কোনো কথা বলা। এর বিপরীত হলো তাকয়ীদ (تقييد), যার অর্থ কোনো শর্ত বা বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে বক্তব্যকে সীমাবদ্ধ করা।

- إطلاق কখন ব্যবহৃত হয়:
    - যখন বক্তা কোনো বিষয়ের সার্বজনীন সত্যতা বা ব্যাপকতা বোঝাতে চান।
    - যখন কোনো বিষয়ে কোনো বিশেষ সীমাবদ্ধতা না থাকে।
    - উপদেশ বা সাধারণ নীতি বিবৃত করার ক্ষেত্রে।
- إطلاق -এর উদাহরণ:
    - "জ্ঞান আলো।" - এখানে জ্ঞানকে সাধারণভাবে আলোর সাথে তুলনা করা হয়েছে, কোনো বিশেষ জ্ঞানের কথা বলা হয়নি।
    - "মানুষ ভুল করে।" - এটি একটি সাধারণ সত্য যা সকল মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

❖ কামিল পরীক্ষায় إطلاق -এর ধারণা এবং এর ব্যবহারের ক্ষেত্র সম্পর্কে প্রশ্ন আসতে পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়: ফেল (ক্রিয়া)-এর সাথে সম্পৃক্ত বিষয়সমূহের অবস্থা প্রসঙ্গে (الباب السادس: في أحوال متعلقات الفعل)

এই অধ্যায়ে ক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন উপাদান (যেমন: মাফ'উল বিহি - কর্ম, মাফ'উল ফিহি - অধিকরণ, মাফ'উল লাহু - কারণ, মাফ'উল মুতলাক - উদ্দেশ্যমূলক কর্ম) তাদের বিভিন্ন অবস্থায় কিভাবে ব্যবহৃত হয় তা নিয়ে আলোচনা করা হয়:

- উল্লেখ ও উহ্য রাখা (الذكر والحذف): কখন এই উপাদানগুলো উল্লেখ করা হয় এবং কখন উহ্য রাখা হয় তার কারণ।
- অগ্রপশ্চাৎ করা (التقديم والتأخير): বাক্যে এদের স্থান পরিবর্তন করার আলংকারিক উদ্দেশ্য।
- বিভিন্ন রূপ (التنكير والتعريف والإطلاق والتقييد): এদের নির্দিষ্ট, অনির্দিষ্ট, সাধারণ বা সীমাবদ্ধ করার তাৎপর্য।

কামিল পরীক্ষায় ক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত উপাদানগুলোর পরিবর্তন এবং তার অর্থের উপর প্রভাব সম্পর্কে প্রশ্ন আসতে পারে।

সপ্তম অধ্যায়: কাসর (সীমাবদ্ধতা)-এর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে (الباب السابع: في تعريف القصر)

এই অধ্যায়ে কাসরের সংজ্ঞা এবং এর বিভিন্ন প্রকার নিয়ে আলোচনা করা হয়। কাসর মানে হলো কোনো কিছুকে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা অথবা কোনো নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যকে কোনো নির্দিষ্ট বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ করা।

- কাসরের সংজ্ঞা (تعريف القصر): কোনো কিছুকে অন্য কিছু থেকে আলাদা করে এক বা একাধিক বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা।
- কাসরের প্রকারভেদ (أنواع القصر): কাসর প্রধানত দুই প্রকার:

- কাসরুল মাওসুফ আলা সিফা (قصر الموصوف على الصفة): কোনো বিশেষ্যকে তার কোনো নির্দিষ্ট গুণ বা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা। (যেমন: "জায়েদ একজন কবি, লেখক নন।" - এখানে জায়েদের পরিচয় কেবল কবিরূপেই সীমাবদ্ধ করা হয়েছে।)
- কাসরুস সিফা আলাল মাওসুফ (قصر الصفة على الموصوف): কোনো গুণ বা বৈশিষ্ট্যকে কোনো নির্দিষ্ট বিশেষ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা। (যেমন: "কেবল আল্লাহই ক্ষমাশীল।" - এখানে ক্ষমার গুণ কেবল আল্লাহর মধ্যেই সীমাবদ্ধ।)

- কাসরের পদ্ধতি (طرق القصر): আরবিতে বিভিন্ন উপায়ে কাসর তৈরি করা যায়, যেমন:
  - إنما ব্যবহার করে। (যেমন: إنما أنت منذر - আপনি কেবল একজন সতর্ককারী।)
  - إلا ও ما النافية ব্যবহার করে। (যেমন: ما محمد إلا رسول - মুহাম্মদ কেবল একজন রাসূল।)
  - بل ও لكن ব্যবহার করে। (যেমন: ما جاء زيد بل عمرو - জায়েদ আসেনি, বরং আমর এসেছে।)
  - تقديم ما حقه التأخير (যাকে পরে আসার কথা তাকে আগে নিয়ে আসা)। (যেমন: إياك نعبد - আমরা কেবল আপনারই ইবাদত করি।)

❖ কামিল পরীক্ষায় কাসরের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ এবং তৈরির পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশ্ন আসতে পারে।

অষ্টম অধ্যায়: ওয়াসল (সংযোগ) ও ফাসল (বিচ্ছেদ) প্রসঙ্গে (الباب الثامن: في الوصل والفصل)

এই অধ্যায়ে দুটি বাক্য বা বাক্যাংশকে সংযোগ (ওয়াসল) করা বা বিচ্ছিন্ন (ফাসল) করার নিয়ম ও তার আলংকারিক উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করা হয়।

- ওয়াসল (الوصل): দুটি বাক্যকে "ওয়াও" (و) অব্যয়ের মাধ্যমে যুক্ত করা। কখন ওয়াসল করা উচিত:
  - যখন দুটি বাক্যের মধ্যে অর্থের সুস্পষ্ট সম্পর্ক থাকে।
  - যখন দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথম বাক্যের কারণ, ফলাফল বা ব্যাখ্যা হয়।
  - যখন দুটি বাক্য একই ধরনের উদ্দেশ্য বহন করে।
- ফাসল (الفصل): দুটি বাক্যকে কোনো সংযোজক অব্যয় ছাড়াই আলাদা রাখা। কখন ফাসল করা উচিত:
  - যখন দুটি বাক্যের মধ্যে অর্থের কোনো সুস্পষ্ট সম্পর্ক না থাকে (كمال الانقطاع)।
  - যখন দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথম বাক্যের উত্তর হয় (شبه كمال الانقطاع)।
  - যখন দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথম বাক্যের পরিবর্তে ব্যবহৃত হতে পারে (كمال الاتصال)।

❖ কামিল পরীক্ষায় ওয়াসল ও ফাসলের নিয়ম এবং তাদের আলংকারিক তাৎপর্য সম্পর্কে প্রশ্ন আসতে পারে।

▪ এক নজরে ইলমুল বায়ান (علم البيان): অধ্যায় ভিত্তিক বিস্তারিত ধারণা

উপস্থাপনা: আরবি সাহিত্য ও বালাগাত (অলঙ্কারশাস্ত্র) পরীক্ষায় ইলমুল বায়ান একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এই শাস্ত্রে মূলত উপমা (তাশবিহ), রূপক (মাজাজ) এবং ব্যঞ্জনার্থ (কিনায়া) নিয়ে আলোচনা করা হয়, যা আরবি ভাষার সৌন্দর্য ও গভীরতা বৃদ্ধিতে অপরিহার্য। নিচে প্রতিটি অধ্যায়ের মূল বিষয়বস্তু বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হলো:

প্রথম অধ্যায়: তাশবিহ (উপমা) প্রসঙ্গে (الباب الأول: في التشبيه)

এই অধ্যায়ে তাশবিহের সংজ্ঞা, উপাদান, প্রকারভেদ এবং এর বিভিন্ন আলংকারিক উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করা হয়।

- তাশবিহের সংজ্ঞা (تعريف التشبيه): তাশবিহ হলো দুটি ভিন্ন বস্তুর মধ্যে এক বা একাধিক সাধারণ গুণের ভিত্তিতে সাদৃশ্য স্থাপন করা, যেখানে একটি উপমা বাচক শব্দ (আদাতুত তাশবিহ) ব্যবহৃত হয়।
- তাশবিহের উপাদান (أركان التشبيه): তাশবিহের চারটি অপরিহার্য উপাদান রয়েছে:
    - المشبه (আল-মুসাব্বাহ) - উপমেয়: যে বস্তু বা ব্যক্তির তুলনা করা হয়।
    - المشبه به (আল-মুসাব্বাহ বিহি) - উপমান: যে বস্তু বা ব্যক্তির সাথে তুলনা করা হয়।
    - أداة التشبيه (আদাতুত তাশবীহ) - উপমা বাচক শব্দ: সেই শব্দ যা তুলনা প্রকাশ করে (যেমন: كَـ, كَأَنَّ, مِثْلُ, شِبْهُ, نَظِيرُ)।
    - وجه الشبه (ওয়াজহুশ শাবাহ) - সাধারণ গুণ: সেই গুণ বা বৈশিষ্ট্য যা উপমেয় এবং উপমান উভয়ের মধ্যে সমানভাবে বিদ্যমান থাকে এবং যার ভিত্তিতে তুলনা করা হয়।

- তাশবিহের প্রকারভেদ (أنواع التشبيه): বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তাশবিহকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়:
    - ওয়াজহুশ শাবাহের উল্লেখ ও উহ্য থাকার ভিত্তিতে:
        - তাশবিহে মুফাসসাল (تشبيه مفصل): যেখানে ওয়াজহুশ শাবাহ স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে। (যেমন: "জায়েদের মুখ চাঁদের মতো সুন্দর।" - এখানে সৌন্দর্য সাধারণ গুণ।)
        - তাশবিহে মুজমাল (تشبيه مجمل): যেখানে ওয়াজহুশ শাবাহ উহ্য থাকে। (যেমন: "জায়েদের মুখ চাঁদের মতো।")
    - আদাতুত তাশবিহের উল্লেখ ও উহ্য থাকার ভিত্তিতে:
        - তাশবিহে মুরসাল (تشبيه مرسل): যেখানে আদাতুত তাশবিহ উল্লেখ থাকে। (যেমন: উপরের উদাহরণ দুটি।)
        - তাশবিহে মুয়াক্কাদ (تشبيه مؤكد): যেখানে আদাতুত তাশবিহ উহ্য থাকে। (যেমন: "জায়েদের মুখ চাঁদ।" - এখানে সাদৃশ্য জোরালোভাবে বোঝানো হচ্ছে।)
    - ওয়াজহুশ শাবাহের প্রকৃতির ভিত্তিতে:
        - তাশবিহে তামসিল (تشبيه تمثيل): যেখানে ওয়াজহুশ শাবাহ একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র বা অবস্থাকে বোঝায়। (যেমন: "তাদের সম্পদ যেন সেই শস্যক্ষেত্র যা বৃষ্টিতে ফুলেফেঁপে ওঠে,

অতঃপর শুকিয়ে যায়।" - এখানে ক্ষণস্থায়ী সমৃদ্ধি একটি চিত্রের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে।)

- তাশবিহে গায়েরু তামসিল (تشبيه غير تمثيل): যেখানে ওয়াজহুশ শাবাহ একটি একক গুণ বা বৈশিষ্ট্যকে বোঝায়। (যেমন: "জায়েদ সিংহের মতো সাহসী।" - এখানে সাহস একটি একক গুণ।)

- উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে:
  - বায়ানু ইমকানিল মুসাব্বাহ (بيان إمكان المشبه): উপমেয়ের সম্ভাবনা বর্ণনা।
  - বায়ানু হালিল মুসাব্বাহ (بيان حال المشبه): উপমেয়ের অবস্থা বর্ণনা।
  - বায়ানু মিকদারিল মুসাব্বাহ (بيان مقدار المشبه): উপমেয়ের পরিমাণ বর্ণনা।
  - তাকরিরুল মুসাব্বাহ ওয়া তাছবিতুহু ফিন নাফস (تقرير المشبه وتثبيته في النفس): উপমেয়কে দৃঢ় ও মনে বদ্ধমূল করা।
  - তাযয়ীনুল মুসাব্বাহ আও তাক্বীহু (تزيين المشبه أو تقبيحه): উপমেয়কে সুন্দর বা কুৎসিত করে উপস্থাপন।
  - ইযহারুশ শাফাক্বাতি আলাল মুসাব্বাহ (إظهار الشفقة على المشبه): উপমেয়ের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ।

- কামিল পরীক্ষায় তাশবিহের সংজ্ঞা, উপাদান, বিভিন্ন প্রকারভেদ এবং প্রত্যেক প্রকারের উদাহরণ ও আলংকারিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন আসতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: মাজাজ (রূপক/আলঙ্কারিক ব্যবহার) প্রসঙ্গে (الباب الثاني: في المجاز)

এই অধ্যায়ে মাজাজের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ এবং কিনায়ার সাথে এর পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করা হয়।

- মাজাজের সংজ্ঞা (تعريف المجاز): যখন কোনো শব্দ তার আভিধানিক বা প্রকৃত অর্থ (المعنى الحقيقي) বাদ দিয়ে অন্য কোনো সম্পর্কযুক্ত অর্থে (المعنى المجازي) ব্যবহৃত হয়, যেখানে একটি প্রাসঙ্গিক সম্পর্ক (علاقة) এবং কোনো আলংকারিক উদ্দেশ্য (قرينة) বিদ্যমান থাকে যা শব্দটিকে তার আসল অর্থে ব্যবহার করা থেকে বাধা দেয়।
- মাজাজের প্রকারভেদ (أنواع المجاز): মাজাজ প্রধানত দুই প্রকার:
  - আল-মাজাজুল লুগাভী (المجاز اللغوي) - ভাষাগত রূপক: একটি একক শব্দ তার আসল অর্থ বাদ দিয়ে অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর প্রধান দুটি প্রকার:
    - আল-ইস্তি'আরা (الاستعارة) - উপমা-অনুসৃতি/রূপক: দুটি বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকার কারণে একটি বস্তুর নাম অন্য বস্তুর জন্য ধার করা হয়। এর উপাদানগুলো হলো:
      - আল-মুস্তা'আর মিনহু (المستعار منه): যার কাছ থেকে ধার করা হয়েছে (উপমান)।
      - আল-মুস্তা'আর লাহু (المستعار له): যার জন্য ধার করা হয়েছে (উপমেয়)।
      - আল-জামি' (الجامع): উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান সাধারণ গুণ।

        - আল-কারীনা (القرينة): যা রূপক অর্থকে নির্দেশ করে এবং আসল অর্থকে বাধা দেয়। ইস্তি'আরার প্রকারভেদ:
            - ইস্তি'আরা তাসরিহিয়্যা (استعارة تصريحية): যেখানে মুস্তা'আর মিনহু স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে। (যেমন: "আমি একটি সিংহকে তীর ছুঁড়তে দেখলাম।" - এখানে সিংহ দ্বারা সাহসী ব্যক্তি।)
            - ইস্তি'আরা মাকনিয়্যা (استعارة مكنية): যেখানে মুস্তা'আর মিনহু উহ্য থাকে, কিন্তু তার কোনো বৈশিষ্ট্য উপমেয়ের সাথে যুক্ত করা হয়। (যেমন: "মৃত্যু তার নখরগুলো বিদ্ধ করলো।" - এখানে মৃত্যুকে হিংস্র প্রাণীর সাথে তুলনা করা হয়েছে।)
        - আল-মাজাজুল মুরসাল (المجاز المرسل) - লক্ষণা: শব্দের আভিধানিক অর্থ বাদ দিয়ে অন্য অর্থে ব্যবহার করা হয়, তবে সাদৃশ্য ছাড়াও অন্য কোনো সম্পর্ক (যেমন: কারণ, ফল, অংশ, সমগ্র, স্থান, কাল ইত্যাদি) বিদ্যমান থাকে। (যেমন: "আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হলো।" - এখানে আকাশ দ্বারা মেঘ।)
    - আল-মাজাজুল 'আক্বলী (المجاز العقلي) - বুদ্ধিভিত্তিক রূপক: শব্দের আভিধানিক অর্থ ঠিক থাকে, কিন্তু ফেল (ক্রিয়া) বা তার সাথে সম্পৃক্ত ইসিম (বিশেষ্য)-এর সম্বন্ধ এমন কিছুর দিকে করা হয় যার প্রকৃতপক্ষে সেই কাজটি করার ক্ষমতা নেই। (যেমন: "বসন্ত ঘাস উৎপন্ন করেছে।" - প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ উৎপন্ন করেন।)
- কিনায়া ও মাজাজের মধ্যে পার্থক্য:
    - কিনায়াতে আভিধানিক অর্থ সত্য হতে পারে, কিন্তু মাজাজে সাধারণত অপ্রকৃত অর্থ ব্যবহৃত হয়।
    - কিনায়াতে অর্থের স্থানান্তর আনুষঙ্গিক সম্পর্কের ভিত্তিতে হয়, কিন্তু মাজাজে সাদৃশ্য বা অন্য কোনো সম্পর্কের ভিত্তিতে হয়।
    - কিনায়ার উদ্দেশ্য সরাসরি অর্থ এড়িয়ে ইঙ্গিতপূর্ণভাবে ভাব প্রকাশ করা, কিন্তু মাজাজের উদ্দেশ্য ভাষাকে আলংকারিক ও প্রভাবশালী করা।
- কামিল পরীক্ষায় মাজাজের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ (বিশেষ করে ইস্তি'আরা ও মাজাজুল মুরসাল) এবং কিনায়ার সাথে এর পার্থক্য উদাহরণসহ আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ।

তৃতীয় অধ্যায়: কিনায়া (ব্যঞ্জনার্থ)-এর সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ প্রসঙ্গে (الباب الثالث: في الكناية وتعريفها وأنواعها)

এই অধ্যায়ে কিনায়ার সংজ্ঞা, প্রকারভেদ এবং এর আলংকারিক ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা হয়।

- কিনায়ার সংজ্ঞা (تعريف الكناية): এমন একটি বাক্য বা অভিব্যক্তি যেখানে বক্তা কোনো অর্থ সরাসরি উল্লেখ না করে এমন একটি আনুষঙ্গিক অর্থ (معنى ملازم) ব্যবহার করেন যার মাধ্যমে উদ্দিষ্ট অর্থটি শ্রোতার কাছে ইঙ্গিতপূর্ণভাবে বোধগম্য হয়। কিনায়াতে ব্যবহৃত শব্দটি তার আভিধানিক অর্থেও সত্য হতে পারে এবং উদ্দিষ্ট অর্থটি সাধারণত একটি গুণ বা অবস্থা বোঝায়।
- কিনায়ার প্রকারভেদ (أنواع الكناية): কিনায়া প্রধানত তিন প্রকার:

- আল-কিনায়াতু আন সিফা (الكناية عن صفة) - গুণের ব্যঞ্জনা: কোনো গুণ বা বৈশিষ্ট্য সরাসরি উল্লেখ না করে এমন একটি উক্তি ব্যবহার করা যা সেই গুণটিকে ইঙ্গিত করে। (যেমন: "সে প্রচুর ছাইওয়ালা।" - দানশীলতা।)
- আল-কিনায়াতু আন মাওসুফ (الكناية عن موصوف) - বিশেষ্যের ব্যঞ্জনা: কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা স্থানের নাম সরাসরি উল্লেখ না করে এমন একটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা যা সেই ব্যক্তি, বস্তু বা স্থানটিকে ইঙ্গিত করে। (যেমন: "আরবের হৃদয় স্পন্দিত হচ্ছে।" - মক্কা।)
- আল-কিনায়াতু আন নিসবাহ (الكناية عن نسبة) - সম্পর্কের ব্যঞ্জনা: কোনো গুণ বা বৈশিষ্ট্যকে সরাসরি কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর সাথে সম্বন্ধযুক্ত না করে এমন কিছুর সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয় যা সেই ব্যক্তি বা বস্তুর সাথে সম্পর্কিত। (যেমন: "সৌভাগ্য তার পদচিহ্ন অনুসরণ করে।" - সে ভাগ্যবান।)

- কিনায়ার আলংকারিক ব্যবহার (أغراض الكناية): কিনায়া বিভিন্ন আলংকারিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, যেমন:
  - সংক্ষিপ্ততা ও ব্যঞ্জনা (الاختصار والإيجاز).
  - শালীনতা রক্ষা (التستر على القبيح).
  - বিষয়টিকে আরও জোরালো ও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা (التوكيد والتقرير).
  - বর্ণনাকে আরও আকর্ষণীয় ও জীবন্ত করা (التصوير والتجسيم).
- কামিল পরীক্ষায় কিনায়ার সংজ্ঞা, তার বিভিন্ন প্রকারভেদ উদাহরণসহ এবং এর আলংকারিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন আসতে পারে। মাজাজের সাথে কিনায়ার পার্থক্য ভালোভাবে বুঝতে হবে।

ইলমুল বায়ানের এই তিনটি অধ্যায় ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারলে কামিল পরীক্ষায় বালাগাত অংশে ভালো ফল করা সম্ভব। প্রতিটি বিষয়ের মূল ধারণা, প্রকারভেদ এবং উদাহরণ মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করা জরুরি।

▪ এক নজরে ইলমুল বাদী' (علم البديع): অধ্যায় ভিত্তিক বিস্তারিত ধারণা

উপস্থাপনা: আরবি সাহিত্য ও বালাগাত (অলঙ্কারশাস্ত্র) পরীক্ষায় ইলমুল বাদী' একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এই শাস্ত্রে আরবি বাক্যের বাহ্যিক (শব্দগত) ও অভ্যন্তরীণ (অর্থগত) সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার বিভিন্ন অলঙ্কারিক কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়। প্রতিটি অধ্যায়ের মূল বিষয়বস্তু বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হলো:

প্রথম অধ্যায়: আল-মুহাসসিনাত আল-মা'নাবিয়্যাহ (অর্থগত সৌন্দর্যবর্ধক উপাদান) প্রসঙ্গে (الباب الأول: في المحسنات المعنوية)

এই অধ্যায়ে বাক্যের অর্থের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এমন বিভিন্ন অলঙ্কারিক কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়। এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রকারভেদ উদাহরণসহ নিচে উল্লেখ করা হলো:

- ত্বিবাক (الطباق) - বৈপরীত্য: একটি বাক্যে দুটি বিপরীত অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা।
    - ত্বিবাকুল ঈজাব (طباق الإيجاب): ইতিবাচক শব্দের সাথে ইতিবাচক বিপরীত শব্দের ব্যবহার। (যেমন: "তিনি হাসালেন ও কাঁদালেন।" - أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ)
    - ত্বিবাকুস সালব (طباق السلب): ইতিবাচক শব্দের সাথে নাবাচক বিপরীত শব্দের ব্যবহার। (যেমন: "তারা জানে এবং জানে না।" - يَعْلَمُونَ وَلَا يَعْلَمُونَ)
- মুরা'আতুন নাযীর (مراعاة النظير) - সাদৃশ্য রক্ষা: একটি বাক্যে এমন কয়েকটি শব্দ ব্যবহার করা যাদের মধ্যে সুস্পষ্ট বিপরীত অর্থ না থাকলেও একটি পারস্পরিক সম্পর্ক বা সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকে। (যেমন: "সূর্য, চাঁদ ও তারকারা উজ্জ্বল।" - الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ سَوَاطِعُ)
- তাওরিয়া (التورية) - দ্ব্যর্থকতা: একটি শব্দ ব্যবহার করা যার দুটি অর্থ থাকে - একটি নিকটবর্তী অর্থ যা স্পষ্ট, এবং অন্যটি দূরবর্তী অর্থ যা বক্তার মূল উদ্দেশ্য। (যেমন: "আমি এমন এক জাতির কাছে অভিযোগ করলাম যাদের পানপাত্র ভরা।" - এখানে 'পানপাত্র ভরা' দ্বারা সম্পদশালী এবং নীরব - উভয় অর্থ হতে পারে।)
- ইস্তিতরাদ (الاستطراد) - প্রসঙ্গান্তর: কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করার সময় হঠাৎ করে অন্য কোনো প্রাসঙ্গিক বিষয়ে সামান্য আলোকপাত করে আবার মূল আলোচনায় ফিরে আসা।
- ইস্তিখদাম (الاستخدام) - পুনর্ব্যবহার: একটি শব্দ বাক্যে প্রথমে এক অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং পরবর্তীতে সেই একই শব্দ অথবা তার সর্বনাম অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়।
- আল-মুকা-বালাহ (المقابلة) - তুলনা: দুটি বাক্যাংশের মধ্যে অর্থের বিপরীততা বা বৈপরীত্য স্থাপন করা, যেখানে প্রতিটি অংশে একাধিক শব্দ থাকে। (যেমন: "যারা সৎকাজ করে, তাদের মুখ উজ্জ্বল হবে এবং যারা অসৎকাজ করে, তাদের মুখ কালো হবে।" - وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ * وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ)
- আল-ইলতিফাত (الالتفات) - মনোযোগ আকর্ষণ: বক্তার সর্বনামের পরিবর্তন করে শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা (যেমন: বক্তা প্রথমে বহুবচনে কথা বলছেন, হঠাৎ একবচনে চলে গেলেন)।
- আল-জি'আলাতুল মুবাল্লাগা (الجعل المبالغ فيه) - অতিরঞ্জিত বর্ণনা: কোনো গুণ বা বৈশিষ্ট্যকে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি বাড়িয়ে বলা।

❖ কামিল পরীক্ষায় এই অলঙ্কারগুলোর সংজ্ঞা, উদাহরণ এবং এদের সৌন্দর্য সৃষ্টির কৌশল সম্পর্কে প্রশ্ন আসতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: আল-মুহাসসিনাত আল-লাফযিয়্যাহ (শব্দগত সৌন্দর্যবর্ধক উপাদান) প্রসঙ্গে (الباب الثاني: في المحسنات اللفظية)

এই অধ্যায়ে বাক্যের শব্দের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এমন বিভিন্ন অলঙ্কারিক কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়। এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রকারভেদ উদাহরণসহ নিচে উল্লেখ করা হলো:

- জিনাস (الجناس) - অনুপ্রাস/শব্দদ্বৈত: দুটি শব্দ উচ্চারণে প্রায় একই রকম অথবা হুবহু এক, কিন্তু অর্থের দিক থেকে ভিন্ন।
    - জিনাসুত তাম্ম (جناس تام): দুটি শব্দ চারটি বিষয়ে হুবহু এক (বর্ণের ধরন, সংখ্যা, ক্রম ও হরকত), কিন্তু অর্থে ভিন্ন। (যেমন: "আমার বিশ্বাস যে তুমি আমার বিশ্বাস।" - يَقِينِي بِأَنَّكَ يَقِينِي)
    - জিনাসু গায়েরু তাম্ম (جناس غير تام): দুটি শব্দের মধ্যে পূর্বোক্ত চারটি বিষয়ের এক বা একাধিক বিষয়ে পার্থক্য থাকে, কিন্তু উচ্চারণে সাদৃশ্য থাকে। (যেমন: "তারা নিষেধ করে মন্দ কাজ থেকে, অথচ তারা নিজেরাই মন্দ কাজ করে।" - هُمَا يَنْهَيَانِ عَنْ مُنْكَرٍ وَيَأْتِيَانِ الْمُنْكَرَا)
- সাজ' (السجع) - অন্ত্যমিল: গদ্যের দুটি সংলগ্ন বাক্যের শেষ অক্ষরের হরকত একই রকম হওয়া। (যেমন: "হে আল্লাহ, আপনি মহান এবং আপনার প্রশংসা অপরিসীম।" - اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيمِ سُلْطَانِكَ)
- আল-ইক্তিবাস (الاقتباس) - উদ্ধৃতি: কুরআন, হাদিস বা বিখ্যাত কারো উক্তি বাক্যে এমনভাবে ব্যবহার করা যেন তা মূল বক্তব্যের অংশ মনে হয়।
- আল-ইত্তিবা' (الاتباع) - অনুসরণ: একটি শব্দের পরে তার অর্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আরেকটি শব্দ ব্যবহার করা, যা প্রথম শব্দের অর্থকে জোরদার করে।
- আল-তারসী' (الترصيع) - সুবিন্যস্ততা: কবিতার পঙক্তির শব্দগুলো এমনভাবে সাজানো যাতে তাদের মধ্যে একটি সুষম ও শ্রুতিমধুর মিল থাকে।
- আল-তাদযীল (التذييل) - সংযোজন: একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্যের পরে একই অর্থের আরেকটি বাক্য যোগ করা, যা প্রথম বাক্যটির অর্থকে আরও স্পষ্ট করে বা জোরদার করে।
- হুসনুত তাকসিম (حسن التقسيم) - সুন্দর বিভাজন: একটি দীর্ঘ বাক্যকে অর্থপূর্ণ ও শ্রুতিমধুর ছোট ছোট অংশে ভাগ করা।

❖ কামিল পরীক্ষায় এই শব্দালঙ্কারগুলোর সংজ্ঞা, উদাহরণ এবং এদের শ্রুতিমাধুর্য ও আকর্ষণ সৃষ্টির কৌশল সম্পর্কে প্রশ্ন আসতে পারে।

ইলমুল বাদী'-এর এই দুটি অধ্যায় ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারলে কামিল পরীক্ষায় বালাগাত অংশে শব্দ ও অর্থের সৌন্দর্য সম্পর্কিত যেকোনো প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ হবে। প্রতিটি অলঙ্কারের বৈশিষ্ট্য, প্রকারভেদ এবং উপযুক্ত উদাহরণসহ ভালোভাবে বুঝে নেওয়া জরুরি।

▪ ক) ইলমুল মা'আনি: ৬টি থাকবে ৪টির উত্তর দিতে হবে: ৪×১০=৪০

أ. الفصاحة و البلاغة ما هما ؟ بين أقسام الفصاحة بالتمثيل.

ফাসাহাত ও বালাঘাত কী? উদাহরণের মাধ্যমে ফাসাহাতের প্রকারভেদ বর্ণনা কর।

উত্তর: উপস্থাপনা: আরবি অলঙ্কারশাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয় - ফাসাহাত (الفصاحة) ও বালাগাত (البلاغة), এবং ফাসাহাতের প্রকারভেদ আরবি ভাষা ও সাহিত্যের সৌন্দর্য এবং এর অলঙ্কারশাস্ত্রের গভীরতা অনুধাবন করার জন্য এই বিষয়গুলোর জ্ঞান অপরিহার্য। বিশেষত কামিল স্তরের একজন শিক্ষার্থীর জন্য ইলমুল বালাগার এই মৌলিক ধারণাগুলো স্পষ্ট থাকা আবশ্যক। আমি সাইয়্যিদ আহমাদ আল-হাশিমি (রহ.) রচিত প্রামাণিক গ্রন্থ "জাওয়াহিরুল বালাগা ফি আল-মা'আনি ওয়াল-বায়ান ওয়াল-বাদি'"-এর আলোকে এই আলোচনা উপস্থাপন করব।

১. ফাসাহাত (الفصاحة):

আভিধানিক অর্থে ফাসাহাত মানে স্পষ্টতা, বিশুদ্ধতা ও সাবলীলতা। ইলমুল লুগাহ (ভাষাতত্ত্ব)-এর পরিভাষায় ফাসাহাত হলো সেই গুণ যা শব্দ (الكلمة), বাক্য (الكلام) ও বক্তার (المتكلم) মধ্যে বিদ্যমান থাকে এবং যার মাধ্যমে বক্তব্য ত্রুটিমুক্ত, সুস্পষ্ট ও শ্রুতিমধুর হয়।

- **ফাসাহাতুল কালিমা (فصاحة الكلمة):** একটি শব্দ তখনই ফাসীহ হিসেবে গণ্য হবে যখন তা তিনটি ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকবে:
    - তানাফুরুল হুরুফ (تنافر الحروف): বর্ণের অপসঙ্গতি। অর্থাৎ শব্দের বর্ণগুলোর উচ্চারণ জিহ্বার জন্য কঠিন বা শ্রুতিমধুর না হওয়া। উদাহরণস্বরূপ, "الظُّفْرُ" (নখ) শব্দটি উচ্চারণে কিছুটা কঠিন।
    - মুখালাফাতুল কিয়াসিস সারফি (مخالفة القياس الصرفي): ভাষার প্রচলিত রূপান্তরের নিয়মের বিরোধিতা। ব্যাকরণের প্রতিষ্ঠিত নিয়মের বাইরে কোনো শব্দ ব্যবহার করা ফাসাহাতের পরিপন্থী।
    - গারাবাতুল ইস্তিমাল (غرابة الاستعمال): অপরিচিত ব্যবহার। সাধারণ্যে অপ্রচলিত বা দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করা।
- **ফাসাহাতুল কালাম (فصاحة الكلام):** একটি বাক্য ফাসীহ হবে যখন তা নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলো থেকে মুক্ত থাকবে:
    - যু'ফুল তা'লীফ (ضعف التأليف): দুর্বল রচনাশৈলী। বাক্যের শব্দগুলোর এমন বিশৃঙ্খলarrangement যা অর্থ বুঝতে বাধা সৃষ্টি করে।
    - তানাফুরুল কালিমা (تنافر الكلمات): শব্দের অপসঙ্গতি। বাক্যের শব্দগুলোর উচ্চারণগত অসামঞ্জস্য যা শ্রুতিমাধুর্য নষ্ট করে।
    - তা'কীদ বিল গাইরি জায়িয (التعقيد غير الجائز): অনাবশ্যক জটিলতা। অর্থের সুস্পষ্টতা ব্যাহত করে এমন জটিল বাক্য গঠন।

- **ফাসাহাতুল মুতাকাল্লিম (فصاحة المتكلم):** বক্তার ফাসাহাত হলো তার সেই যোগ্যতা যার মাধ্যমে তিনি বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট শব্দ এবং ত্রুটিমুক্ত বাক্য ব্যবহার করে শ্রোতাদের বোধগম্যভাবে বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারেন।

২. বালাগাত (البلاغة):

বালাগাত আভিধানিক অর্থে পৌঁছানো, পর্যাপ্ততা ও লক্ষ্য অর্জন করাকে বোঝায়। ইলমুল মা'আনী-এর পরিভাষায় বালাগাত হলো কালামের (বক্তব্য) সেই গুণ যার মাধ্যমে বক্তা তার মনের ভাবকে শ্রোতাদের অবস্থা (مُقْتَضَى الْحَالِ) অনুযায়ী সবচেয়ে উপযুক্ত ও কার্যকরী উপায়ে প্রকাশ করতে সক্ষম হন। একটি বালাগাতপূর্ণ বক্তব্য শুধু ব্যাকরণগতভাবে শুদ্ধ ও সুস্পষ্ট হলেই যথেষ্ট নয়, বরং তা শ্রোতাদের মনে যথাযথ প্রভাব ফেলতে এবং বক্তার উদ্দেশ্য হাসিল করতে সক্ষম হয়।

বালাগাত মূলত ফাসাহাতের উপর ভিত্তি করে গঠিত। অর্থাৎ কোনো বক্তব্য বালাগাতপূর্ণ হতে হলে প্রথমে তাকে ফাসীহ হতে হয়। তবে সকল ফাসীহ কালাম বালাগাতপূর্ণ নাও হতে পারে, যদি তা শ্রোতাদের অবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হয়।

৩. أقسام الفصاحة بالتمثيل (উদাহরণের মাধ্যমে ফাসাহাতের প্রকারভেদ):

- **ফাসাহাতুল কালিমা (فصاحة الكلمة):**
  - তানাফুরুল হুরুফ: "هَعْخَع" - এই শব্দটি উচ্চারণে কঠিন। এর পরিবর্তে সহজ শব্দ ব্যবহার করা ফাসাহাত।
  - মুখালাফাতুল কিয়াসিস সারফি: "أَكْرَمْتُهُ إِكْرَامًا" - এটি কিয়াস অনুযায়ী সঠিক। এর বিপরীতে অন্য কোনো রূপ ব্যবহার করলে তা ফাসাহাতের পরিপন্থী হতে পারে।
  - গারাবাতুল ইস্তিমাল: এমন কোনো প্রাচীন বা আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করা যা সাধারণ আরবি ভাষাভাষীদের কাছে দুর্বোধ্য।

- **ফাসাহাতুল কালাম (فصاحة الكلام):**
  - যু'ফুল তা'লীফ: "إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ" (আল্লাহকে তাঁর বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই ভয় করে)। কুরআনের এই আয়াতটি সুন্দরভাবে সাজানো। এর বিপরীতে যদি কেউ বলে " يَخْشَى الْعُلَمَاءُ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ", তবে তা দুর্বল রচনাশৈলীর উদাহরণ হবে।
  - তানাফুরুল কালিমা: পূর্বের উদাহরণ "قَبْرُ حَرْبٍ مَكَانٌ قَفْرٌ" - এখানে শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তি ও কঠিন বর্ণের সমাবেশ শ্রুতিমাধুর্য নষ্ট করেছে।
  - তা'কীদ বিল গাইরি জায়িয: অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার করে বাক্যকে দীর্ঘ করা। যেমন, "جَاءَ أَخِيْ نَفْسُهُ بِنَفْسِهِ بِعَيْنِهِ" (আমার ভাই স্বয়ং নিজে স্বচক্ষে এসেছেন)। এখানে " ,"نَفْسُهُ ,"بِنَفْسِهِ"" ,"بِعَيْنِهِ" - এই শব্দগুলো একই অর্থবোধক হওয়ায় অতিরিক্ত এবং বাক্যকে জটিল করেছে।
- **ফাসাহাতুল মুতাকাল্লিম (فصاحة المتكلم):** একজন বক্তার স্পষ্ট উচ্চারণ, সাবলীল বাচনভঙ্গি এবং উপযুক্ত শব্দচয়নের মাধ্যমে বক্তব্যকে আকর্ষণীয় ও বোধগম্য করে তোলা তার ফাসাহাতের পরিচায়ক।

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায় যে, ফাসাহাত ও বালাগাত আরবি ভাষা ও সাহিত্যের অলঙ্কারশাস্ত্রের দুটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। ফাসাহাত ভাষার বাহ্যিক সৌন্দর্য ও ত্রুটিমুক্ততাকে নিশ্চিত করে, অন্যদিকে বালাগাত সেই বিশুদ্ধ ভাষাকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে বক্তব্যকে কার্যকর ও প্রভাবশালী করে তোলে। একজন কামিল স্তরের শিক্ষার্থীর জন্য এই উভয় বিষয়ের জ্ঞান অর্জন অপরিহার্য, যা তাদেরকে আরবি ভাষার সৌন্দর্য অনুধাবন এবং এর সাহিত্যিক রস আস্বাদনে সহায়তা করবে। "জাওয়াহিরুল বালাগা" গ্রন্থে আল্লামা আল-হাশিমি (রহ.) অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এই বিষয়গুলো আলোচনা করেছেন, যা আমাদের জন্য একটি অমূল্য সম্পদ।

ب. ما الخبر والإنشاء ؟ بين أضرب الخبر باعتبار المخاطب ممثلا .

খবর (informative sentence) ও ইনশা (directive/expressive sentence) কী المخاطب ? (শ্রোতা/উদ্দেশ্য ব্যক্তি)-এর বিবেচনায় খবরের প্রকারভেদ উদাহরণের মাধ্যমে বর্ণনা কর।

উত্তর: উপস্থাপনা:

আরবি ভাষার বাক্যতত্ত্বের দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকার - খবর (الخبر) ও ইনশা (الإنشاء), এবং مخاطب (শ্রোতা)-এর অবস্থার বিচারে খবরের বিভিন্ন প্রকার নিয়ে আলোচনা করব। ইলমুল মা'আনী-এর এই মৌলিক ধারণাগুলো আরবি ভাষার বাক্য গঠন ও এর অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খবর (الخبر) ও ইনশা (الإنشاء) এবং مخاطب (শ্রোতা)-এর বিবেচনায় খবরের প্রকারভেদ নিয়ে একটি আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

১. খবর (الخبر):

খবর এমন একটি উক্তি বা বাক্য যা কোনো তথ্য প্রদান করে এবং যার সত্য অথবা মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বক্তা যখন কোনো ঘটনা, অবস্থা বা ধারণা সম্পর্কে শ্রোতাকে অবহিত করে, তখন সেই বাক্যটি খবর হিসেবে গণ্য হয়। খবরের মূল উদ্দেশ্য হলো শ্রোতাকে কোনো বিষয়ে অবগত করা।

২. ইনশা (الإنشاء):

ইনশা হলো এমন একটি উক্তি বা বাক্য যা কোনো তথ্য প্রদান করে না, বরং এর মাধ্যমে কোনো ইচ্ছা, আদেশ, নিষেধ, প্রশ্ন, বিস্ময়, কামনা অথবা কোনো প্রকার ভাব সরাসরি প্রকাশ করা হয়। ইনশা বাক্যের সত্য বা মিথ্যা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না, কারণ এটি কোনো বাস্তব তথ্য প্রদান করে না, বরং নতুন কিছু সৃষ্টি বা প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা রাখে।

ইনশার প্রকারভেদ বহুবিধ, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আদেশ (الأمر), নিষেধ (النهي), জিজ্ঞাসা (الاستفهام), আহ্বান (النداء), কামনা (التمني), বিস্ময় (التعجب), এবং চুক্তি (العقود)।

৩. أضرب الخبر باعتبار المخاطب ممثلا (مخاطب (শ্রোতা)-এর বিবেচনায় খবরের প্রকারভেদ):

শ্রোতার মানসিক অবস্থা অর্থাৎ কোনো বিষয়ে তার বিশ্বাস, অবিশ্বাস বা সন্দেহের মাত্রার উপর ভিত্তি করে খবরকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়:

- **আল-ইবতিদায়ী (الابتدائي):** এটি এমন খবর যা এমন مخاطب (শ্রোতা)-এর উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয় যে বক্তার বক্তব্যের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অবগত নয় এবং কোনো প্রকার দ্বিধা বা সংশয় পোষণ করে না। এমতাবস্থায়, শ্রোতা স্বাভাবিকভাবেই বক্তার কথা বিশ্বাস করে নেয়। তাই এই প্রকার খবরে কোনো প্রকার জোর (تأكيد) ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না।

- **উদাহরণ:** একজন ব্যক্তি যিনি জানেন না যে সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হয়, তাকে যদি বলা হয়: الشَّمْسُ تَطْلُعُ مِنَ الْمَشْرِقِ. (আশ-শামসু তাতলু'উ মিনাল মাশরিক্বি।) - সূর্য পূর্ব দিক থেকে উদিত হয়।

- **আত-তালাবী (الطلبي):** এই প্রকার খবর সেই مخاطب (শ্রোতা)-এর উদ্দেশ্যে বলা হয় যে বক্তার বক্তব্যের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছুটা দ্বিধা বা সন্দেহ পোষণ করে অথবা বিষয়টি সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত নয়। এমতাবস্থায়, শ্রোতার মন থেকে দ্বিধা দূর করার জন্য বক্তাকে বক্তব্যের মধ্যে এক প্রকার জোর (تأكيد) ব্যবহার করতে হয়। সাধারণত এক্ষেত্রে একটি মুওয়াক্কিদ (জোর প্রদানকারী) হরফ (যেমন: إِنَّ, لَ, قَدْ) ব্যবহার করা হয়।
    - **উদাহরণ:** একজন ব্যক্তি সূর্য কোন দিকে উদিত হয় সে বিষয়ে সামান্য সন্দেহ পোষণ করছে, তখন তাকে বলা হবে: إِنَّ الشَّمْسَ لَتَطْلُعُ مِنَ الْمَشْرِقِ. (ইন্না আশ-শামসা লামিনাল মাশরিক্বি।) - নিশ্চয়ই সূর্য অবশ্যই পূর্ব দিক থেকে উদিত হয়।
- **আল-ইনকারী (الإنكاري):** এই প্রকার খবর সেই مخاطب (শ্রোতা)-এর উদ্দেশ্যে বলা হয় যে বক্তার বক্তব্যের বিষয়বস্তুকে দৃঢ়ভাবে অবিশ্বাস করে অথবা তার বিরোধিতা করে। এমতাবস্থায়, শ্রোতার মন থেকে অবিশ্বাস দূর করার জন্য বক্তাকে বক্তব্যের মধ্যে একাধিক জোর (تأكيدات) ব্যবহার করতে হয়। এক্ষেত্রে একাধিক মুওয়াক্কিদ হরফ, কসম (قَسَمٌ) অথবা অন্যান্য জোর প্রদানকারী শব্দ ব্যবহার করা হয়।
    - **উদাহরণ:** একজন ব্যক্তি যদি কোনোভাবেই বিশ্বাস করতে না চায় যে সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হয়, তখন তাকে বলা হবে: وَاللَّهِ إِنَّ الشَّمْسَ لَقَدْ تَطْلُعُ مِنَ الْمَشْرِقِ. (ওয়াল্লাহি ইন্না আশ-শামসা লাকাদ তাতলু'উ মিনাল মাশরিক্বি।) - আল্লাহর কসম, নিশ্চয়ই সূর্য অবশ্যই পূর্ব দিক থেকে উদিত হয়েছে।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায় যে, আরবি বাক্যতত্ত্বে খবর ও ইনশা দুটি মৌলিক প্রকার। খবর তথ্য প্রদান করে এবং শ্রোতার বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের জন্য তার মানসিক অবস্থার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকার জোরের সাথে উপস্থাপিত হতে পারে। অন্যদিকে, ইনশা কোনো তথ্য না দিয়ে বক্তার বিভিন্ন মানসিক ভাব ও ইচ্ছাকে সরাসরি প্রকাশ করে। ইলমুল মা'আনী-এর এই জ্ঞান আরবি ভাষার বাক্য গঠন, এর অন্তর্নিহিত অর্থ এবং বক্তার উদ্দেশ্য অনুধাবনের জন্য অপরিহার্য। কামিল স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য এই বিষয়গুলোর সুস্পষ্ট জ্ঞান অর্জন তাদের ভাষাগত দক্ষতা ও সাহিত্য অনুধাবন ক্ষমতাকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

ج. ما الأمر وكم صيغة له ؟ و ما المعاني التي يستعمل لها الأمر ؟ بين .

আমর (imperative) কী এবং এর কতগুলো صيغة (গঠন) রয়েছে? আমর কী কী অর্থে ব্যবহৃত হয়? বর্ণনা কর।

উত্তর: উপস্থাপনা: আরবি ভাষার বাক্যতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রকার - আমর (الأمر) অর্থাৎimperative sentence এবং এর বিভিন্ন صيغة (গঠন) ও ব্যবহারিক অর্থ নিয়ে আলোচনা করব। ইলমুল ইনশা-এর এই অংশটি আরবি ভাষায় আদেশ, অনুরোধ, উপদেশ ইত্যাদি বিভিন্ন ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে অপরিহার্য। আমাদের

আমর-এর গঠন ও বিভিন্ন অর্থ সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা আবশ্যক। আমি ইলমুল বালাগার প্রামাণিক গ্রন্থসমূহের আলোকে এই আলোচনা উপস্থাপন করব।

১. الأمر (আল-আমর) - Imperative:

আল-আমর (الأمر) হলো এমন ইনশায়ী (directive/expressive) বাক্য যার মাধ্যমে কোনো কাজ করার জন্য طلب (অনুরোধ/আহ্বান) করা হয়। মূল অর্থে আমর হলো কোনো অধস্তন ব্যক্তির পক্ষ থেকে ঊর্ধ্বতন ব্যক্তির কাছে কোনো কাজ করার জন্য আদেশ বা নির্দেশ। তবে বালাগাতের দৃষ্টিকোণ থেকে আমর বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে, যা বক্তা ও শ্রোতার পারস্পরিক সম্পর্ক এবং Context-এর উপর নির্ভর করে।

২. صيغ الأمر (সিগাউল আমর) - Forms of Imperative:

আরবি ভাষায় আমর (imperative) মূলত চারটি صيغة (গঠন) এর মাধ্যমে গঠিত হতে পারে:

- فعل الأمر الحاضر (ফে'লুল আমরিল হাযির) - Present Imperative Verb: এটি আমর গঠনের মূল صيغة। المضارع المخاطب (present tense, second person) এর শুরুতে জজম (ْ) এবং অতিরিক্ত হরফে মুদারিয়াহ حذف (تَ) (বাদ) করে এটি গঠিত হয়। যদি ফা কালিমা (প্রথম অক্ষর) সাকিন হয়, তবে শুরুতে একটি হামজাতুল ওয়াসল (اِ) যোগ করা হয়।
    - উদাহরণ:
        - تَكْتُبُ (তুমি লেখ) → اُكْتُبْ (তুমি লেখ!)
        - تَذْهَبُ (তুমি যাও) → اِذْهَبْ (তুমি যাও!)
        - تَسْمَعُ (তুমি শোনো) → اِسْمَعْ (তুমি শোনো!)
- الفعل المضارع المقرون بلام الأمر (আল-ফে'লুল মুদারিউল মাক্বরুন বিলামিল আমর) - Present Tense with Lam al-Amr: লামুল আমর (لِ - আদেশসূচক লাম) যখন মুদারি মুযাক্কার গায়েব (third person masculine singular) ও অন্যান্য গায়েবের صيغة গুলোর শুরুতে আসে, তখন সেটি আমর-এর অর্থ প্রদান করে এবং فعل مضارع মাজযুম (jussive) হয়।
    - উদাহরণ:
        - لِيَكْتُبْ (যেন সে লেখে!)
        - لِيَذْهَبُوا (যেন তারা যায়!)
- اسم فعل الأمر (ইসমু ফে'লিল আমর) - Imperative Verbal Noun: কিছু বিশেষ ইসিম (নামপদ) রয়েছে যা ফেল (verb)-এর অর্থ প্রদান করে এবং আমর-এর কাজ করে। এদের কোনো নির্দিষ্ট কাল থাকে না, তবে এরা আমর-এর অর্থ প্রকাশ করে।
    - উদাহরণ:
        - صَهْ (চুপ!) - اِسْكُتْ (চুপ করো!) এর অর্থে ব্যবহৃত।
        - حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ (নামাজের দিকে এসো!) - أَقْبِلُوا إِلَى الصَّلَاةِ (তোমরা নামাজের দিকে অগ্রসর হও!) এর অর্থে ব্যবহৃত।
        - آمِينَ (হে আল্লাহ কবুল করুন!) - اِسْتَجِبْ (আপনি কবুল করুন!) এর অর্থে ব্যবহৃত।

- المصدر النائب عن فعل الأمر (আল-মাসদারুন না-ইবু আন ফে'লিল আমর) - Infinitive Substituting for Imperative Verb: কখনো কখনো মাসদার (infinitive) ফেলুল আমর-এর অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং আমর-এর কাজ করে।
    - উদাহরণ:
        - سُكُوتًا! (চুপ!) - اُسْكُتْ (চুপ করো!) এর অর্থে ব্যবহৃত।
        - ضَرْبًا زَيْدًا! (যায়েদকে মার!) - اِضْرِبْ زَيْدًا (যায়েদকে মারো!) এর অর্থে ব্যবহৃত।

৩. المعاني التي يستعمل لها الأمر (আল-মা'আনিল্লাতি ইউস্তা'মালু লাহাল আমর) - Meanings of Imperative:

আমর মূলত طلب (অনুরোধ/আহ্বান) অর্থে ব্যবহৃত হলেও, বক্তা ও শ্রোতার পারস্পরিক সম্পর্ক এবং Context-এর ভিন্নতার কারণে এটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। নিচে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থ উল্লেখ করা হলো:

- الدعاء (আদ-দু'আ) - Supplication: যখন আমর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বান্দার দিকে অথবা কোনো অধস্তন ব্যক্তির পক্ষ থেকে ঊর্ধ্বতন ব্যক্তির দিকে হয়, তখন তা দু'আ বা প্রার্থনার অর্থে ব্যবহৃত হয়।
    - উদাহরণ: رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا (হে আমাদের রব! আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করুন)। [সূরা আল-ইমরান: ১৯৩]
- الالتماس (আল-ইলতিমাস) - Entreaty/Request: যখন আমর সমপর্যায়ের দুই ব্যক্তির মধ্যে হয়, তখন তা অনুরোধ বা মিনতির অর্থে ব্যবহৃত হয়।
    - উদাহরণ: أَخِي، أَعْطِنِي كِتَابَكَ (হে আমার ভাই! আমাকে তোমার বইটি দাও)।
- الإرشاد والنصح (আল-ইরশাদু ওয়ান-নুসহ) - Guidance and Advice: যখন আমর কল্যাণ ও উপদেশের অর্থে ব্যবহৃত হয়।
    - উদাহরণ: يَا بُنَيَّ، لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ (হে আমার পুত্র! আল্লাহর সাথে শরীক করো না)। [সূরা লুকমান: ১৩]
- التهديد والوعيد (আত-তাহদীদু ওয়াল-ওয়া'ঈদ) - Threat and Warning: যখন আমর ভীতি প্রদর্শন ও শাস্তির সতর্কবার্তার অর্থে ব্যবহৃত হয়।
    - উদাহরণ: اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ (তোমরা যা ইচ্ছা করো করতে থাকো)। [সূরা ফুসসিলাত: ৪০] - এখানে এটি হুমকি অর্থে ব্যবহৃত।
- التسخير (আত-তাসখীর) - Subjugation/Mockery: যখন আমর কোনো তুচ্ছ বা অবজ্ঞা অর্থে ব্যবহৃত হয়।
    - উদাহরণ: قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا (বলুন, তোমরা পাথর হয়ে যাও অথবা লোহা)। [সূরা আল-ইসরা: ৫০] - এখানে অবিশ্বাসীদের অক্ষমতা বোঝাতে ব্যঙ্গার্থে ব্যবহৃত।
- الإباحة (আল-ইবাহাহ) - Permission/Allowance: যখন আমর কোনো কাজ করার অনুমতি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

- উদাহরণ: كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (আর তোমরা পানাহার করো যতক্ষণ না ভোরের সাদা রেখা কাল রেখা থেকে স্পষ্ট হয়)। [সূরা আল-বাকারা: ১৮৭]

এছাড়াও আমর আরও বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে, যা Context-এর উপর নির্ভরশীল।

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায় যে, আরবি ভাষায় আমর (imperative) একটি গুরুত্বপূর্ণ ইনশায়ী বাক্য গঠন যার মাধ্যমে আদেশ, অনুরোধ, উপদেশ, হুমকি ইত্যাদি বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করা যায়। এর মূল صيغة হলো فعل الأمر الحاضر, তবে المصدر النائب عن فعل الأمر এবং فعل مضارع المقرون بلام الأمر, اسم فعل الأمر - এই চারটি উপায়ে আমর গঠিত হতে পারে। বক্তা ও শ্রোতার পারস্পরিক সম্পর্ক এবং Context-এর ভিন্নতার কারণে আমর বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। কামিল স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য আমর-এর এই গঠন ও বিভিন্ন ব্যবহারিক অর্থ সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান অর্জন আরবি ভাষার ভাব প্রকাশ ক্ষমতা এবং সাহিত্য অনুধাবন ক্ষমতাকে আরও উন্নত করবে।

د. ما الاستفهام وما أدواته ؟ بين مع بيان الفرق بين الهمزة و هل ممثلا .

ইস্তিফহাম (interrogation) কী এবং এর أدوات (উপকরণ/শব্দ) কী কী? হামযা ও হাল-এর মধ্যে পার্থক্য উদাহরণের মাধ্যমে বর্ণনা কর।

উত্তর: উপস্থাপনা: আরবি ভাষার বাক্যতত্ত্বের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকার - ইস্তিফহাম (الاستفهام) অর্থাৎ interrogative sentence এবং এর أدوات (উপকরণ/শব্দ) নিয়ে আলোচনা করব। এছাড়াও, ইস্তিফহামের দুটি গুরুত্বপূর্ণ أدوات - হামযা (الهمزة) ও হাল (هَلْ)-এর মধ্যেকার পার্থক্য উদাহরণসহ স্পষ্ট করব। ইলমুল ইনশা-এর এই অংশটি আরবি ভাষায় প্রশ্নবোধক বাক্য গঠন এবং বিভিন্ন প্রকার জিজ্ঞাসা প্রকাশের ক্ষেত্রে অপরিহার্য। আমাদের জন্য ইস্তিফহাম ও এর أدوات, বিশেষ করে হামযা ও হাল-এর পার্থক্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা আবশ্যক। আমি ইলমুল বালাগার প্রামাণিক গ্রন্থসমূহের আলোকে এই আলোচনা উপস্থাপন করব।

মূল আলোচনা:

১. الاستفهام (আল-ইস্তিফহাম) - Interrogation:

আল-ইস্তিফহাম (الاستفهام) হলো এমন ইনশায়ী (directive/expressive) বাক্য যার মাধ্যমে বক্তা কোনো বিষয়ে জ্ঞান অর্জন বা জিজ্ঞাসা করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে। অর্থাৎ, শ্রোতার কাছ থেকে কোনো তথ্য জানার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করা হয়। ইস্তিফহাম বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার জন্য ব্যবহৃত হতে পারে, যেমন - কোনো ব্যক্তি, বস্তু, স্থান, সময়, অবস্থা, কারণ, পরিমাণ ইত্যাদি সম্পর্কে জানার আগ্রহ প্রকাশ করা।

২. أدوات الاستفهام (আদাওয়াতুল ইস্তিফহাম) - Interrogative Particles/Words:

ইস্তিফহাম (প্রশ্নবোধক বাক্য) গঠনের জন্য আরবি ভাষায় বিভিন্ন أدوات (উপকরণ/শব্দ) ব্যবহৃত হয়। এগুলোকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়: হরফ (حَرْفٌ - particle) এবং ইসম (اِسْمٌ - noun)।

- حروف الاستفهام (হুরুফুল ইস্তিফহাম) - Interrogative Particles: আরবি ভাষায় দুটি হরফ ইস্তিফহামের জন্য বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়:

- الهمزة (আল-হামযা): হামযা একটি মৌলিক প্রশ্নবোধক হরফ যা হ্যাঁ (نَعَمْ) অথবা না (لَا) উত্তর প্রত্যাশা করে এবং বিকল্প (تعيين) নির্ধারণের জন্যও ব্যবহৃত হতে পারে।
- هَلْ (হাল): হালও একটি প্রশ্নবোধক হরফ যা সাধারণত হ্যাঁ (نَعَمْ) অথবা না (لَا) উত্তর প্রত্যাশা করে এবং এটি কোনো বিকল্প নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয় না।

- أسماء الاستفهام (আসমাউল ইস্তিফহাম) - Interrogative Nouns: এগুলো কোনো ব্যক্তি, বস্তু, স্থান, সময়, অবস্থা, কারণ, পরিমাণ ইত্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য ব্যবহৃত হয়। উল্লেখযোগ্য কিছু اسم استفهام হলো:
  - مَنْ (মান): কে? (ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য)
  - مَا (মা): কী? (বস্তু বা ধারণা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য)
  - أَيْنَ (আইনা): কোথায়? (স্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য)
  - مَتَى (মাতা): কখন? (সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য)
  - أَيَّانَ (আইয়ানা): কখন? (ভয়াবহ বা গুরুত্বপূর্ণ সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য)
  - كَيْفَ (কাইফা): কেমন? (অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য)
  - أَنَّى (আন্না): কিভাবে? / কোথায়? / কখন? (বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়)
  - كَمْ (কাম্): কত? (সংখ্যা বা পরিমাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য)
  - أَيُّ (আইয়ুন): কোনটি? (নির্ধারণ বা বাছাই করার জন্য)
  - لِمَاذَا (লিমাযা): কেন? (কারণ জিজ্ঞাসা করার জন্য)
  - هَلَّا (হাল্লা): কেন নয়? (অনুপ্রেরণা বা তিরস্কার অর্থে)
  - أَلَا (আলা): কি না? (অনুমোদন বা ভৎর্সনার অর্থে)
  - أَمَا (আমা): কি না? (নিশ্চিতকরণ বা তিরস্কার অর্থে)

৩. الفرق بين الهمزة و هل ممثلا (হামযা ও হাল-এর মধ্যে পার্থক্য উদাহরণের মাধ্যমে):

হামযা (الهمزة) ও হাল (هَلْ) উভয়ই প্রশ্নবোধক হরফ হলেও এদের মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য বিদ্যমান:

- বিকল্প (تعيين) নির্ধারণ: হামযা প্রশ্নের উত্তরে হ্যাঁ/না এর পাশাপাশি বিকল্প নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। এক্ষেত্রে প্রশ্নের মধ্যে "أَمْ" (অথবা) শব্দটি উল্লেখ থাকে। পক্ষান্তরে, হাল শুধুমাত্র হ্যাঁ/না উত্তর প্রত্যাশা করে এবং বিকল্প নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয় না।
  - উদাহরণ (হামযা):
    - أَقَرَأْتَ الْكِتَابَ أَمِ الْمَجَلَّةَ؟ (আক্বারা'তাল কিতাবা আমিল মাজাল্লাতা?) তুমি কি বইটি পড়েছো নাকি ম্যাগাজিনটি? এখানে "أَمِ" (নাকি) শব্দটি দুটি বিকল্প (বই অথবা ম্যাগাজিন) নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। উত্তর হবে হয় "قَرَأْتُ الْكِتَابَ" (আমি বইটি পড়েছি) অথবা "قَرَأْتُ الْمَجَلَّةَ" (আমি ম্যাগাজিনটি পড়েছি)।
  - উদাহরণ (হাল):

    - هَلْ قَرَأْتَ الْكِتَابَ؟ (হাল ক্বারা'তাল কিতাবা?) তুমি কি বইটি পড়েছো? এই প্রশ্নের উত্তর শুধুমাত্র "نَعَمْ" (হ্যাঁ) অথবা "لَا" (না) হবে। এখানে কোনো বিকল্প নির্ধারণের সুযোগ নেই।
- جملة منفية (না-বোধক বাক্য) এর পূর্বে ব্যবহার: হামযা একটি না-বোধক বাক্যের পূর্বে এসে প্রশ্ন করতে পারে। পক্ষান্তরে, হাল সাধারণত না-বোধক বাক্যের পূর্বে ব্যবহৃত হয় না।
    - উদাহরণ (হামযা):
        - أَلَمْ تَذْهَبْ إِلَى الْمَدْرَسَةِ؟ (আলাম তাযহাব ইলাল মাদ্রাসাতি?) তুমি কি মাদ্রাসায় যাওনি? এই প্রশ্নের উত্তর "نَعَمْ، لَمْ أَذْهَبْ" (হ্যাঁ, আমি যাইনি) অথবা "بَلَى، ذَهَبْتُ" (অবশ্যই, আমি গিয়েছিলাম) হতে পারে।
    - উদাহরণ (হাল - সাধারণত ভুল ব্যবহার):
        - هَلْ لَمْ تَذْهَبْ إِلَى الْمَدْرَسَةِ؟ (এটি আরবি ব্যাকরণে তেমন প্রচলিত নয়)
- حرف عطف (conjunction) এর পূর্বে অবস্থান: হামযা বাক্যের শুরুতে অথবা হরফে আৎফ (যেমন: وَ - এবং, فَ - অতঃপর, ثُمَّ - তারপর) এর পূর্বে আসতে পারে। কিন্তু হাল সর্বদা বাক্যের শুরুতে আসে, হরফে আৎফ এর পরে নয়।
    - উদাহরণ (হামযা):
        - أَجَاءَ زَيْدٌ؟ (আজা'আ যাইদুন?) - যায়েদ কি এসেছে? (শুরুতে)
        - وَأَأَنْتَ قُلْتَ هَذَا؟ (ওয়া আআন্তা কুলতা হাযা?) - এবং তুমি কি এটা বলেছিলে? (হরফে আৎফ 'ওয়াও' এর পরে)
    - উদাহরণ (হাল):
        - هَلْ جَاءَ زَيْدٌ؟ (হাল জা'আ যাইদুন?) - যায়েদ কি এসেছে? (শুরুতে)
        - وَهَلْ أَنْتَ قُلْتَ هَذَا؟ (ওয়া হাল আআন্তা কুলতা হাযা?) - এটি ব্যাকরণগতভাবে সঠিক নয়, বরং হবে "وَأَأَنْتَ قُلْتَ هَذَا؟"

সংক্ষেপে, হামযা ও হাল উভয়ই প্রশ্নবোধক হরফ হলেও, হামযা বিকল্প নির্ধারণ, না-বোধক বাক্যের পূর্বে ব্যবহার এবং হরফে আৎফ এর পরে অবস্থানের ক্ষেত্রে হালের চেয়ে বেশি বিস্তৃত ব্যবহার ধারণ করে। হাল মূলত সরল হ্যাঁ/না বোধক প্রশ্নের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং সর্বদা বাক্যের শুরুতে আসে।

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায় যে, ইস্তিফহাম (প্রশ্নবোধক বাক্য) আরবি ভাষার ভাব প্রকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম, যার মাধ্যমে বক্তা কোনো বিষয়ে জ্ঞান অর্জন বা জিজ্ঞাসা করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে। এর জন্য বিভিন্ন أدوات (উপকরণ/শব্দ) ব্যবহৃত হয়, যার মধ্যে হরফে ইস্তিফহাম হিসেবে হামযা ও হাল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হামযা ও হাল উভয়ের মৌলিক কাজ প্রশ্ন করা হলেও, এদের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে, যা বাক্য গঠনে এবং প্রশ্নের অর্থের ভিন্নতা সৃষ্টিতে সহায়ক। কামিল স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য ইস্তিফহামের أدوات এবং হামযা ও হালের মধ্যেকার এই পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে বোঝা আরবি ভাষার সঠিক ব্যবহার এবং এর সাহিত্যিক সৌন্দর্য অনুধাবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

هـ. ما القصر و ما أقسامه ؟ بين مع بيان فوائده ممثلا.

কসর (restriction/limitation) কী এবং এর প্রকারভেদ কী কী? উদাহরণের মাধ্যমে এর উপকারিতা বর্ণনা কর।

উত্তর: উপস্থাপনা: আরবি অলঙ্কারশাস্ত্রের ইলমুল মা'আনী-এর অন্তর্গত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় - কসর (القصر) অর্থাৎ restriction বা limitation এবং এর বিভিন্ন প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করব। এছাড়াও, উদাহরণের মাধ্যমে কসর ব্যবহারের উপকারিতা ব্যাখ্যা করব। আমাদের জন্য কসর-এর ধারণা, প্রকারভেদ এবং এর তাৎপর্য উপলব্ধি করা আরবি ভাষার ভাব প্রকাশনার কৌশল এবং অলঙ্কারশাস্ত্রের সৌন্দর্য অনুধাবনের জন্য অপরিহার্য। আমি ইলমুল বালাগার প্রামাণিক গ্রন্থসমূহের আলোকে এই আলোচনা উপস্থাপন করব।

১. القصر (আল-কসর) - Restriction/Limitation:

আল-কসর (القصر) আভিধানিক অর্থে হলো আবদ্ধ করা, সীমাবদ্ধ করা বা কোনো কিছুকে বিশেষায়িত করা। ইলমুল মা'আনী-এর পরিভাষায় কসর হলো বক্তার এমন একটি কৌশল যার মাধ্যমে কোনো একটি গুণকে কোনো নির্দিষ্ট মাওসুফ (বিশেষ্য) এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ করা হয় অথবা কোনো মাওসুফকে কোনো নির্দিষ্ট গুণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করা হয়। অর্থাৎ, একটি বিষয়কে অন্য বিষয় থেকে আলাদা করে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করা হয়। সহজভাবে বললে, কসর হলো কোনো কিছুকে "শুধু এটাই" অথবা "এটাই শুধু" - এই অর্থে উপস্থাপন করা।

২. أقسام القصر (আকসামুল কসর) - Types of Restriction:

কসর মূলত দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত:

- القصر الحقيقي (আল-কসরুল হাকিকী) - Real Restriction: এই প্রকার কসরে কোনো গুণ সত্যিই কেবল একটি মাওসুফের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং অন্য কোনো কিছুর মধ্যে সেই গুণ বিদ্যমান থাকে না। অর্থাৎ, বাস্তবতাভিত্তিক সীমাবদ্ধতা।
    - উদাহরণ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই)। এই বাক্যে উলুহিয়্যাতের (ইবাদতের যোগ্য হওয়ার গুণ) অধিকারকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর মধ্যেই সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। বাস্তবে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্তা ইবাদতের যোগ্য নয়।
- القصر الإضافي (আল-কসরুল ইদ্বাফী) - Relative Restriction: এই প্রকার কসরে কোনো গুণ মূলত একাধিক মাওসুফের মধ্যে থাকতে পারে, তবে বক্তা বিশেষ উদ্দেশ্য বা প্রেক্ষাপটের কারণে সেই গুণকে কোনো নির্দিষ্ট মাওসুফের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে উপস্থাপন করে। এটি শ্রোতার ধারণা বা তুলনার ভিত্তিতে সীমাবদ্ধতা তৈরি করে। আল-কসরুল ইদ্বাফী আবার দুটি উপভাগে বিভক্ত:
    - قصر الصفة على الموصوف (কসরুস সিফাতি আলাল মাওসুফ) - Restriction of Attribute to Subject: এখানে কোনো গুণকে কোনো নির্দিষ্ট মাওসুফের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করা হয়, এই অর্থে যে এই বিশেষ গুণটি এই বিশেষ্যটির মধ্যেই সবচেয়ে বেশি বা পূর্ণাঙ্গভাবে বিদ্যমান, যদিও অন্য বিশেষ্যেও সামান্য পরিমাণে থাকতে পারে।
        - উদাহরণ: إِنَّمَا الشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (নিশ্চয়ই কবিদের অনুসরণ করে বিভ্রান্ত লোকেরা)। [সূরা আশ-শু'আরা: ২২৪] এই আয়াতে কবিদের অনুসরণ করার গুণটিকে বিভ্রান্ত লোকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে অন্য কেউ কবিদের

অনুসরণ করে না, বরং এখানে বোঝানো হচ্ছে যে বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের প্রধান অনুসারী।

- قصر الموصوف على الصفة (কসরুল মাওসুফি আলাস সিফাতি) - Restriction of Subject to Attribute: এখানে কোনো মাওসুফকে কোনো নির্দিষ্ট গুণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করা হয়, এই অর্থে যে এই বিশেষ্যটি মূলত এই বিশেষ গুণের মাধ্যমেই পরিচিত বা উল্লেখযোগ্য, যদিও তার অন্যান্য গুণও থাকতে পারে।
  - উদাহরণ: مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ (মুহাম্মদ (সাঃ) কেবল একজন রাসূল)। [সূরা আলে ইমরান: ১৪৪] এই আয়াতে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পরিচয়কে রিসালাতের (নবী হওয়ার গুণ) মধ্যেই সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে তাঁর অন্য কোনো গুণ নেই, বরং এখানে তাঁর প্রধান পরিচয় রিসালাত হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

৩. فوائد القصر مع التمثيل (ফাওয়াইদুল কসর মা'আত্তামসিল) - Benefits of Restriction with Examples:

কসর ব্যবহারের বহুবিধ উপকারিতা রয়েছে, যার মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা উদাহরণের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো:

- التخصيص والتوكيد (আত-তাখসিস ওয়াত-তাওকীদ) - Specification and Emphasis: কসর কোনো বিষয়কে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে এবং বক্তব্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি করে।
  - উদাহরণ: إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ (নিশ্চয়ই পার্থিব জীবন ক্রীড়া ও তামাশা ব্যতীত কিছুই নয়)। [সূরা আল-আন'আম: ৩২] এই আয়াতে পার্থিব জীবনের গুরুত্বহীনতা এবং ক্ষণস্থায়িত্বকে বিশেষভাবে জোর দিয়ে বোঝানো হয়েছে।
- دفع الإيهام (দাফ'উল ইহাম) - Repelling Misconception: কসর শ্রোতার মনে কোনো ভুল ধারণা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা দূর করে এবং সঠিক তথ্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।
  - উদাহরণ: مَا أَنَا بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ (আমি কোনো গণক নই এবং কোনো পাগলও নই)। [সূরা আত-তূর: ২৯] এখানে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজেকে গণক বা পাগল হিসেবে অপবাদকারীদের ভুল ধারণা খণ্ডন করেছেন।
- الإيضاح والبيان (আল-ঈদ্বাহু ওয়াল-বায়ান) - Clarification and Explanation: কসর কোনো বিষয়কে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে এবং শ্রোতার কাছে বোধগম্য করে তোলে।
  - উদাহরণ: الْعِلْمُ نُورٌ وَالْجَهْلُ ظُلْمَةٌ (জ্ঞান হলো আলো এবং অজ্ঞতা হলো অন্ধকার)। এই বাক্যে জ্ঞান ও অজ্ঞতার প্রকৃতিকে আলো ও অন্ধকারের মাধ্যমে স্পষ্ট করা হয়েছে।
- إثارة الذهن والتشويق (ইছারাতুয্ যিহন ওয়াত-তাশভীক) - Arousing the Mind and Creating Interest: কসর বক্তব্যের মধ্যে একটি বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করে এবং শ্রোতার মনোযোগ ধরে রাখে।
  - উদাহরণ: لَيْسَ الْجَمَالُ بِأَثْوَابٍ تُزَيِّنُنَا إِنَّمَا الْجَمَالُ جَمَالُ الْعَقْلِ وَالْأَدَبِ (সৌন্দর্য সেই পোশাকে নয় যা আমাদের সজ্জিত করে, বরং সৌন্দর্য হলো বুদ্ধি ও আদবের সৌন্দর্য)। এই পংক্তিটি বাহ্যিক সৌন্দর্যের চেয়ে অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের গুরুত্বের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে।

- الإيجاز والاختصار (আল-ঈজাযু ওয়াল-ইখতিসার) - Brevity and Conciseness: কসর অল্প কথায় গভীর অর্থ প্রকাশ করতে সাহায্য করে।
    - উদাহরণ: اَلْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ (প্রজ্ঞা মুমিনের হারানো সম্পদ)। এই সংক্ষিপ্ত বাক্যে মুমিনের জন্য প্রজ্ঞার গুরুত্ব এবং তা অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা বোঝানো হয়েছে।

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায় যে, কসর (restriction/limitation) আরবি ভাষার অলঙ্কারশাস্ত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল যার মাধ্যমে কোনো গুণকে কোনো বিশেষ্যের মধ্যে অথবা কোনো বিশেষ্যকে কোনো বিশেষ গুণের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে বক্তব্যকে আরও শক্তিশালী, সুস্পষ্ট ও আকর্ষণীয় করে তোলা হয়। এর প্রধান দুটি প্রকার হলো আল-কসরুল হাকিকী (বাস্তবভিত্তিক সীমাবদ্ধতা) ও আল-কসরুল ইদ্বাফী (আপেক্ষিক সীমাবদ্ধতা), যার আবার দুটি উপভাগ রয়েছে। কসর ব্যবহারের মাধ্যমে বক্তা বক্তব্যে تخصيص (বিশেষায়ণ), توكيد (গুরুত্বারোপ), دفع الإيهام (ভুল ধারণা নিরসন), إيضاح (স্পষ্টীকরণ) এবং إثارة الذهن (মনোযোগ আকর্ষণ) এর মতো গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা লাভ করে। কামিল স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য কসরের এই জ্ঞান আরবি ভাষার ভাব প্রকাশনার সৌন্দর্য এবং এর অলঙ্কারশাস্ত্রের গভীরতা অনুধাবনের জন্য অত্যন্ত সহায়ক।

ح. عرف الإيجاز والإطلاب والمساواة ثم بين أقسام الإيجاز ممثلا.

ঈজায (conciseness), ইতলাব (prolixity) ও মুসাওয়াত (equality) - এর সংজ্ঞা দিন, অতঃপর উদাহরণের মাধ্যমে ঈজাযের প্রকারভেদ বর্ণনা কর।

উত্তর: উপস্থাপনা: আরবি অলঙ্কারশাস্ত্রের ইলমুল মা'আনী-এর গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বিষয় - ঈজায (الإيجاز), ইতলাব (الإطلاب) ও মুসাওয়াত (المساواة) - এর সংজ্ঞা এবং ঈজাযের প্রকারভেদ উদাহরণসহ আলোচনা করব। এই বিষয়গুলো আরবি ভাষার ভাব প্রকাশের বিভিন্ন কৌশল এবং বালাগাতপূর্ণ বক্তব্যের বৈশিষ্ট্য অনুধাবনের জন্য অপরিহার্য। আমাদের জন্য এই জ্ঞান অর্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি ইলমুল বালাগার প্রামাণিক গ্রন্থসমূহের আলোকে এই আলোচনা উপস্থাপন করব।

১. الإيجاز (আল-ঈজায) - Conciseness:

আল-ঈজায (الإيجاز) আভিধানিক অর্থে হলো সংক্ষেপ করা, কম কথায় বেশি ভাব প্রকাশ করা। ইলমুল মা'আনী-এর পরিভাষায় ঈজায হলো এমন একটি বালাগাতপূর্ণ রীতি যেখানে বক্তা অল্প শব্দ ব্যবহার করে ব্যাপক অর্থ ও ভাব শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে দেন। ঈজাযের মূল লক্ষ্য হলো বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত, আকর্ষণীয় ও প্রভাবশালী করা।

২. الإطلاب (আল-ইতলাব) - Prolixity:

আল-ইতলাব (الإطلاب) আভিধানিক অর্থে হলো দীর্ঘ করা, বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা। ইলমুল মা'আনী-এর পরিভাষায় ইতলাব হলো এমন একটি বালাগাতপূর্ণ রীতি যেখানে বক্তা কোনো বক্তব্যকে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি শব্দ ব্যবহার করে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। ইতলাবের উদ্দেশ্য হলো বিষয়টিকে স্পষ্ট করা, গুরুত্ব দেওয়া অথবা শ্রোতার মনে ভালোভাবে গেঁথে দেওয়া। তবে ইতলাব যেন বিরক্তিকর দীর্ঘতা না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা জরুরি।

৩. المساواة (আল-মুসাওয়াত) - Equality:

আল-মুসাওয়াত (المساواة) আভিধানিক অর্থে হলো সমতা, সমান সমান হওয়া। ইলমুল মা'আনী-এর পরিভাষায় মুসাওয়াত হলো এমন একটি বালাগাতপূর্ণ রীতি যেখানে বক্তা কোনো ভাব প্রকাশের জন্য ঠিক ততগুলো শব্দ ব্যবহার করেন যতগুলো প্রয়োজন, অর্থাৎ বক্তব্যের ভাব ও শব্দের সংখ্যায় ভারসাম্য বজায় থাকে। এখানে কোনো প্রকার বাহুল্য বা সংক্ষিপ্ততা থাকে না।

৪. أقسام الإيجاز مع التمثيل (আকসামুল ঈজায মা'আত্তামসিল) - Types of Conciseness with Examples:

ঈজায প্রধানত দুই প্রকার:

- إيجاز الحذف (ঈজাযুল হা'যফ) - Conciseness by Omission: এই প্রকার ঈজাযে বক্তা বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত করার জন্য এক বা একাধিক শব্দ, বাক্য বা অংশ উহ্য রাখেন, যা Context বা পূর্বাপর আলোচনা থেকে সহজেই অনুধাবন করা যায়। উহ্য রাখার কারণে বক্তব্যের অর্থ আরও গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।
    - উদাহরণ: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ (আর তোমাদের জন্য কিসাসে (প্রতিশোধে) জীবন রয়েছে, হে বুদ্ধিমানগণ)। [সূরা আল-বাকারা: ১৭৯]

এই আয়াতে "কিসাসে জীবন রয়েছে" - এর পূর্ণ অর্থ হলো "কিসাস তোমাদেরকে হত্যার হাত থেকে বাঁচিয়ে জীবন দান করে"। এখানে "তোমাদেরকে হত্যার হাত থেকে বাঁচিয়ে জীবন দান করে" অংশটি উহ্য রাখা হয়েছে, কিন্তু Context থেকে তা সহজেই বোঝা যায় এবং বাক্যটি আরও শক্তিশালী ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে।

- অন্যান্য উদাহরণ:
    - قَالَ سَلَامٌ (সে বলল, সালাম)। [সূরা আয-যারিয়াত: ২৫] - এখানে "عَلَيْكُمْ" (আপনাদের উপর) উহ্য আছে। পূর্ণ বাক্যটি হবে "قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ"।
    - أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ (হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো)। [সূরা আন-নিসা: ১] - এখানে "يَا" (হে) হরফে নিদা (vocative particle) উহ্য আছে।

- إيجاز القصر (ঈজাযুল কসর) - Conciseness by Brevity: এই প্রকার ঈজাযে বক্তা অল্প শব্দ ব্যবহার করেই ব্যাপক ও গভীর অর্থ প্রকাশ করেন, কোনো শব্দ বা বাক্য উহ্য না রেখেই। এটি বক্তব্যের অন্তর্নিহিত ভাব ও অর্থের গভীরতার কারণে সংক্ষিপ্ত হলেও পূর্ণ অর্থবোধক হয়।
    - উদাহরণ: الْعِلْمُ حَيَاةُ الْقُلُوبِ الْعَمِيَّةِ وَنُورُ الْأَبْصَارِ الضَّعِيفَةِ (জ্ঞান হলো অন্ধ হৃদয়ের জীবন এবং দুর্বল চোখের আলো)।

এই সংক্ষিপ্ত বাক্যে জ্ঞানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে অত্যন্ত সুন্দর ও তাৎপর্যপূর্ণভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে অল্প শব্দ ব্যবহার করেই জ্ঞানের ব্যাপক উপকারিতা বর্ণনা করা হয়েছে।

- অন্যান্য উদাহরণ:
    - الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ (প্রজ্ঞা মুমিনের হারানো সম্পদ)। - এই সংক্ষিপ্ত বাক্যটি প্রজ্ঞার গুরুত্ব এবং মুমিনের জন্য তা অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে।

- خَيْرُ الْكَلَامِ مَا قَلَّ وَدَلَّ (উত্তম কথা সেটাই যা অল্প হয় কিন্তু অর্থপূর্ণ হয়)। - এই উক্তিটি সংক্ষিপ্ত ও অর্থপূর্ণ বক্তব্যের গুরুত্ব তুলে ধরে।

সংক্ষেপে, ঈজাযুল হা'যফে শব্দ বা বাক্য উহ্য রাখার মাধ্যমে বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করা হয়, যেখানে Context সেই উহ্য অংশের অর্থ স্পষ্ট করে তোলে। অন্যদিকে, ঈজাযুল কসরে কোনো কিছু উহ্য না রেখেই অল্প শব্দে গভীর ও ব্যাপক অর্থ প্রকাশ করা হয়।

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায় যে, ঈজায (সংক্ষিপ্ততা), ইতলাব (বিস্তারিততা) ও মুসাওয়াত (সমতা) - এই তিনটি হলো বালাগাতপূর্ণ বক্তব্যের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। বক্তা তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য ও শ্রোতার অবস্থার বিবেচনায় এই তিনটি রীতির যেকোনো একটি অবলম্বন করতে পারেন। তবে ঈজাযের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে, যেখানে অল্প কথায় গভীর ভাব প্রকাশ করা হয়। ঈজায প্রধানত দুই প্রকার - ঈজাযুল হা'যফ (উহ্য রাখার মাধ্যমে সংক্ষিপ্ততা) এবং ঈজাযুল কসর (অল্প শব্দে ব্যাপক অর্থ)। কামিল স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য এই বিষয়গুলোর জ্ঞান অর্জন আরবি ভাষার সৌন্দর্য অনুধাবন এবং বালাগাতপূর্ণ বক্তব্য তৈরিতে সহায়ক হবে।

▪ খ) ইলমুল বায়ান: ৫টি থাকবে ৩টির উত্তর দিতে হবে: ৩×১০=৩০

أ .عرف التشبيه ثم بين أقسامه باعتبار طرفيه بالتمثيل..

তাশবীহ (উপমা)-এর সংজ্ঞা দিন, অতঃপর এর দুই প্রান্তের (মুসাব্বাহ ও মুসাব্বাহ বিহি) বিচারে প্রকারভেদ উদাহরণের মাধ্যমে বর্ণনা কর।

উত্তর: উপস্থাপনা: আরবি অলঙ্কারশাস্ত্রের ইলমুল বায়ান-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় - তাশবীহ (التشبيه) অর্থাৎ উপমা-এর সংজ্ঞা এবং এর দুই প্রান্ত (طرفيه) - মুসাব্বাহ (المشبه - উপমেয়) ও মুসাব্বাহ বিহি (المشبه به - উপমান)-এর বিচারে প্রকারভেদ উদাহরণসহ আলোচনা করব। তাশবীহ আরবি সাহিত্য ও বালাগাতের একটি অপরিহার্য অংশ, যা বক্তব্যকে আকর্ষণীয়, সুস্পষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী করে তোলে। আমাদের জন্য তাশবীহের প্রকারভেদ সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা আবশ্যক। আমি ইলমুল বালাগার প্রামাণিক গ্রন্থসমূহের আলোকে এই আলোচনা উপস্থাপন করব।

১. التشبيه (আত-তাশবীহ) - Simile/Analogy:

আত-তাশবীহ (التشبيه) আভিধানিক অর্থে হলো সাদৃশ্য স্থাপন করা, তুলনা করা। ইলমুল বায়ান-এর পরিভাষায় তাশবীহ হলো এমন একটি বাক্য গঠন যেখানে এক বা একাধিক সাধারণ গুণের ভিত্তিতে দুটি ভিন্ন বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য স্থাপন করা হয়। তাশবীহের মূল উপাদান চারটি:

- المشبه (আল-মুসাব্বাহ) - উপমেয়: যে বস্তু বা ব্যক্তির তুলনা করা হয়।
- المشبه به (আল-মুসাব্বাহ বিহি) - উপমান: যে বস্তু বা ব্যক্তির সাথে তুলনা করা হয়।
- أداة التشبيه (আদাতুত তাশবীহ) - উপমা বাচক শব্দ: সেই শব্দ যা তুলনা প্রকাশ করে (যেমন: كَـ, كَأَنَّ, مِثْلُ, شِبْهُ, نَظِيرُ)।
- وجه الشبه (ওয়াজহুশ শাবাহ) - সাধারণ গুণ: সেই গুণ বা বৈশিষ্ট্য যা উপমেয় এবং উপমান উভয়ের মধ্যে সমানভাবে বিদ্যমান থাকে এবং যার ভিত্তিতে তুলনা করা হয়।

উদাহরণ: الْعِلْمُ كَالنُّورِ فِي الْهِدَايَةِ (জ্ঞান হেদায়েতের ক্ষেত্রে আলোর ন্যায়)।

এখানে, الْعِلْمُ (জ্ঞান) হলো মুসাব্বাহ (উপমেয়), النُّورِ (আলো) হলো মুসাব্বাহ বিহি (উপমান), الْكَ (ন্যায়/মতো) হলো আদাতুত তাশবীহ (উপমা বাচক শব্দ) এবং فِي الْهِدَايَةِ (হেদায়েতের ক্ষেত্রে) হলো ওয়াজহুশ শাবাহ (সাধারণ গুণ)।

২. أقسام التشبيه باعتبار طرفيه (আকসামুত তাশবীহি বি'তিবার তারাফাইহি) - Types of Simile Based on its Two Ends (Mušabbah and Mušabbah Bih):

মুসাব্বাহ (উপমেয়) ও মুসাব্বাহ বিহি (উপমান)-এর প্রকৃতির বিচারে তাশবীহ প্রধানত চার প্রকার:

- التشبيه المفرد بالمفرد (আত-তাশবীহুল মুফরাদ বিল মুফরাদ) - Singular Simile with Singular: যখন মুসাব্বাহ (উপমেয়) একটি একক বস্তু হয় এবং মুসাব্বাহ বিহি (উপমান)-ও একটি একক বস্তু হয়।
    - উদাহরণ: زَيْدٌ كَالْأَسَدِ فِي الشَّجَاعَةِ (যায়েদ সাহসিকতায় সিংহের ন্যায়)। এখানে زَيْدٌ (যায়েদ) একক উপমেয় এবং الْأَسَدِ (সিংহ) একক উপমান। الشَّجَاعَةِ (সাহসিকতা) হলো সাধারণ গুণ এবং الْكَ (ন্যায়) হলো উপমা বাচক শব্দ।
- التشبيه المفرد بالمركب (আত-তাশবীহুল মুফরাদ বিল মুরাক্কাব) - Singular Simile with Compound: যখন মুসাব্বাহ (উপমেয়) একটি একক বস্তু হয়, কিন্তু মুসাব্বাহ বিহি (উপমান) একাধিক বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত একটি চিত্র বা অবস্থা হয়।
    - উদাহরণ: وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ ۚ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ [1]فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ (আর তিনিই বাতাসকে সুসংবাদবাহী করে তাঁর রহমতের পূর্বে প্রেরণ করেন; অবশেষে যখন তা ভারী মেঘমালা বহন করে, তখন আমরা তাকে মৃত শহরের দিকে চালিত করি, অতঃপর আমরা তা দ্বারা বৃষ্টি বর্ষণ করি, তারপর আমরা তা দ্বারা সকল প্রকার ফল উৎপন্ন করি। এভাবেই আমরা মৃতদেরকে বের করব, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর)। [সূরা আল-আ'রাফ: ৫৭] এই আয়াতে মৃত ভূমি থেকে বৃষ্টির মাধ্যমে ফল উৎপন্ন করার দৃশ্যটিকে মৃতদের পুনরুত্থানের (إِخْرَاجُ الْمَوْتَىٰ) একক বিষয়ের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এখানে উপমান (বৃষ্টি, মেঘ, মৃত ভূমি থেকে ফল উৎপাদন) একটি যৌগিক চিত্র।
- التشبيه المركب بالمفرد (আত-তাশবীহুল মুরাক্কাব বিল মুফরাদ) - Compound Simile with Singular: যখন মুসাব্বাহ (উপমেয়) একাধিক বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত একটি চিত্র বা অবস্থা হয়, কিন্তু মুসাব্বাহ বিহি (উপমান) একটি একক বস্তু হয়।
    - উদাহরণ: لَٰكِنْ أُشْرِكُ بِرَبِّي لَا أَدْعُوَنَّ مِنْ دُونِهِ إِلَٰهًا ۚ كَمَا تَدْعُونَ أَنْتُمُ الْأَوْثَانَ (যদি আমি আমার রবের সাথে শরীক করি, তবে আমি তাঁর পরিবর্তে অন্য কোনো ইলাহকে ডাকব না, যেমন তোমরা ডাকো তোমাদের মূর্তিগুলোকে)। [সূরা আল-কাহফ: ১৪] (ব্যাখ্যার ভিন্নতা থাকতে পারে) এখানে মুশরিকদের মূর্তিকে ডাকার যৌগিক চিত্রটিকে (তাদের অন্ধ অনুসরণ ও নির্ভরতা) একটি একক বিষয়ের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

- অন্যান্য উদাহরণ (সাহিত্য থেকে): একটি অন্ধকার রাতে তারকারাজি যেন ঝুলে থাকা উজ্জ্বল মুক্তোর মালা - এখানে উপমেয় (তারকারাজি) একটি যৌগিক চিত্র এবং উপমান (ঝুলে থাকা উজ্জ্বল মুক্তোর মালা) এককভাবে বিবেচিত হতে পারে।

- التشبيه المركب بالمركب (আত-তাশবীহুল মুরাক্কাব বিল মুরাক্কাব) - Compound Simile with Compound: যখন মুসাব্বাহ (উপমেয়) একাধিক বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত একটি চিত্র বা অবস্থা হয় এবং মুসাব্বাহ বিহি (উপমান)-ও একাধিক বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত একটি চিত্র বা অবস্থা হয়।
  - উদাহরণ: يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ (সেদিন তারা কবর থেকে বের হবে যেন তারা ছড়িয়ে পড়া পঙ্গপাল)। [সূরা আল-ক্বামার: ৭] এখানে কবর থেকে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় দলে দলে বের হওয়া মানুষ (উপমেয় - যৌগিক চিত্র) কে চারদিকে ছড়িয়ে পড়া পঙ্গপালের (উপমান - যৌগিক চিত্র) সাথে তুলনা করা হয়েছে। মানুষেরা যেমন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটছে, পঙ্গপালেরাও তেমনি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায় যে, তাশবীহ (উপমা) আরবি অলঙ্কারশাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা দুটি ভিন্ন বস্তুর মধ্যে এক বা একাধিক সাধারণ গুণের ভিত্তিতে সাদৃশ্য স্থাপন করে বক্তব্যকে মনোরম ও হৃদয়গ্রাহী করে তোলে। মুসাব্বাহ (উপমেয়) ও মুসাব্বাহ বিহি (উপমান)-এর একবচন বা বহুবচনের ভিত্তিতে তাশবীহকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা যায়: তাশবীহুল মুফরাদ বিল মুফরাদ, তাশবীহুল মুফরাদ বিল মুরাক্কাব, তাশবীহুল মুরাক্কাব বিল মুফরাদ ও তাশবীহুল মুরাক্কাব বিল মুরাক্কাব। কামিল স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য তাশবীহের এই প্রকারভেদ সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান অর্জন আরবি সাহিত্যের সৌন্দর্য অনুধাবন এবং বালাগাতপূর্ণ বক্তব্য তৈরিতে সহায়ক হবে।

ب .عرف المجازثم بين أقسامه ممثلا.

মাজায (রূপক/আলংকারিক ব্যবহার)-এর সংজ্ঞা দিন, অতঃপর উদাহরণের মাধ্যমে এর প্রকারভেদ বর্ণনা কর।

উত্তর: উপস্থাপনা: আরবি অলঙ্কারশাস্ত্রের ইলমুল বায়ান-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় - মাজায (المجاز) অর্থাৎ রূপক বা আলংকারিক ব্যবহার-এর সংজ্ঞা এবং এর বিভিন্ন প্রকারভেদ উদাহরণসহ আলোচনা করব। মাজায আরবি ভাষার বালাগাত ও সাহিত্যশৈলীর একটি অপরিহার্য অংশ, যা ভাষাকে সমৃদ্ধ করে এবং বক্তব্যকে আরও গভীর ও ব্যঞ্জনাময় করে তোলে। আমাদের জন্য মাজাযের প্রকারভেদ সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা আবশ্যক। আমি ইলমুল বালাগার প্রামাণিক গ্রন্থসমূহের আলোকে এই আলোচনা উপস্থাপন করব।

১. المجاز (আল-মাজায) - Figurative Language/Metaphoric Use:

আল-মাজায (المجاز) আভিধানিক অর্থে হলো অতিক্রম করা, ছাড়িয়ে যাওয়া অথবা আসল স্থান পরিবর্তন করা। ইলমুল বায়ান-এর পরিভাষায় মাজায হলো যখন কোনো শব্দ তার আভিধানিক বা প্রকৃত অর্থ (المعنى الحقيقي) বাদ দিয়ে অন্য কোনো সম্পর্কযুক্ত অর্থে (المعنى المجازي) ব্যবহৃত হয়, যেখানে একটি প্রাসঙ্গিক সম্পর্ক (علاقة) এবং কোনো আলংকারিক উদ্দেশ্য (قرينة) বিদ্যমান থাকে যা শব্দটিকে তার আসল অর্থে ব্যবহার করা থেকে বাধা দেয়।

সহজভাবে বললে, মাজায হলো শব্দের আলংকারিক বা রূপক ব্যবহার, যেখানে শব্দের শাব্দিক অর্থের বাইরে অন্য কোনো গভীর অর্থ প্রকাশ পায়।

২. أقسام المجاز (আকসামুল মাজায) - Types of Figurative Language:

মাজাযকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। তবে প্রধান দুটি ভাগ হলো:

- المجاز اللغوي (আল-মাজাযুল লুগাভী) - Lexical Metaphor: যখন একটি একক শব্দ তার আসল অর্থ বাদ দিয়ে অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর প্রধান দুটি প্রকার হলো:
    - الاستعارة (আল-ইস্তি'আরা) - Metaphor: এটি মাজাযের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রকার। ইস্তি'আরা হলো যখন দুটি বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকার কারণে একটি বস্তুর নাম অন্য বস্তুর জন্য ধার করা হয়। এখানে মুস্তা'আর মিনহু (যার কাছ থেকে ধার করা হয়েছে) এবং মুস্তা'আর লাহু (যার জন্য ধার করা হয়েছে) - এই দুটি উপাদান থাকে এবং সাদৃশ্যই হলো তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক।
        - উদাহরণ: رَأَيْتُ أَسَدًا يَرْمِي (আমি একটি সিংহকে তীর ছুঁড়তে দেখলাম)। এখানে "أَسَدًا" (সিংহ) শব্দটি একজন সাহসী ব্যক্তির জন্য ধার করে ব্যবহৃত হয়েছে, কারণ সাহসিতার গুণ উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান। এখানে প্রকৃত সিংহ বোঝানো হয়নি, বরং একজন সাহসী ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে। القرينة (প্রমাণ) হলো "يَرْمِي" (তীর ছুঁড়তে), কারণ সিংহ সাধারণত তীর ছুঁড়ে না।
    - المجاز المرسل (আল-মাজাযুল মুরসাল) - Metonymy: এটি এমন মাজায যেখানে শব্দের আভিধানিক অর্থ বাদ দিয়ে অন্য অর্থে ব্যবহার করা হয়, তবে সাদৃশ্য ছাড়াও অন্য কোনো সম্পর্ক (যেমন: কারণ, ফল, অংশ, সমগ্র, স্থান, কাল ইত্যাদি) বিদ্যমান থাকে। এখানে সাদৃশ্যের বাধ্যবাধকতা নেই।
        - উদাহরণ: أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا (আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, অতঃপর তা দ্বারা মৃত ভূমিকে জীবিত করেছেন)। [সূরা আন-নাহল: ৬৫] এখানে "السَّمَاءِ" (আকাশ) শব্দটি দ্বারা মূলত "السَّحَابِ" (মেঘ)-কে বোঝানো হয়েছে। "আকাশ" হলো মেঘের স্থান (محلّ), তাই স্থান উল্লেখ করে স্থানান্তরিত অর্থ বোঝানো হয়েছে। এখানে সাদৃশ্যের কোনো সম্পর্ক নেই, বরং স্থানিক সম্পর্ক বিদ্যমান।
- المجاز العقلي (আল-মাজাযুল 'আক্বলী) - Rational Metaphor/Attributive Metaphor: এখানে শব্দের আভিধানিক অর্থ ঠিক থাকে, কিন্তু ফেল (verb) বা তার সাথে সম্পৃক্ত ইসিম (noun)-এর সম্বন্ধ (إسناد) এমন কিছুর দিকে করা হয় যার প্রকৃতপক্ষে সেই কাজটি করার ক্ষমতা নেই। অর্থাৎ, কাজটি যার করার কথা তার দিকে সম্বন্ধ না করে অন্য কোনো সম্পর্কিত বিষয়ের দিকে সম্বন্ধ করা হয়।
    - উদাহরণ: أَنْبَتَ الرَّبِيعُ الْبَقْلَ (বসন্ত ঘাস উৎপন্ন করেছে)।

প্রকৃতপক্ষে ঘাস উৎপন্ন করে আল্লাহ, বসন্ত নয়। কিন্তু বসন্ত হলো ঘাস উৎপন্ন হওয়ার সময় বা কারণ, তাই বসন্তের দিকে "উৎপন্ন করা" কাজটি সম্বন্ধ করা হয়েছে। এটি মাজাযুল 'আক্বলী।

- অন্যান্য উদাহরণ:

- بَنَيْتُ الْقَصْرَ (আমি প্রাসাদ নির্মাণ করেছি)। - প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকরা নির্মাণ করে, কিন্তু যেহেতু আমি প্রাসাদের মালিক বা নির্মাণকারী, তাই কাজটি আমার দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে।
- يَوْمٌ عَاصِفٌ (ঝড়ো দিন)। - ঝড় বাতাসের গুণ, দিনের নয়, কিন্তু যেহেতু ঝড় সেই দিনেই হয়, তাই দিনের দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে।

সংক্ষেপে মাজাযের প্রধান দুটি প্রকার হলো মাজাযুল লুগাভী (শব্দের রূপক ব্যবহার), যার মধ্যে ইস্তি'আরা (সাদৃশ্যের ভিত্তিতে) ও মাজাযুল মুরসাল (অন্যান্য সম্পর্কের ভিত্তিতে) উল্লেখযোগ্য, এবং মাজাযুল 'আক্বলী (সম্বন্ধের রূপক ব্যবহার)।

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায় যে, মাজায (রূপক বা আলংকারিক ব্যবহার) আরবি ভাষার বালাগাতের একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান যা ভাষাকে প্রাণবন্ত ও সমৃদ্ধ করে। যখন কোনো শব্দ তার প্রকৃত অর্থ বাদ দিয়ে অন্য কোনো সম্পর্কযুক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন তাকে মাজায বলা হয়। মাজায প্রধানত মাজাযুল লুগাভী (যার গুরুত্বপূর্ণ প্রকার হলো ইস্তি'আরা ও মাজাযুল মুরসাল) এবং মাজাযুল 'আক্বলী - এই দুই ভাগে বিভক্ত। কামিল স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য মাজাযের এই প্রকারভেদ এবং তাদের উদাহরণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান অর্জন আরবি সাহিত্যের গভীরতা অনুধাবন এবং বালাগাতপূর্ণ বক্তব্য তৈরিতে সহায়ক হবে।

ج .بين أغراض التشبيه بالتفصيل..

তাশবীহের উদ্দেশ্যসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর।

উত্তর: উপস্থাপনা: তাশবীহ (উপমা) আরবি অলঙ্কারশাস্ত্রের ইলমুল বায়ান-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এর মূল কাজ হলো দুটি ভিন্ন বস্তুর মধ্যে এক বা একাধিক সাধারণ গুণের ভিত্তিতে সাদৃশ্য স্থাপন করে বক্তব্যকে আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী করা। তবে তাশবীহের ব্যবহার কেবল সৌন্দর্য সৃষ্টিতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর বহুবিধ উদ্দেশ্য রয়েছে যা বক্তার অভিপ্রায় ও বক্তব্যের বিষয়বস্তুকে স্পষ্ট করে তোলে। আজকের আলোচনায় আমরা তাশবীহের সেই গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যগুলো বিস্তারিতভাবে জানব।

তাশবীহের বিভিন্ন উদ্দেশ্য রয়েছে, যা বক্তা তার বক্তব্যকে প্রভাবী ও সুস্পষ্ট করার জন্য ব্যবহার করে থাকেন। নিচে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উদ্দেশ্য উদাহরণসহ বর্ণনা করা হলো:

১. بيان إمكان المشبه (বায়ানু ইমকানিল মুসাব্বাহ) - উপমেয়ের সম্ভাবনা বর্ণনা: যখন কোনো অপরিচিত বা অস্বাভাবিক বিষয়কে বোধগম্য করার জন্য পরিচিত কোনো বিষয়ের সাথে তুলনা করা হয়, তখন তা উপমেয়ের সম্ভাবনাকে স্পষ্ট করে তোলে।

* উদাহরণ: وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ ۚ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَجْهِ اللَّهِ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (তাদের হেদায়াতের দায়িত্ব তোমার নয়, বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হেদায়াত করেন। আর তোমরা যে ভালো কিছু ব্যয় কর, তা তোমাদের নিজেদের জন্যই। তোমরা তো কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যেই ব্যয় কর। আর তোমরা যে ভালো কিছু ব্যয় কর, তার প্রতিদান তোমাদের পুরোপুরি দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি কোনো অন্যায় করা হবে না)। [সূরা আল-বাকারা: ২৭২]

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলার হেদায়াত দানের বিষয়টি মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়, বরং আল্লাহর ইচ্ছাধীন - এই অস্বাভাবিক বিষয়টিকে স্পষ্ট করার জন্য বলা হয়েছে যে, মানুষের দায়িত্ব কেবল দাওয়াত দেওয়া, হেদায়াত দান নয়।

২. بيان حال المشبه (বায়ানু হালিল মুসাব্বাহ) - উপমেয়ের অবস্থা বর্ণনা: যখন কোনো জিনিসের অবস্থা শ্রোতার কাছে অস্পষ্ট থাকে, তখন পরিচিত কোনো জিনিসের সাথে তুলনা করে তার অবস্থা স্পষ্ট করা হয়।

* উদাহরণ: قَالَ وَقَدْ عَتَتْ عُتُوًّا ﴿٦٧﴾ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ۖ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا (সে বলল, 'হে আমার রব! কেমন করে আমার পুত্র হবে যখন আমি বার্ধক্যে পৌঁছে গেছি এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা?' তিনি বললেন, 'এরূপই হবে; তোমার রব বলেছেন, 'এটা আমার জন্য সহজ'। আর যাতে আমি তাকে মানুষের জন্য এক নিদর্শন ও আমার পক্ষ থেকে রহমত করি। আর এটা এক স্থিরকৃত ব্যাপার)। [সূরা মারইয়াম: ৬৭]

এখানে বৃদ্ধ বয়সে সন্তান হওয়া হযরত যাকারিয়া (আঃ)-এর কাছে অস্বাভাবিক মনে হওয়ায়, আল্লাহ তা'আলা বলেন যে এটা তাঁর জন্য সহজ - যেমন পূর্বে না থাকা থেকে সৃষ্টি করা সহজ ছিল।

* অন্যান্য উদাহরণ: الْقَلْبُ كَالْحَجَرِ قَسَاوَةً (হৃদয় কঠোরতায় পাথরের ন্যায়)। - এখানে হৃদয়ের কঠোর অবস্থাকে পাথরের সাথে তুলনা করে স্পষ্ট করা হয়েছে।

৩. بيان مقدار المشبه (বায়ানু মিকদারিল মুসাব্বাহ) - উপমেয়ের পরিমাণ বর্ণনা: যখন কোনো জিনিসের পরিমাণ (গুণ বা সংখ্যায়) শ্রোতার কাছে অজানা থাকে, তখন পরিচিত কোনো জিনিসের সাথে তুলনা করে তার পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়।

* উদাহরণ: وَالْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ (সমুদ্রে চলমান জাহাজগুলো যেন পর্বতমালা)। [সূরা আর-রহমান: ২৪]

এখানে সমুদ্রে বিশাল আকারের জাহাজগুলোর উচ্চতা ও বিশালতা বোঝানোর জন্য সেগুলোকে পর্বতমালার সাথে তুলনা করা হয়েছে।

* অন্যান্য উদাহরণ: جَيْشٌ كَاللَّيْلِ كَثْرَةً (একটি সৈন্যদল রাতের ন্যায় সংখ্যায় বেশি)। - এখানে সৈন্যদলের বিপুল সংখ্যকতাকে রাতের অন্ধকারের সাথে তুলনা করে বোঝানো হয়েছে।

৪. تقرير المشبه وتثبيته في النفس (তাকরিরুল মুসাব্বাহ ওয়া তাছবিতুহু ফিন নাফস) - উপমেয়কে দৃঢ় ও মনে বদ্ধমূল করা: যখন কোনো ভাব বা ধারণাকে আরও শক্তিশালী ও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার প্রয়োজন হয়, তখন পরিচিত ও প্রমাণিত কোনো বিষয়ের সাথে তুলনা করে উপমেয়কে মনে বদ্ধমূল করা হয়।

* উদাহরণ: إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত তো কেবল পানির ন্যায়, যা আমি আকাশ থেকে বর্ষণ করি, অতঃপর তার সাথে মিশে পৃথিবীর উদ্ভিদ যা মানুষ ও জীবজন্তু খায়, পরিশেষে যখন পৃথিবী তার শোভা ধারণ করে ও মনোরম হয় এবং তার অধিবাসীরা মনে করে যে তারা এর ক্ষমতা রাখে, তখন তাতে

আমার আদেশ আসে রাতে অথবা দিনে, ফলে আমি তাকে এমনভাবে নির্মূল করে দেই যেন গতকালও তা ছিল না। এভাবেই আমি চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি)। [সূরা ইউনুস: ২৪]

এই আয়াতে ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের চাকচিক্য ও নশ্বরতাকে বৃষ্টির পানির সাথে তুলনা করে মানুষের মনে বদ্ধমূল করা হয়েছে।

৫. تزيين المشبه أو تقبيحه (তাযয়ীনুল মুসাব্বাহ আও তাক্ববীহু) - উপমেয়কে সুন্দর বা কুৎসিত করে উপস্থাপন: বক্তা তার পছন্দ বা অপছন্দ অনুযায়ী কোনো জিনিসকে আকর্ষণীয় বা ঘৃণ্য করে তোলার জন্য তাশবীহ ব্যবহার করতে পারেন।

* সৌন্দর্য বর্ণনায় উদাহরণ: كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ﴿٤٨﴾ وَالْحُورُ الْعِينُ (এবং ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট হুরগণ যেন সুরক্ষিত মুক্তা)। [সূরা আদ-দুখান: ৪৮-৪৯]

এখানে হুরদের সৌন্দর্য বোঝানোর জন্য তাদেরকে সুরক্ষিত মুক্তার সাথে তুলনা করা হয়েছে।

* কুৎসিততা বর্ণনায় উদাহরণ: وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا ۖ أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ ۖ وَهُم بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٣٦﴾ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ ۚ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ (আর কাফেররা যখন তোমাকে দেখে তখন তারা তোমাকে কেবল ঠাট্টার পাত্র হিসেবে গ্রহণ করে। বলে, 'এই ব্যক্তিটিই কি তোমাদের উপাস্যদের আলোচনা করে?' অথচ তারা পরম দয়াময়ের স্মরণে অবিশ্বাসী)। [সূরা আল-আম্বিয়া: ৩৬-৩৭] (ব্যাখ্যার ভিন্নতা থাকতে পারে)

এখানে অবিশ্বাসীদের তাড়াহুড়ো ও অস্থিরতাকে মানুষের স্বভাবের সাথে তুলনা করে তাদের কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করা হয়েছে।

৬. إظهار الشفقة على المشبه (ইযহারুশ শাফাক্বাতি আলাল মুসাব্বাহ) - উপমেয়ের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ: যখন কোনো দুর্বল বা করুণ অবস্থার প্রতি সহানুভূতি দেখানোর উদ্দেশ্য থাকে, তখন তাশবীহ ব্যবহার করা হয়।

* উদাহরণ: يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ﴿٤﴾ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ (সেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের ন্যায় এবং পর্বতমালা হবে ধুনিত রঙিন পশমের ন্যায়)। [সূরা আল-ক্বারিয়াহ: ৪-৫]

এখানে কেয়ামতের দিনের মানুষের অসহায় ও দুর্বল অবস্থাকে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের সাথে তুলনা করে তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা হয়েছে।

এছাড়াও, বক্তার উদ্দেশ্য ও Context অনুযায়ী তাশবীহ আরও বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে।

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায় যে, তাশবীহ কেবল আরবি ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধির মাধ্যমই নয়, বরং এর বহুবিধ গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য রয়েছে। বক্তা তার বক্তব্যকে স্পষ্ট, প্রভাবী, বিশ্বাসযোগ্য ও হৃদয়গ্রাহী করার জন্য বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে তাশবীহ ব্যবহার করে থাকেন। উপমেয়ের সম্ভাবনা, অবস্থা, পরিমাণ বর্ণনা করা, তাকে দৃঢ় করা, সুন্দর বা কুৎসিত করে উপস্থাপন করা এবং তার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা - এগুলো তাশবীহের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উদ্দেশ্য। কামিল স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য তাশবীহের এই উদ্দেশ্যগুলো

অনুধাবন করা আরবি ভাষার অলঙ্কারশাস্ত্রের গভীরতা উপলব্ধি এবং বালাগাতপূর্ণ বক্তব্য বিশ্লেষণের জন্য অপরিহার্য।

د .عرف الكناية وبين أقسامه ثم بين الفرق بين الكناية و المجاز ممثلا.

কিনায়া (ব্যঞ্জনা)-এর সংজ্ঞা দাও এবং এর প্রকারভেদ বর্ণনা করুন, অতঃপর উদাহরণের মাধ্যমে কিনায়া ও মাজাযের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা কর।

উপস্থাপনা: উত্তর: কিনায়া (ব্যঞ্জনা) আরবি অলঙ্কারশাস্ত্রের ইলমুল বায়ান-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এর মাধ্যমে বক্তা সরাসরি কোনো অর্থ উল্লেখ না করে এমন একটি আনুষঙ্গিক অর্থ ব্যবহার করেন যার মাধ্যমে উদ্দিষ্ট অর্থটি ইঙ্গিতপূর্ণভাবে বোধগম্য হয়। আজকের আলোচনায় আমরা কিনায়ার সংজ্ঞা, প্রকারভেদ এবং মাজাযের সাথে এর পার্থক্য উদাহরণসহ বিস্তারিতভাবে জানব।

১. الكناية (আল-কিনায়া) - Euphemism/Periphrasis/Suggestion:

আল-কিনায়া (الكناية) আভিধানিক অর্থে হলো গোপন করা, পরোক্ষভাবে বলা। ইলমুল বায়ান-এর পরিভাষায় কিনায়া হলো এমন একটি বাক্য বা অভিব্যক্তি যেখানে বক্তা কোনো অর্থ সরাসরি উল্লেখ না করে এমন একটি আনুষঙ্গিক অর্থ (معنى ملازم) ব্যবহার করেন যার মাধ্যমে উদ্দিষ্ট অর্থটি শ্রোতার কাছে ইঙ্গিতপূর্ণভাবে বোধগম্য হয়। কিনায়াতে ব্যবহৃত শব্দটি তার আভিধানিক অর্থেও সত্য হতে পারে এবং উদ্দিষ্ট অর্থটি সাধারণত একটি গুণ বা অবস্থা বোঝায়। এখানে সরাসরি অর্থের পরিবর্তে ইঙ্গিতের মাধ্যমে ভাব প্রকাশ করা হয়।

২. أقسام الكناية (আকসামুল কিনায়া) - Types of Kinayah:

কিনায়া প্রধানত তিন প্রকার:

- **الكناية عن صفة (আল-কিনায়াতু আন সিফা)** - Kinayah for an Attribute: এই প্রকার কিনায়াতে কোনো গুণ বা বৈশিষ্ট্য সরাসরি উল্লেখ না করে এমন একটি উক্তি ব্যবহার করা হয় যা সেই গুণটিকে ইঙ্গিত করে।
    - **উদাহরণ:** هُوَ كَثِيرُ الرَّمَادِ (সে প্রচুর ছাইওয়ালা)। এই উক্তিটি সরাসরি কারো দানশীলতার কথা না বলে তার বাড়িতে প্রচুর পরিমাণে মেহমান আসা-যাওয়া এবং তাদের জন্য খাবার তৈরি করার কারণে চুলার ছাই বেশি হওয়ার ইঙ্গিত দেয়। সুতরাং, এটি দানশীলতার একটি কিনায়া।
    - **অন্যান্য উদাহরণ:**
        - فُلَانٌ طَوِيلُ النِّجَادِ (অমুক ব্যক্তির তলোয়ারের ফিতা লম্বা)। - এটি পরোক্ষভাবে তার দীর্ঘ দেহ বা উচ্চ মর্যাদার ইঙ্গিত দেয়, কারণ লম্বা ফিতার তলোয়ার সাধারণত লম্বা দেহের ব্যক্তির সঙ্গেই মানানসই।
        - بَنَاتُ صَدْرِي يَطْلُبْنَ الثَّأْرَ (আমার বুকের কন্যারা প্রতিশোধ চায়)। - এখানে বুকের কন্যা দ্বারা হৃদয়ের গোপন বেদনা বা ইচ্ছাকে বোঝানো হয়েছে।
- **الكناية عن موصوف (আল-কিনায়াতু আন মাওসুফ)** - Kinayah for a Subject: এই প্রকার কিনায়াতে কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা স্থানের নাম সরাসরি উল্লেখ না করে এমন একটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয় যা সেই ব্যক্তি, বস্তু বা স্থানটিকে ইঙ্গিত করে।

- **উদাহরণ:** بَنُو الْأَزْهَرِ قَامُوا بِالْوَاجِبِ (আযহারের সন্তানেরা কর্তব্য পালন করেছে)। এখানে " بَنُو الْأَزْهَرِ" (আযহারের সন্তানেরা) দ্বারা মিশরের বিখ্যাত আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বোঝানো হয়েছে। সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম উল্লেখ না করে তার সাথে সম্পর্কিত একটি বৈশিষ্ট্য (শিক্ষার্থী) উল্লেখ করা হয়েছে।
- **অন্যান্য উদাহরণ:**
  - أُمُّ الْقُرَى آمِنَةٌ (উম্মুল ক্বুরা নিরাপদ)। - এখানে "أُمُّ الْقُرَى" (জনপদসমূহের মাতা) দ্বারা মক্কা নগরীকে বোঝানো হয়েছে।
  - رَاكِبُ الدَّمْعَةِ يَسِيرُ بِلَا هُدًى (অশ্রুর আরোহী দিশাহীনভাবে চলছে)। - এখানে " رَاكِبُ الدَّمْعَةِ" (অশ্রুর আরোহী) দ্বারা শোকাহত বা বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে।

- **الكناية عن نسبة (আল-কিনায়াতু আন নিসবাহ) - Kinayah for a Relation/Attribution:** এই প্রকার কিনায়াতে কোনো গুণ বা বৈশিষ্ট্যকে সরাসরি কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর সাথে সম্বন্ধযুক্ত না করে এমন কিছুর সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয় যা সেই ব্যক্তি বা বস্তুর সাথে সম্পর্কিত।
  - **উদাহরণ:** الْيُمْنُ يَتْبَعُ فُلَانًا (সৌভাগ্য অমুক ব্যক্তিকে অনুসরণ করে)। এখানে সরাসরি বলা হয়নি যে অমুক ব্যক্তি ভাগ্যবান, বরং বলা হয়েছে যে সৌভাগ্য যেন তার সাথে লেগে থাকে। এটি তার সৌভাগ্যবান হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে।
  - **অন্যান্য উদাহরণ:**
    - الْمَجْدُ يَمْشِي بِرِكَابِهِ (মর্যাদা তার বাহনের সাথে চলে)। - এটি পরোক্ষভাবে তার উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানের ইঙ্গিত দেয়।
    - الْفَصَاحَةُ تَسْتَقِرُّ عَلَى لِسَانِهِ (বাগ্মিতা তার জিহ্বায় স্থির থাকে)। - এটি সরাসরি তাকে বাগ্মী না বলে তার জিহ্বায় বাগ্মিতার স্থায়ীত্বের কথা বলছে।

৩. الفرق بين الكناية و المجاز ممثلا (কিনায়া ও মাজাযের মধ্যে পার্থক্য উদাহরণের মাধ্যমে):

কিনায়া ও মাজায উভয়ই সরাসরি অর্থের পরিবর্তে অন্য অর্থ বোঝায়, তবে তাদের মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে:

- **আভিধানিক অর্থের সত্যতা:** কিনায়াতে ব্যবহৃত শব্দটি তার আভিধানিক অর্থে সত্য হতে পারে এবং উদ্দিষ্ট অর্থটি সেই আভিধানিক অর্থের সাথে আনুষঙ্গিক সম্পর্কের মাধ্যমে বোঝা যায়। পক্ষান্তরে, মাজাযে ব্যবহৃত শব্দটি তার আভিধানিক অর্থে সাধারণত সত্য হতে পারে না (যেমন, "সিংহ তীর ছুঁড়ছে" - আভিধানিক অর্থে অসম্ভব)।
- **সম্পর্কের ভিত্তি:** কিনায়াতে উদ্দিষ্ট অর্থটি আনুষঙ্গিক সম্পর্কের (لزوم) ভিত্তিতে বোঝা যায়। অর্থাৎ, উল্লেখিত অর্থটি বিদ্যমান থাকলে উদ্দিষ্ট অর্থটির অস্তিত্ব স্বাভাবিকভাবে অনুমিত হয়। মাজাযে অর্থের স্থানান্তর সাদৃশ্য (ইস্তি'আরা) অথবা অন্য কোনো সম্পর্কের (মাজাযুল মুরসাল) ভিত্তিতে ঘটে।
- **উদ্দেশ্য:** কিনায়ার মূল উদ্দেশ্য হলো সরাসরি অর্থ উল্লেখ না করে ইঙ্গিতের মাধ্যমে ভাব প্রকাশ করা, যা বক্তব্যকে আরও গভীর, ব্যঞ্জনাময় ও শালীন করে তোলে। মাজাযের উদ্দেশ্য হলো ভাষাকে আলংকারিক করা, সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা এবং বক্তব্যকে আরও প্রভাবশালী ও আকর্ষণীয় করে তোলা।

উদাহরণের মাধ্যমে পার্থক্য:

- **কিনায়া:** قَوْمٌ هُمْ أَنْفُسُهُمْ عَلَيْهِمْ شُهُودٌ (এমন এক জাতি যাদের অন্তর তাদের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দেয়)। এখানে সরাসরি তাদের কপটতা বা মন্দ স্বভাবের কথা না বলে বলা হয়েছে যে তাদের অন্তরই তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। এটি তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থার একটি কিনায়া। "অন্তর সাক্ষ্য দেওয়া" আভিধানিক অর্থেও সম্ভব (অনুশোচনা অর্থে)।
- **মাজায (ইস্তি'আরা):** رَأَيْتُ بَحْرًا يَتَكَلَّمُ (আমি একটি সাগরকে কথা বলতে দেখলাম)। এখানে "بَحْرًا" (সাগর) শব্দটি একজন জ্ঞানী ও বাগ্মী ব্যক্তির জন্য ধার করে ব্যবহৃত হয়েছে (সাদৃশ্যের ভিত্তিতে)। আভিধানিক অর্থে সাগর কথা বলতে পারে না, তাই এটি মাজায।
- **মাজায (মুরসাল):** أَرْسَلْنَا السَّمَاءَ مَطَرًا (আমরা আকাশ বর্ষণ করেছি বৃষ্টি)। এখানে "السَّمَاءَ" (আকাশ) দ্বারা মূলত "السَّحَابَ" (মেঘ)-কে বোঝানো হয়েছে (স্থানের সম্পর্কের ভিত্তিতে)। আকাশ সরাসরি বৃষ্টি বর্ষণ করে না, মেঘ করে।

এই উদাহরণগুলো থেকে স্পষ্ট হয় যে কিনায়াতে আভিধানিক অর্থ সত্য হতে পারে এবং উদ্দিষ্ট অর্থ আনুষঙ্গিক সম্পর্কের মাধ্যমে বোঝা যায়, যেখানে মাজাযে আভিধানিক অর্থ সাধারণত অসম্ভব হয় এবং অর্থের স্থানান্তর সাদৃশ্য বা অন্য কোনো সম্পর্কের ভিত্তিতে ঘটে।

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায় যে, কিনায়া (ব্যঞ্জনা) আরবি অলঙ্কারশাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ রীতি যেখানে সরাসরি অর্থের পরিবর্তে আনুষঙ্গিক অর্থের মাধ্যমে উদ্দিষ্ট ভাব প্রকাশ করা হয়। এর প্রধান তিনটি প্রকার হলো - কিনায়া আন সিফা (গুণের ব্যঞ্জনা), কিনায়া আন মাওসুফ (বিশেষ্যের ব্যঞ্জনা) ও কিনায়া আন নিসবাহ (সম্পর্কের ব্যঞ্জনা)। কিনায়া ও মাজায উভয়ই সরাসরি অর্থের বাইরে অন্য অর্থ বোঝালেও, তাদের মধ্যে আভিধানিক অর্থের সত্যতা, সম্পর্কের ভিত্তি ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। কামিল স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য এই পার্থক্য অনুধাবন করা আরবি ভাষার সূক্ষ্ম ভাব প্রকাশনার কৌশল এবং অলঙ্কারশাস্ত্রের গভীরতা উপলব্ধি করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

هـ .ما الاستعارة و ما أقسامها ؟ بين ممثلا

ইস্তি'আরা (উপমা-অনুসৃতি/রূপক)-এর সংজ্ঞা দাও এবং এর প্রকারভেদ কী কী? উদাহরণের মাধ্যমে বর্ণনা কর।

উত্তর: উপস্থাপনা: ইস্তি'আরা (الاستعارة) আরবি অলঙ্কারশাস্ত্রের ইলমুল বায়ান-এর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখা। এটি মাজাযের (রূপক) একটি প্রকার, যেখানে দুটি বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান সাদৃশ্যের ভিত্তিতে একটি বস্তুর নাম অন্য বস্তুর জন্য ধার করা হয়। আজকের আলোচনায় আমরা ইস্তি'আরার সংজ্ঞা ও এর বিভিন্ন প্রকারভেদ উদাহরণসহ বিস্তারিতভাবে জানব।

১. الاستعارة (আল-ইস্তি'আরা) - Metaphor:

ইস্তি'আরা হলো ভাষাগত রূপকের এমন একটি প্রকার যেখানে দুটি ভিন্ন বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান সুস্পষ্ট সাদৃশ্যের কারণে একটি বস্তুর নাম (المستعار منه - যার কাছ থেকে ধার করা হয়েছে) অন্য বস্তুর জন্য (المستعار له - যার জন্য ধার করা হয়েছে) ধার করে ব্যবহার করা হয়। এই ধার করার ক্ষেত্রে মূল বস্তুর কিছু বৈশিষ্ট্য ধারকৃত বস্তুতে আরোপ করা হয়, যা বক্তব্যকে আরও আকর্ষণীয়, শক্তিশালী ও চিত্রধর্মী করে তোলে। ইস্তি'আরার

অপরিহার্য উপাদান হলো সাদৃশ্য (علاقة المشابهة) এবং একটি বাধা (قرينة) যা শব্দটিকে তার আসল অর্থে ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখে।

২. أقسام الاستعارة (আকসামুল ইস্তি'আরা) - Types of Metaphor:

ইস্তি'আরাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। তবে এর প্রধান প্রকারভেদগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো:

- باعتبار الطرفين (দুই প্রান্তের বিচারে): মুস্তা'আর মিনহু (উপমান) ও মুস্তা'আর লাহু (উপমেয়)-এর উল্লেখ বা উহ্য থাকার ভিত্তিতে ইস্তি'আরা দুই প্রকার:
    - الاستعارة التصريحية (আল-ইস্তি'আরা আত-তাসরীহিয়্যা) - Explicit Metaphor: যখন বাক্যে মুস্তা'আর মিনহু (উপমান) স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে এবং মুস্তা'আর লাহু (উপমেয়) উহ্য থাকে অথবা অন্য কোনো শব্দের মাধ্যমে তার ইঙ্গিত দেওয়া হয়।
        - উদাহরণ: رَأَيْتُ أَسَدًا يَرْمِي الْأَعْدَاءَ (আমি একটি সিংহকে শত্রুদের দিকে তীর ছুঁড়তে দেখলাম)। এখানে "أَسَدًا" (সিংহ) শব্দটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে (মুস্তা'আর মিনহু), যা দ্বারা মূলত একজন সাহসী সৈনিককে বোঝানো হয়েছে (মুস্তা'আর লাহু - উহ্য)। "يَرْمِي الْأَعْدَاءَ" (শত্রুদের দিকে তীর ছুঁড়তে) - এই বাক্যটি একটি القرينة (বাধা) যা "সিংহ" শব্দটিকে তার আভিধানিক অর্থে গ্রহণ করতে বাধা দিচ্ছে এবং রূপক অর্থে সাহসী সৈনিককে বোঝাচ্ছে।
    - الاستعارة المكنية (আল-ইস্তি'আরা আল-মাকনিয়্যা) - Implicit/Suppressed Metaphor: যখন বাক্যে মুস্তা'আর লাহু (উপমেয়) স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে, কিন্তু মুস্তা'আর মিনহু (উপমান) উহ্য থাকে এবং তার কোনো বৈশিষ্ট্য (لوازم المستعار منه) উপমেয়ের সাথে সম্পৃক্ত করে উল্লেখ করা হয়।
        - উদাহরণ: إِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ (যখন মৃত্যু তার নখরগুলো বিদ্ধ করে, তখন তুমি দেখবে কোনো তাবিজই কাজে আসে না)। এখানে "الْمَنِيَّةُ" (মৃত্যু)-কে একটি হিংস্র প্রাণীর সাথে তুলনা করা হয়েছে (মুস্তা'আর মিনহু - উহ্য), যার নখর রয়েছে। "أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا" (তার নখরগুলো বিদ্ধ করে) - এটি উহ্য থাকা হিংস্র প্রাণীর একটি বৈশিষ্ট্য যা মৃত্যুকে আরোপ করা হয়েছে। এখানে মৃত্যু হলো মুস্তা'আর লাহু।
- باعتبار الجامع (সাধারণ গুণের বিচারে): মুস্তা'আর মিনহু ও মুস্তা'আর লাহু-এর মধ্যেকার সাধারণ গুণটি কেমন, তার ভিত্তিতে ইস্তি'আরা দুই প্রকার:
    - الاستعارة المحسوسة (আল-ইস্তি'আরা আল-মাহসুসাহ) - Sensible Metaphor: যখন মুস্তা'আর মিনহু ও মুস্তা'আর লাহু উভয়ই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু হয় অথবা মুস্তা'আর মিনহু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং মুস্তা'আর লাহু বুদ্ধিগ্রাহ্য হয়, কিন্তু তাদের মধ্যেকার সাধারণ গুণটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়।
        - উদাহরণ: رَأَيْتُ بَحْرًا يَتَكَلَّمُ (আমি একটি সাগরকে কথা বলতে দেখলাম)। এখানে "بَحْرًا" (সাগর) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং বক্তা (যাকে সাগর বলা হচ্ছে) বুদ্ধিগ্রাহ্য হতে পারে, কিন্তু তাদের

মধ্যেকার সাধারণ গুণ "প্রচুর জ্ঞান ও বাগ্মিতা" - এটিকে যেন কথা বলার মাধ্যমে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করা হয়েছে।

- الاستعارة المعقولة (আল-ইস্তি'আরা আল-মা'কূলা) - Intellectual Metaphor: যখন মুস্তা'আর মিনহু ও মুস্তা'আর লাহু উভয়ই বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয় হয় অথবা মুস্তা'আর মিনহু বুদ্ধিগ্রাহ্য এবং মুস্তা'আর লাহু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়, কিন্তু তাদের মধ্যেকার সাধারণ গুণটি বুদ্ধিগ্রাহ্য হয়।
  - উদাহরণ: الْجَهْلُ ظُلْمَةٌ (অজ্ঞতা অন্ধকার)। এখানে "الْجَهْلُ" (অজ্ঞতা) একটি বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয় এবং "ظُلْمَةٌ" (অন্ধকার) একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়। তাদের মধ্যেকার সাধারণ গুণ "সত্য ও জ্ঞান থেকে দূরে থাকা" - এটি একটি বুদ্ধিগ্রাহ্য ধারণা।

- باعتبار الشمول (ব্যাপকতার বিচারে): মুস্তা'আর লাহু (উপমেয়) একবচন না বহুবচন, তার ভিত্তিতে ইস্তি'আরা দুই প্রকার:
  - الاستعارة التمثيلية (আল-ইস্তি'আরা আত-তামসীলিয়্যা) - Representative/Proverbial Metaphor: যখন কোনো একটি বিশেষ অবস্থার বর্ণনা দেওয়ার জন্য এমন একটি পরিচিত বাক্য বা প্রবাদ ব্যবহার করা হয় যা অন্য কোনো সদৃশ অবস্থার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এখানে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র বা পরিস্থিতিকে অন্য একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্রের সাথে তুলনা করা হয়।
    - উদাহরণ: "لِكُلِّ جَوَادٍ كَبْوَةٌ" (প্রত্যেক ঘোড়ারই হোঁচট আছে)। এই প্রবাদটি কোনো সম্মানিত বা গুণী ব্যক্তিরও ভুল বা ত্রুটি হতে পারে - এই অর্থ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। এখানে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিস্থিতির (দ্রুতগামী ঘোড়ার হোঁচট খাওয়া) মাধ্যমে অন্য একটি পূর্ণাঙ্গ পরিস্থিতি (গুণী ব্যক্তির ভুল) বোঝানো হচ্ছে।
  - الاستعارة المطلقة والمرشحة والمجردة (আল-ইস্তি'আরা আল-মুত্বলাক্বা ওয়াল মুর rashশাহা ওয়াল মুজাররাদা) - Absolute, Reinforced, and Stripped Metaphor: এটি মুস্তা'আর লাহু-এর সাথে সম্পৃক্ত গুণাবলীর উল্লেখের ভিত্তিতে তিন প্রকার:
    - الاستعارة المطلقة (আল-ইস্তি'আরা আল-মুত্বলাক্বা) - Absolute Metaphor: যখন মুস্তা'আর লাহু-এর সাথে এমন কোনো গুণ উল্লেখ করা না হয় যা মুস্তা'আর মিনহু-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বা বিরোধী।
      - উদাহরণ: رَأَيْتُ أَسَدًا (আমি একটি সিংহ দেখলাম)। - এখানে আর কোনো অতিরিক্ত গুণ উল্লেখ নেই যা স্পষ্ট করে যে এটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে।
    - الاستعارة المرشحة (আল-ইস্তি'আরা আল-মুর rashশাহা) - Reinforced Metaphor: যখন মুস্তা'আর লাহু-এর সাথে এমন এক বা একাধিক গুণ উল্লেখ করা হয় যা মুস্তা'আর মিনহু-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।
      - উদাহরণ: رَأَيْتُ أَسَدًا يَرْمِي (আমি একটি সিংহকে তীর ছুঁড়তে দেখলাম)। - এখানে "يَرْمِي" (তীর ছুঁড়তে) সিংহের একটি উপযুক্ত গুণ, যা রূপক অর্থকে আরও শক্তিশালী করছে।

- الاستعارة المجردة (আল-ইস্তি'আরা আল-মুজাররাদা) - Stripped Metaphor: যখন মুস্তা'আর লাহু-এর সাথে এমন এক বা একাধিক গুণ উল্লেখ করা হয় যা মুস্তা'আর মিনহু-এর বিপরীত।

- উদাহরণ: رَأَيْتُ بَدْرًا يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ (আমি একটি চাঁদকে পৃথিবীর উপর হাঁটতে দেখলাম)। - এখানে "يَمْشِي" (হাঁটতে) চাঁদের স্বাভাবিক গুণের বিপরীত, যা স্পষ্ট করে যে "চাঁদ" শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে (সুন্দর ব্যক্তির ক্ষেত্রে)।

উপসংহার: ইস্তি'আরা আরবি ভাষার বালাগাতের একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান, যা ভাষাকে জীবন্ত ও আকর্ষণীয় করে তোলে। এর বিভিন্ন প্রকারভেদ বক্তার উদ্দেশ্য ও বক্তব্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে সহায়ক। মুস্তা'আর মিনহু ও মুস্তা'আর লাহু-এর উল্লেখের ভিত্তিতে এটি তাসরীহিয়্যা ও মাকনিয়্যা, সাধারণ গুণের বিচারে মাহসুসাহ ও মা'কূলা এবং ব্যাপকতার বিচারে তামসীলিয়্যা ও অন্যান্য ভাগে বিভক্ত। কামিল স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য ইস্তি'আরার এই প্রকারভেদ এবং তাদের উদাহরণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান অর্জন আরবি সাহিত্যের গভীরতা অনুধাবন এবং বালাগাতপূর্ণ বক্তব্য তৈরিতে সহায়ক হবে।

▪ গ) ইলমুল বাদি': ৫টি থাকবে ৩টির উত্তর দিতে হবে: ৩×১০=৩০

أ. اذكر تعريف علم البديع و موضوعه و غرضه واسم واضعه

ইলমুল বাদী' (অলঙ্কার শাস্ত্র)-এর সংজ্ঞা, আলোচ্য বিষয়, উদ্দেশ্য এবং প্রতিষ্ঠাতার নাম উল্লেখ কর।

- **ইলমুল বাদী' (عِلْمُ الْبَدِيعِ) - এর সংজ্ঞা, আলোচ্য বিষয়, উদ্দেশ্য এবং প্রতিষ্ঠাতার নাম:**

১. সংজ্ঞা (التَّعْرِيفُ):

ইলমুল বাদী' (عِلْمُ الْبَدِيعِ) আরবি অলঙ্কারশাস্ত্রের (عِلْمُ الْبَلَاغَةِ) তৃতীয় শাখা। এটি এমন একটি জ্ঞান যা ভাষাকে আরও সুন্দর, আকর্ষণীয় ও শ্রুতিমধুর করার জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন আলংকারিক কৌশল (محسنات بديعية) নিয়ে আলোচনা করে। ইলমুল বাদী' বাক্যের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এবং বক্তব্যকে আরও মনোরম ও চিত্তাকর্ষক করে তোলে।

অন্যভাবে বলা যায়, ইলমুল বাদী' হলো সেই নীতি ও পদ্ধতির সমষ্টি যা আরবি ভাষার বাচনভঙ্গিকে এমন সৌন্দর্য দান করে যা মনকে আকৃষ্ট করে এবং আত্মাকে আনন্দিত করে, ফাসাহাত (স্পষ্টতা) ও বালাগাত (উপযুক্ত ও কার্যকরভাবে বক্তব্য উপস্থাপন) বজায় রেখে।

২. আলোচ্য বিষয় (الْمَوْضُوعُ):

ইলমুল বাদী'-এর মূল আলোচ্য বিষয় হলো আরবি ভাষার সেইসব আলংকারিক উপাদান ও কৌশল যা বাক্যের শব্দ ও অর্থের মধ্যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। এই উপাদানগুলোকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা হয়:

- محسنات لفظية (মুহাসসিনাত লাফযিয়্যাহ) - শব্দালঙ্কার: এগুলো বাক্যের শব্দগত সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, যেমন - অনুপ্রাস (الجناس), অন্ত্যমিল (السجع), পুনরাবৃত্তি (التكرار), শব্দ নির্বাচন (حسن التقسيم) ইত্যাদি।

- محسنات معنوية (মুহাসসিনাত মা'নাবিয়্যাহ) - অর্থালঙ্কার: এগুলো বাক্যের অর্থগত সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, যেমন - বিরোধাভাস (الطباق), তুলনা (المقابلة), প্রশ্নবোধক অলঙ্কার (الاستفهام البلاغي), ব্যঞ্জনা (التورية), ইত্যাদি।

সংক্ষেপে, ইলমুল বাদী' আরবি ভাষার শব্দ ও অর্থের অলঙ্কার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে এবং এদের প্রয়োগের নিয়ম ও সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করে।

৩. উদ্দেশ্য (الْغَرَضُ):

ইলমুল বাদী' অধ্যয়নের প্রধান উদ্দেশ্য হলো:

- বক্তব্যকে আরও আকর্ষণীয় ও মনোরম করে তোলা যাতে তা শ্রোতাদের মন ও হৃদয়কে আকৃষ্ট করতে পারে।
- ভাষার সৌন্দর্য ও মাধুর্য বৃদ্ধি করা, যা বক্তব্যের প্রভাবকে আরও গভীর করে।
- বিভিন্ন আলংকারিক কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা এবং সেগুলোর যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে বালাগাতপূর্ণ বক্তব্য তৈরি করতে সক্ষম হওয়া।
- কুরআন, হাদিস ও আরবি সাহিত্যের সৌন্দর্য অনুধাবন করা, যেখানে এই অলঙ্কারশাস্ত্রের চমৎকার ব্যবহার বিদ্যমান।
- ভাষার সৃজনশীল ও নান্দনিক ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন করা।

মোটকথা, ইলমুল বাদী'-এর উদ্দেশ্য হলো ভাষাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করার মাধ্যমে বক্তব্যের কার্যকারিতা ও প্রভাব বৃদ্ধি করা।

৪. প্রতিষ্ঠাতার নাম (اِسْمُ وَاضِعِهِ):

ইলমুল বাদী'-এর প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে সাধারণভাবে আবুল আব্বাস আব্দুল্লাহ ইবনুল মু'তায আল-আব্বাসি (أَبُو الْعَبَّاسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُعْتَزِّ الْعَبَّاسِيُّ) -কে গণ্য করা হয়। তিনি তৃতীয় হিজরি শতাব্দীর বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। ইবনুল মু'তায ২৯৬ হিজরিতে (৯০৮ খ্রিস্টাব্দ) "কিতাবুল বাদী'" (كِتَابُ الْبَدِيعِ) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যেখানে তিনি আরবি অলঙ্কারশাস্ত্রের এই নতুন শাখাটির নীতিমালা ও বিভিন্ন আলংকারিক কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। যদিও এর পূর্বে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু আলংকারিক উপাদানের ব্যবহার দেখা যায়, তবে ইবনুল মু'তায-ই প্রথম ব্যক্তি যিনি এটিকে একটি স্বতন্ত্র জ্ঞান শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর নামকরণ করেন "ইলমুল বাদী'"।

সুতরাং, ইলমুল বাদী'-এর প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আবুল আব্বাস আব্দুল্লাহ ইবনুল মু'তায আল-আব্বাসি-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ب .ما الجناس م كم قسما له ؟ بين بالأمثلة

জিনাস (শব্দালঙ্কার) কী এবং এর কত প্রকার? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

- **জিনাস (الْجِنَاسُ) - এর সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ উদাহরণসহ:**

১. সংজ্ঞা (التَّعْرِيفُ):

জিনাস (الْجِنَاسُ) আরবি অলঙ্কারশাস্ত্রের ইলমুল বাদী'-এর অন্তর্ভুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দালঙ্কার (مُحَسِّنٌ لَفْظِيٌّ)। এর আভিধানিক অর্থ হলো সাদৃশ্য বা সমরূপতা। ইলমুল বাদী'-এর পরিভাষায় জিনাস হলো যখন একটি বাক্যে অথবা দুটি সংলগ্ন বাক্যে এমন দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয় যাদের উচ্চারণ (صِيْغَةَ النُّطْقِ) প্রায় একই রকম অথবা হুবহু এক, কিন্তু অর্থের দিক থেকে ভিন্ন। এই সাদৃশ্য বক্তব্যের মাধুর্য ও আকর্ষণ বৃদ্ধি করে। সহজভাবে বললে, জিনাস হলো একই রকম বা প্রায় একই রকম উচ্চারণের দুটি ভিন্ন অর্থবোধক শব্দের ব্যবহার, যা বাক্যে শ্রুতিমধুরতা সৃষ্টি করে।

২. প্রকারভেদ (أَقْسَامُهُ):

জিনাস প্রধানত দুই প্রকার:

- الجِنَاسُ التَّامُّ (আল-জিনাসুত তাম্ম) - পূর্ণাঙ্গ অনুপ্রাস/পূর্ণাঙ্গ শব্দদ্বৈত: এটি হলো সেই প্রকার জিনাস যেখানে দুটি শব্দ চারটি বিষয়ে হুবহু এক হয়:
    - শব্দের বর্ণ (نَوْعُ الْحُرُوْفِ)
    - বর্ণের সংখ্যা (عَدَدُ الْحُرُوْفِ)
    - বর্ণের ক্রম (تَرْتِيْبُ الْحُرُوْفِ)
    - বর্ণের স্বরচিহ্ন বা হরকত (حَرَكَاتُ الْحُرُوْفِ وَسَكَنَاتُهَا)

কিন্তু অর্থের দিক থেকে শব্দ দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়।

- উদাহরণ:
    - لَا تَمْشِ فِى مَشْيِ الْأَمَرَاءِ، وَلَا تَطْمَعْ فِى عَيْشِ الْفُقَرَاءِ.

এখানে "مَشْيِ" (أمراء - রাজপুত্রদের হাঁটা) এবং "عَيْشِ" (فقراء - দরিদ্রদের জীবন) শব্দ দুটি উচ্চারণে ভিন্ন এবং অর্থেও ভিন্ন। তবে, "مَشْيِ" (হাঁটা) এবং "عَيْشِ" (জীবন) শব্দ দুটি বর্ণের সংখ্যা (তিনটি), বর্ণের ধরন (م ش ي এবং ع ي ش), বর্ণের ক্রম এবং হরকতের দিক থেকে হুবহু এক না হওয়ায় এটি জিনাসে গায়েরু তাম্ম।

- أَرْضُهُمْ مَا دُمْتَ فِى أَرْضِهِمْ، وَأَرْضِ الإِلَهَ مَا دُمْتَ فِى كُرْبَةٍ.

এখানে প্রথম "أَرْضُهُمْ" (তাদের ভূমি) এবং দ্বিতীয় "أَرْضِ" (সন্তুষ্ট করো) শব্দ দুটি উচ্চারণে সামান্য ভিন্নতা (হরকত) থাকায় এটি জিনাসে গায়েরু তাম্ম।

- سَلَا سَلَامًا قَبْلَ فَوْتِ الْأَوَانِ، فَإِنَّ سَلَامًا دَوَاءُ كُلِّ هَوَانِ.

এখানে প্রথম "سَلَا" (জিজ্ঞাসা করো) এবং দ্বিতীয় "سَلَامًا" (শান্তি) শব্দ দুটি উচ্চারণে ও অর্থে ভিন্ন।

- يَقِينِي بِأَنَّكَ يَقِينِي.

এখানে প্রথম "يَقِينِي" (আমার বিশ্বাস) এবং দ্বিতীয় "يَقِينِي" (আমাকে নিশ্চিত করে) শব্দ দুটি বর্ণের সংখ্যা, ধরন, ক্রম ও হরকতের দিক থেকে হুবহু এক, কিন্তু অর্থের দিক থেকে ভিন্ন।

- الجِنَاسُ غَيْرُ التَّامِّ (আল-জিনাসুল গায়েরু তাম্ম) - অপূর্ণাঙ্গ অনুপ্রাস/অপূর্ণাঙ্গ শব্দদ্বৈত: এটি হলো সেই প্রকার জিনাস যেখানে দুটি শব্দের মধ্যে পূর্বোক্ত চারটি বিষয়ের মধ্যে এক বা একাধিক বিষয়ে পার্থক্য থাকে, কিন্তু উচ্চারণের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকে এবং অর্থের দিক থেকে শব্দ দুটি ভিন্ন হয়।

আল-জিনাসুল গায়েরু তাম্ম বিভিন্ন প্রকার হতে পারে, পার্থক্যের ধরনের উপর ভিত্তি করে:

- الاختلاف في نوع الحروف (বর্ণের ধরনে পার্থক্য): দুটি শব্দের এক বা একাধিক বর্ণ ভিন্ন হওয়া।
  - উদাহরণ:
    - هُمَا يَنْهَيَانِ عَنْ مُنْكَرٍ، وَيَأْتِيَانِ الْمُنْكَرَ.

এখানে "يَنْهَيَانِ" (তারা নিষেধ করে) এবং "يَأْتِيَانِ" (তারা করে) শব্দ দুটিতে 'ن' ও 'أ' বর্ণের পার্থক্য রয়েছে।

- بَيْنَ جَفْنِي وَجَفَائِي، قَفْرُ مَمَاتِي وَبَقَائِي.

এখানে "جَفْنِي" (আমার চোখের পাতা) এবং "جَفَائِي" (আমার রুক্ষতা) শব্দ দুটিতে 'ن' ও 'ا' বর্ণের পার্থক্য রয়েছে।

- الاختلاف في عدد الحروف (বর্ণের সংখ্যায় পার্থক্য): দুটি শব্দের বর্ণের সংখ্যা ভিন্ন হওয়া (একটি কম বা বেশি)।
  - উদাহরণ:
    - قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ۖ قَالَ كَذَٰلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ.[সূরা আলে ইমরান: ৪৭]

এখানে "يَخْلُقُ" (সৃষ্টি করেন) এবং "يَكُونُ" (হও) শব্দ দুটিতে বর্ণের সংখ্যায় পার্থক্য রয়েছে।

- الْعَدْلُ أَسَاسُ الْمُلْكِ، وَالْفَضْلُ أَسَاسُ الشُّكْرِ.

এখানে "الْعَدْلُ" (ন্যায়বিচার) এবং "الْفَضْلُ" (অনুগ্রহ) শব্দ দুটিতে বর্ণের সংখ্যায় পার্থক্য রয়েছে।

- الاختلاف في ترتيب الحروف (বর্ণের ক্রমে পার্থক্য): দুটি শব্দের বর্ণ একই হলেও তাদের ক্রম ভিন্ন হওয়া।
  - উদাহরণ:
    - حُسَامِي فِي الْحَرْبِ مُحْسَمٌ.

এখানে "حُسَامِي" (আমার তরবারি) এবং "مُحْسَمٌ" (কর্তিত) শব্দ দুটিতে একই বর্ণ থাকলেও তাদের ক্রম ভিন্ন।

- وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. [সূরা আল-কাসাস: ৮১]

এখানে "يَنْصُرُونَهُ" (তাকে সাহায্য করে) এবং "مُنْتَصِرًا" (সাহায্যপ্রাপ্ত) শব্দ দুটিতে একই বর্ণ থাকলেও তাদের ক্রম ভিন্ন।

- الاختلاف في حركات الحروف وسكناتها (বর্ণের হরকত ও সাকিনে পার্থক্য): দুটি শব্দের বর্ণের হরকত বা সাকিনে পার্থক্য থাকা।

- উদাহরণ:
  - أُمَّةٌ آمِنَةٌ، وَأَمَةٌ آمِنَةٌ.

এখানে প্রথম "أُمَّةٌ" (জাতি - আলিফের উপর পেশ) এবং দ্বিতীয় "أَمَةٌ" (দাসী - আলিফের উপর যবর) শব্দ দুটিতে হরকতের পার্থক্য রয়েছে।

- لَحْنِي جَلِيٌّ، وَلَكِنْ لَحْنِي خَفِيٌّ.

এখানে প্রথম "لَحْنِي" (আমার সুর - হা এর উপর সাকিন) এবং দ্বিতীয় "لَحْنِي" (আমার ভুল - হা এর উপর ফাতহা) শব্দ দুটিতে হরকতের পার্থক্য রয়েছে।

জিনাস আরবি ভাষার সৌন্দর্য ও মাধুর্য বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এবং বক্তার বাকপটুতা ও ভাষার উপর দক্ষতার পরিচায়ক।

ج .ما الطي والنشر؟ بين بالتفصيل

তাইয়্য (সংকোচন) ও নাশ্‌র (বিস্তার) কী? বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর।

- **তাইয়্য (الطَّيُّ) ও নাশ্‌র (النَّشْرُ) - এর সংজ্ঞা ও বিস্তারিত আলোচনা:**

তাইয়্য (الطَّيُّ) এবং নাশ্‌র (النَّشْرُ) আরবি অলঙ্কারশাস্ত্রের ইলমুল বাদী'-এর অন্তর্গত দুটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থালঙ্কার (مُحَسِّنٌ مَعْنَوِيٌّ)। এই দুটি কৌশল মূলত কোনো বিষয়ের উল্লেখ করার পর সেগুলোর সাথে সম্পর্কিত অন্য বিষয়গুলোকে গুছিয়ে উপস্থাপন করার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করে।

১. الطَّيُّ (আত-তাইয়্য) - সংকোচন/লুকানো/অপ্রদর্শন:

আভিধানিক অর্থে "তাইয়্য" মানে ভাঁজ করা, গুটিয়ে নেওয়া বা লুকিয়ে ফেলা। ইলমুল বাদী'-এর পরিভাষায় "তাইয়্য" হলো বক্তার এমন একটি অলঙ্কারিক কৌশল যেখানে তিনি প্রথমে কয়েকটি জিনিসের উল্লেখ করেন এবং পরবর্তীতে সেগুলোর সাথে সম্পর্কিত কিছু গুণ বা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করার সময় পূর্বের জিনিসগুলোর সুস্পষ্ট উল্লেখ না করে বরং এমন ইঙ্গিত দেন যাতে শ্রোতা সহজেই অনুমান করে নিতে পারে যে কোন গুণের সাথে কোন জিনিসের সম্পর্ক। এখানে বক্তা বিস্তারিত বর্ণনার পরিবর্তে সংক্ষেপে ইঙ্গিত দেন, যা বক্তব্যের সৌন্দর্য ও আকর্ষণ বৃদ্ধি করে।

তাইয়্য সাধারণত দুইভাবে হয়ে থাকে:

- تطيُّ الذِّكْرِ (তাইয়্যয্ যিক্র) - উল্লেখের সংকোচন: এখানে বক্তা প্রথমে কয়েকটি জিনিসের নাম উল্লেখ করেন, এরপর যখন তাদের গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেন, তখন আর স্পষ্টভাবে সেই নামগুলো পুনরাবৃত্তি না করে বরং এমন সর্বনাম বা অন্য কোনো শব্দের ব্যবহার করেন যা পূর্বের উল্লেখকৃত জিনিসগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে।
  - উদাহরণ:
    - قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾ [الرحمن: ٢٤]

এখানে "الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ" (সমুদ্রে চলমান জাহাজসমূহ) - এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর যখন তাদের বিশালতা বোঝানো হচ্ছে "كَالْأَعْلَامِ" (যেন পর্বতমালা), তখন আর "الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ" -এর পুনরাবৃত্তি না করে কেবল "كَـ" (যেন) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে যা পূর্বের জাহাজগুলোর দিকে ইঙ্গিত করছে।

- বক্তা বললেন: "আমি কলম, কাগজ ও কালিদানি দেখলাম।" এরপর বললেন: "প্রথমটি (কলম) লেখে, দ্বিতীয়টি (কাগজ) ধারণ করে এবং তৃতীয়টি (কালিদানি) রসদ যোগায়।" এখানে দ্বিতীয়বার কলম, কাগজ ও কালিদানির নাম উল্লেখ না করে "প্রথমটি", "দ্বিতীয়টি" ও "তৃতীয়টি" বলার মাধ্যমে তাইয়্যু করা হয়েছে।

- تَطيُّ الْقِصَّةِ (তাইয়্যুল কিসসা) - কাহিনীর সংকোচন: এখানে বক্তা কোনো দীর্ঘ কাহিনী বা ঘটনার কিছু অংশ সংক্ষেপে উল্লেখ করেন অথবা কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত দেন, যা শুনে শ্রোতা সেই কাহিনীর বাকি অংশ বা মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে।
    - উদাহরণ:
        - কুরআনে ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনীতে শুধু এতটুকু বলা হয়েছে: ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾ [يوسف:1 ٤]

এখানে ইউসুফ (আঃ)-এর স্বপ্ন সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এবং পরবর্তীতে এর বাস্তবায়ন দীর্ঘ কাহিনীতে বর্ণিত হয়েছে।

- বক্তা বললেন: "হারুত ও মারুতের ঘটনা তোমরা জানো।" - এই সংক্ষিপ্ত উক্তির মাধ্যমে শ্রোতারা তাদের সম্পর্কিত বিস্তারিত কাহিনী সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে।

২. النَّشْرُ (আন-নাশ্‌রু) - বিস্তার/প্রকাশ/বর্ণনা:

আভিধানিক অর্থে "নাশ্‌রু" মানে ছড়ানো, বিস্তার করা বা প্রকাশ করা। ইলমুল বাদী'-এর পরিভাষায় "নাশ্‌রু" হলো বক্তার এমন একটি অলঙ্কারিক কৌশল যেখানে তিনি প্রথমে কয়েকটি জিনিসের উল্লেখ করেন এবং পরবর্তীতে সেগুলোর সাথে সম্পর্কিত গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্য বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। এখানে বক্তা প্রতিটি জিনিসের গুণাবলী স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যাতে কোনো প্রকার অস্পষ্টতা না থাকে।

নাশ্‌র মূলত দুইভাবে হয়ে থাকে:

- نَشْرٌ مُرَتَّبٌ (নাশ্‌রুন মুরাত্তাব) - সুবিন্যস্ত বিস্তার: এখানে বক্তা প্রথমে যে ক্রমে কয়েকটি জিনিসের উল্লেখ করেন, পরবর্তীতে ঠিক সেই একই ক্রমে তাদের গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেন। অর্থাৎ, প্রথম উল্লেখিত জিনিসের গুণ প্রথমে, দ্বিতীয়টির গুণ দ্বিতীয়তে এবং এভাবে ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। একে "নাশ্‌রুন আলাল লাফ্‌ফ" (النَّشْرُ عَلَى اللَّفِّ) - মোড়কের উপর বিস্তারও বলা হয়, যেখানে প্রথমে জিনিসগুলোকে যেন একটি মোড়কে আবদ্ধ করা হয় এবং পরে তা খুলে তাদের বৈশিষ্ট্যগুলো বিস্তার করা হয়।
    - উদাহরণ:
        - বক্তা বললেন: "যায়েদ, আমর ও খালেদ এলো।" এরপর বললেন: "প্রথমজন জ্ঞানী, দ্বিতীয়জন সাহসী এবং তৃতীয়জন দানশীল।" এখানে প্রথমে যে ক্রমে (যায়েদ, আমর, খালেদ) তিনজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, ঠিক সেই একই ক্রমে তাদের গুণাবলী (জ্ঞান, সাহস, দানশীলতা) বর্ণনা করা হয়েছে।
        - কবি বলেন:

رَمَانِي بِسَهْمٍ أَوْ بِشَبْهٍ مُهَذَّبٍ ... وَقَالَ خُذِي حَقًّا كَفَى وَتَجَمَّلِي

فَأَوْدَى فُؤَادِي يَوْمَ أَوْدَى بِسَهْمِهِ ... وَأَوْدَى بِعَقْلِي يَوْمَ قَالَ تَجَمَّلِي

এখানে কবি প্রথমে দুটি জিনিসের (তীর ও সুন্দর কথার ইঙ্গিত) উল্লেখ করেছেন। এরপর তাদের প্রভাব বর্ণনা করেছেন - প্রথমটির (তীর) প্রভাবে তার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে এবং দ্বিতীয়টির (সুন্দর কথা) প্রভাবে তার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। এখানে উল্লেখের ক্রমের সাথে বর্ণনার ক্রম মিলে গেছে।

- نَشْرٌ مُشَوَّشٌ (নাশ্‌রুন মুশাwwশ) - এলোমেলো বিস্তার: এখানে বক্তা প্রথমে যে ক্রমে কয়েকটি জিনিসের উল্লেখ করেন, পরবর্তীতে তাদের গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্য ভিন্ন কোনো এলোমেলো ক্রমে বর্ণনা করেন। অর্থাৎ, প্রথম উল্লেখিত জিনিসের গুণ শেষে অথবা মাঝে এবং এভাবে বিশৃঙ্খলভাবে বর্ণনা করা হয়। একে "নাশ্‌রুন আলাল তাশবীশ" (النَّشْرُ عَلَى التَّشْوِيْشِ) - বিশৃঙ্খলার উপর বিস্তারও বলা হয়। এই প্রকার নাশ্‌রে শ্রোতাকে মনোযোগ দিয়ে বুঝতে হয় যে কোন গুণের সাথে কোন জিনিসের সম্পর্ক।
    - উদাহরণ:
        - বক্তা বললেন: "আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালা।" এরপর বললেন: "প্রথমটি স্তম্ভবিহীন, তৃতীয়টি স্থির এবং দ্বিতীয়টি বিস্তৃত।" এখানে উল্লেখের ক্রম (আকাশ, পৃথিবী, পর্বতমালা) এবং বর্ণনার ক্রম (স্তম্ভবিহীন - আকাশ, স্থির - পর্বতমালা, বিস্তৃত - পৃথিবী) ভিন্ন।
        - কবি বলেন:

لُبِّي بِالنَّارِ وَدَمْعِي بِالسَّيْلِ ... وَجِسْمِي بِالسُّقْمِ وَقَلْبِي بِالْوَجْدِ

এখানে কবি চারটি জিনিসের (লুব্বী - অন্তর, দাম'ঈ - অশ্রু, জিসমী - দেহ, ক্বলবী - হৃদয়) উল্লেখ করেছেন। এরপর তাদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন ভিন্ন ক্রমে (আগুন - অন্তর, বন্যা - অশ্রু, রোগ - দেহ, ব্যাকুলতা - হৃদয়)।

তাইয়্যু ও নাশ্‌রের মধ্যে সম্পর্ক:

তাইয়্যু ও নাশ্‌র একে অপরের বিপরীত প্রক্রিয়া। তাইয়্যুতে সংক্ষেপ করা হয় এবং নাশ্‌রে বিস্তার করা হয়। তবে বালাগাতের দৃষ্টিকোণ থেকে এই দুটি কৌশল একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। বক্তা তার বক্তব্যের প্রয়োজন অনুযায়ী কখনো সংক্ষেপে ইঙ্গিত দেন আবার কখনো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন, যা বক্তব্যের সৌন্দর্য ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে। অনেক সময় একটি বাক্যে বা রচনায় তাইয়্যু ও নাশ্‌র উভয় কৌশলই ব্যবহৃত হতে পারে। প্রথমে কয়েকটি জিনিসের উল্লেখ করে তাইয়্যু করা হয় এবং পরবর্তীতে সেগুলোর বৈশিষ্ট্য নাশ্‌রের মাধ্যমে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, তাইয়্যু ও নাশ্‌র আরবি অলঙ্কারশাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ দুটি কৌশল যা বক্তব্যকে আকর্ষণীয়, সুস্পষ্ট ও প্রভাবশালী করে তোলে। বক্তার বাকপটুতা ও ভাষার উপর দক্ষতার পরিচয় এই দুটি কৌশলের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমেই ফুটে ওঠে।

د .ماذا تعلم عن الطباق ومراعاة النظير؟ اذكر ممثلا.

আপনি ত্বিবাক (বৈপরীত্য) ও মুরা'আতুন নাযীর (সাদৃশ্য রক্ষা) সম্পর্কে কী জানেন? উদাহরণসহ উল্লেখ কর।

- **ত্বিবাক (الطِّبَاقُ) ও মুরা'আতুন নাযীর (مُرَاعَاةُ النَّظِيْرِ) সম্পর্কে যা জানা যায় (উদাহরণসহ):**

ত্বিবাক (الطِّبَاقُ) এবং মুরা'আতুন নাযীর (مُرَاعَاةُ النَّظِيْرِ) উভয়ই আরবি অলঙ্কারশাস্ত্রের ইলমুল বাদী'-এর অন্তর্গত গুরুত্বপূর্ণ অর্থালঙ্কার (مُحَسِّنٌ مَعْنَوِيٌّ)। তবে তাদের প্রকৃতি ও কার্যকারিতা ভিন্ন। নিচে তাদের সংজ্ঞা ও উদাহরণসহ আলোচনা করা হলো:

১. الطِّبَاقُ (আত-ত্বিবাকু) - বৈপরীত্য/বিরোধাভাস:

ত্বিবাক (الطِّبَاقُ) আভিধানিক অর্থে হলো স্তরে স্তরে রাখা বা একত্রিত করা। ইলমুল বাদী'-এর পরিভাষায় ত্বিবাক হলো যখন একটি বাক্যে দুটি বিপরীত অর্থবোধক শব্দ (اسم - বিশেষ্য অথবা فعل - ক্রিয়া) ব্যবহৃত হয়। এই বিপরীতার্থক শব্দের ব্যবহার বক্তব্যের সৌন্দর্য, স্পষ্টতা ও গভীরতা বৃদ্ধি করে এবং অর্থের বৈপরীত্যের মাধ্যমে বিষয়টিকে আরও জোরালোভাবে ফুটিয়ে তোলে। ত্বিবাক প্রধানত দুই প্রকার:

- طِبَاقُ الْإِيْجَابِ (ত্বিবাকুল ঈজাব) - ইতিবাচক বৈপরীত্য: যখন দুটি বিপরীতার্থক শব্দ তাদের স্বাভাবিক ইতিবাচক রূপে ব্যবহৃত হয়।
    - উদাহরণ:
        - قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۝ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۝ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ۝ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ۝ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ۝ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ﴾ [الليل: ٥-١٠]

এখানে "أَعْطَىٰ" (দান করলো) এর বিপরীতে "بَخِلَ" (কৃপণতা করলো), "اتَّقَىٰ" (আল্লাহভীরু হলো) এর বিপরীতে "اسْتَغْنَىٰ" (অমুখাপেক্ষী ভাব দেখালো) এবং "يُسْرَىٰ" (সহজ পথে) এর বিপরীতে "عُسْرَىٰ" (কঠিন পথে) - এই বিপরীতার্থক শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে।

- الْحَيَاةُ وَالْمَوْتُ سُنَّتَانِ مَا تَغَيَّرَانِ (জীবন ও মৃত্যু দুটি নিয়ম যা কখনো পরিবর্তিত হয় না)।

এখানে "الْحَيَاةُ" (জীবন) এর বিপরীতে "الْمَوْتُ" (মৃত্যু) ব্যবহৃত হয়েছে।

- طِبَاقُ السَّلْبِ (ত্বিবাকুস সালব) - নেতিবাচক বৈপরীত্য: যখন দুটি বিপরীতার্থক শব্দ ব্যবহৃত হয়, তবে একটি ইতিবাচক রূপে এবং অন্যটি সেই ইতিবাচক শব্দের পূর্বে নাবাচক অব্যয় (لَا, مَا) যোগ করে নেতিবাচক রূপে গঠিত হয়। অর্থাৎ, একই ধাতুমূলের একটি ইতিবাচক ও একটি নেতিবাচক ক্রিয়া বা বিশেষ্য ব্যবহৃত হয়।
    - উদাহরণ:
        - قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾ [الروم: ٧]

এখানে "يَعْلَمُونَ" (তারা জানে) এর বিপরীতে "لَا يَعْلَمُونَ" (তারা জানে না) উহ্য আছে, যা "غَافِلُونَ" (তারা উদাসীন) দ্বারা ইঙ্গিত করা হচ্ছে।

- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٩]

এখানে "يَعْلَمُونَ" (যারা জানে) এর বিপরীতে "لَا يَعْلَمُونَ" (যারা জানে না) ব্যবহৃত হয়েছে।

- أَحَبُّ الصِّدْقَ وَلَا أُحِبُّ الْكَذِبَ (আমি সত্যকে ভালোবাসি এবং মিথ্যাকে ভালোবাসি না)।

এখানে "أُحِبُّ" (আমি ভালোবাসি) এর বিপরীতে "لَا أُحِبُّ" (আমি ভালোবাসি না) ব্যবহৃত হয়েছে।

২. مُرَاعَاةُ النَّظِيْرِ (মুরা'আতুন নাযীর) - সাদৃশ্য রক্ষা/সঙ্গতি রক্ষা:

মুরা'আতুন নাযীর (مُرَاعَاةُ النَّظِيْرِ) আভিধানিক অর্থে হলো কোনো কিছুর প্রতি লক্ষ্য রাখা বা তার সঙ্গতি রক্ষা করা। ইলমুল বাদী'-এর পরিভাষায় মুরা'আতুন নাযীর হলো যখন একটি বাক্যে এমন কয়েকটি শব্দ একত্রিতভাবে ব্যবহৃত হয় যাদের মধ্যে কোনো সুস্পষ্ট বিপরীত অর্থ না থাকলেও একটি পারস্পরিক সম্পর্ক বা সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকে। এই সম্পর্কটি জাতিগত, প্রকারগত, স্থানগত, কালগত, কারণ-কার্যগত অথবা অন্য কোনো প্রকার প্রাসঙ্গিক সম্পর্ক হতে পারে। এই ধরনের শব্দ ব্যবহার বক্তব্যকে আরও সুসংহত ও আকর্ষণীয় করে তোলে। একে "তাওয়াফুক" (التَّوَافُقُ) - সামঞ্জস্য বা "ইত্তিলাফ" (الْإِئْتِلَافُ) - ঐক্যও বলা হয়।

- উদাহরণ:
  - **قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾** [الروم: ٢٤]

এখানে "الْبَرْقَ" (বিদ্যুৎ), "السَّمَاءِ" (আকাশ), "مَاءً" (পানি), "الْأَرْضَ" (পৃথিবী) - এই শব্দগুলোর মধ্যে একটি প্রাকৃতিক সম্পর্ক বিদ্যমান। বিদ্যুৎ আকাশের মেঘ থেকে চমকায়, আকাশ থেকে পানি বর্ষিত হয় এবং সেই পানি দ্বারা পৃথিবী মৃত হওয়ার পর জীবিত হয়।

  - الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ سَوَاطِعُ (সূর্য, চাঁদ ও তারকারা উজ্জ্বল)।

এখানে "الشَّمْسُ" (সূর্য), "الْقَمَرُ" (চাঁদ) ও "النُّجُومُ" (তারকারা) - এই জ্যোতিষ্কগুলোর মধ্যে একটি মহাজাগতিক সম্পর্ক বিদ্যমান।

  - الْقَلَمُ وَالدَّفْتَرُ وَالْكِتَابُ خَيْرُ جَلِيْسٍ (কলম, খাতা ও বই সর্বোত্তম সঙ্গী)।

এখানে "الْقَلَمُ" (কলম), "الدَّفْتَرُ" (খাতা) ও "الْكِتَابُ" (বই) - এই শব্দগুলোর মধ্যে জ্ঞানার্জন ও লেখার উপকরণ হিসেবে একটি ব্যবহারিক সম্পর্ক বিদ্যমান।

সংক্ষেপে পার্থক্য:

- ত্বিবাক (الطِّبَاقُ): বাক্যে দুটি বিপরীত অর্থবোধক শব্দের ব্যবহার। এর মূল ভিত্তি হলো বৈপরীত্য।
- মুরা'আতুন নাযীর (مُرَاعَاةُ النَّظِيْرِ): বাক্যে এমন কয়েকটি শব্দের ব্যবহার যাদের মধ্যে সুস্পষ্ট বিপরীত অর্থ না থাকলেও একটি প্রাসঙ্গিক সম্পর্ক বা সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকে। এর মূল ভিত্তি হলো সঙ্গতি ও পারস্পরিক সম্পর্ক।

هـ .ابحث عن التورية والاستطراد والاستخدام ممثلا.

তাওরিয়া (দ্ব্যর্থকতা), ইস্তিতরাদ (প্রসঙ্গান্তর) ও ইস্তিখদাম (পুনর্ব্যবহার)-এর উদাহরণসহ আলোচনা কর।

- **তাওরিয়া (التَّوْرِيَةُ), ইস্তিতরাদ (الِاسْتِطْرَادُ) ও ইস্তিখদাম (الِاسْتِخْدَامُ) - উদাহরণসহ আলোচনা:**

এই অংশে আমরা ইলমুল বাদী'-এর অন্তর্গত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অলঙ্কার - তাওরিয়া, ইস্তিতরাদ ও ইস্তিখদাম সম্পর্কে উদাহরণসহ আলোচনা করব।

১. التَّوْرِيَةُ (আত-তাওরিয়াহ) - দ্ব্যর্থকতা/ইঙ্গিতপূর্ণ দ্ব্যর্থকতা:

তাওরিয়া (التَّوْرِيَةُ) আরবি অলঙ্কারশাস্ত্রের একটি চমৎকার কৌশল, যেখানে বক্তা এমন একটি শব্দ ব্যবহার করেন যার দুটি অর্থ থাকে - একটি নিকটবর্তী অর্থ (الْمَعْنَى الْقَرِيْبُ) যা সাধারণত স্পষ্ট থাকে, এবং অন্যটি দূরবর্তী অর্থ (الْمَعْنَى الْبَعِيْدُ) যা বক্তার মূল উদ্দেশ্য এবং যা Context বা অন্য কোনো ইঙ্গিতের মাধ্যমে অনুধাবন করতে হয়। বক্তা নিকটবর্তী অর্থটিকে আপাতদৃষ্টিতে বোঝালেও তার মূল উদ্দেশ্য থাকে দূরবর্তী অর্থটি বোঝানো। এই দ্ব্যর্থকতা বক্তব্যের সৌন্দর্য, কৌতূহল ও গভীরতা বৃদ্ধি করে।

- উদাহরণ:
  - কবি হাফিজ ইব্রাহিম (حافظ إبراهيم) যখন আহমদ শাওকী (أحمد شوقي)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন:

Code snippet

يَقُولُونَ شَوْقِي شَاعِرُ الْعَصْرِ
وَمَا دَرَوْا مَا الْعَصْرُ عِنْدِي

এখানে "الْعَصْرُ" (আল-'আসরু) শব্দটির দুটি অর্থ রয়েছে:

- নিকটবর্তী অর্থ: যুগ, সময়কাল।
- দূরবর্তী অর্থ: 'আসরের সময়' (দিনের একটি বিশেষ সময়)। কবি প্রথম পঙক্তিতে আহমদ শাওকীকে 'যুগের কবি' হিসেবে উল্লেখ করার প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় পঙক্তিতে আপাতদৃষ্টিতে যুগের গুরুত্বের কথা বলছেন। কিন্তু তার মূল উদ্দেশ্য হলো আহমদ শাওকীর নামের শেষ অংশের দিকে ইঙ্গিত করা ('শাওকী' - شوقي - আমার কাছে 'আসরের সময়' এর মতো মূল্যবান)। এটি একটি সুন্দর তাওরিয়া।

  - অন্য একটি উদাহরণ: Code snippet

لَيْسَ عَلَى اللهِ بِمُسْتَنْكَرٍ
أَنْ يَجْمَعَ الْعَالَمَ فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ

এখানে "الْعَالَمَ" (আল-'আলামা) শব্দটির দুটি অর্থ হতে পারে:

- নিকটবর্তী অর্থ: বিশ্ব, জগৎ।
- দূরবর্তী অর্থ: 'আলাম' (عَلَمٌ) শব্দের বহুবচন, যার অর্থ পতাকা বা চিহ্ন। প্রথম অর্থে বাক্যটি আল্লাহর ক্ষমতার অসীমতা বোঝাচ্ছে। দ্বিতীয় অর্থে, যদি 'আলাম'-এর বহুবচন ধরা হয়, তবে বাক্যটি কোনো বিশেষ ব্যক্তিত্বের মধ্যে অনেক গুণ বা বৈশিষ্ট্য একত্রিত হওয়ার ইঙ্গিত দিতে পারে।

২. الِاسْتِطْرَادُ (আল-ইস্তিতরাদ) - প্রসঙ্গান্তর/আলোচনার মোড় ঘোরানো:

ইস্তিতরাদ (الِاسْتِطْرَادُ) হলো বক্তার এমন একটি অলঙ্কারিক কৌশল যেখানে তিনি কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করার সময় হঠাৎ করে অন্য কোনো প্রাসঙ্গিক বিষয়ে সামান্য আলোকপাত করেন এবং তারপর আবার মূল আলোচনায় ফিরে আসেন। এই প্রসঙ্গান্তর মূল আলোচনার গুরুত্ব বৃদ্ধি করে, শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং বক্তব্যকে একঘেয়েমি থেকে রক্ষা করে। ইস্তিতরাদ সাধারণত একটি নীতিবাক্য, একটি উদাহরণ, একটি উপদেশ বা মূল বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত কোনো আকর্ষণীয় তথ্য হতে পারে।

- উদাহরণ:
    - খুতবা দানকালে ইমাম সাহেব কোনো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করছেন। আলোচনার মাঝখানে তিনি হঠাৎ করে ন্যায়বিচারের গুরুত্ব সম্পর্কে একটি নীতিবাক্য বা কুরআনের আয়াত উল্লেখ করলেন এবং এর তাৎপর্য briefly ব্যাখ্যা করলেন। এরপর তিনি আবার তার মূল আলোচনায় ফিরে গেলেন। এটি ইস্তিতরাদের একটি উদাহরণ।
    - কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনা করার সময় বক্তা হঠাৎ করে সেই সময়ের সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক সংক্ষেপে তুলে ধরলেন এবং তারপর আবার মূল ঘটনা বর্ণনায় মনোযোগ দিলেন।
    - কবি তার কবিতায় শোকাবহ কোনো পরিস্থিতির বর্ণনা দিচ্ছেন। হঠাৎ করে তিনি জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব নিয়ে কয়েকটি পঙক্তি রচনা করলেন এবং তারপর আবার শোকের বর্ণনায় ফিরে গেলেন।

ইস্তিতরাদের মূল উদ্দেশ্য হলো মূল বিষয়টিকে আরও প্রভাবীভাবে উপস্থাপন করা এবং শ্রোতাদের মানসিক প্রস্তুতি তৈরি করা।

৩. الِاسْتِخْدَامُ (আল-ইস্তিখদাম) - পুনর্ব্যবহার/এক শব্দের ভিন্ন অর্থে ব্যবহার:

ইস্তিখদাম (الِاسْتِخْدَامُ) হলো বক্তার এমন একটি অলঙ্কারিক কৌশল যেখানে একটি শব্দ বাক্যে প্রথমে এক অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং পরবর্তীতে সেই একই শব্দ অথবা তার সর্বনাম অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ, একই শব্দকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রয়োগের মাধ্যমে বাক্যে একটি বিশেষ সৌন্দর্য ও গভীরতা সৃষ্টি করা হয়।

- উদাহরণ:
    - قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ۝ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ۝ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ [يس: ٣٧-٤٠]

এই আয়াতগুলোতে "اللَّيْلُ" (রাত) ও "النَّهَارُ" (দিন) শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম অংশে রাতের অন্ধকার থেকে দিনের আলো সরিয়ে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। শেষ অংশে বলা হয়েছে যে সূর্য চাঁদের নাগাল পায় না এবং রাত দিনের আগে চলে না। এখানে "اللَّيْلُ" ও "النَّهَارُ" শব্দ দুটি তাদের আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা ও মহাবিশ্বের সুশৃঙ্খলতাও ইঙ্গিত করা হচ্ছে।

    - অন্য একটি উদাহরণ: Code snippet

```
إِذَا نَطَقَ الْعُودُ بِغَيْرِ الْبَيَانِ
```

فَمَا الْعُودُ بِعُودٍ وَلَا ذَاكَ لِسَانِي

এখানে "الْعُودُ" (আল-'উদু) শব্দটি প্রথমবার 'বাদ্যযন্ত্র' (বীণা বা লাউড) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে (نَطَقَ - কথা বলা ক্রিয়ার সাথে)। দ্বিতীয়বার "الْعُودُ بِعُودٍ" - এখানে 'মূল বা সারবস্তু' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে (অর্থাৎ, যদি বাদ্যযন্ত্রটি সুর না তোলে তবে সেটি তার মূল উদ্দেশ্য হারায়)। এবং "لِسَانِي" (আমার জিহ্বা) - এটি বক্তার নিজের কথা বলার অঙ্গ। সুতরাং, একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

ইস্তিখদাম বক্তব্যের মধ্যে একটি সূক্ষ্মতা ও গভীরতা সৃষ্টি করে, যা চিন্তাশীল শ্রোতাদের আকৃষ্ট করে।
এই তিনটি অলঙ্কার - তাওরিয়া, ইস্তিতরাদ ও ইস্তিখদাম - আরবি ভাষার বালাগাতকে সমৃদ্ধ করে এবং বক্তার দক্ষতা ও সৃজনশীলতাকে ফুটিয়ে তোলে।

কামিল (স্নাতকোত্তর তাফসীর প্রথম পর্ব পরীক্ষা-২০২৩

মডেল প্রশ্নপত্র

علوم البلاغة (علم المعاني، وعلم البيان، وعلم البديع)

(উলুমুল বালাগাত: ইলমুল মাআনি, ইলমুল বায়ান ও ইলমুল বাদি)

الورقة السابعة (৭ম পত্র)

বিষয় কোড: ৬২১১০৭

সময়: ৪ ঘন্টা **পূর্ণমান :১০০**

الملاحظة: أجب عن أربعة من مجموعة (ألف) وعن ثلاثة من مجموعة (ب) وعن ثلاثة من مجموعة (ج) والدرجات مذكورة مع كل مجموعة..

নোট: (ألف) বিভাগ থেকে চারটি, (ب) বিভাগ থেকে তিনটি এবং (ج) বিভাগ থেকে তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও । প্রতিটি বিভাগের সাথে নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে।

(أ) مجموعة: علم المعاني- ٤٠

(ক) বিভাগ: ইলমুল মা'আনী- ৪০ নম্বর

١- أجب عن أربعة من الأسئلة التالية-

(নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর মধ্যে চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও)

أ. الفصاحة و البلاغة ما هما ؟ بين أقسام الفصاحة بالتمثيل.

ফাসাহাত ও বালাঘাত কী? উদাহরণের মাধ্যমে ফাসাহাতের প্রকারভেদ বর্ণনা কর।

ب. ما الخبر والإنشاء ؟ بين أضرب الخبر باعتبار المخاطب ممثلا .

খবর (informative sentence) ও ইনশা (directive/expressive sentence) কী? مخاطب (শ্রোতা/উদ্দেশ্য ব্যক্তি)-এর বিবেচনায় খবরের প্রকারভেদ উদাহরণের মাধ্যমে বর্ণনা কর।

ج. ما الأمر وكم صيغة له ؟ و ما المعاني التي يستعمل لها الأمر ؟ بين .

আমর (imperative) কী এবং এর কতগুলো صيغة (গঠন) রয়েছে? আমর কী কী অর্থে ব্যবহৃত হয়? বর্ণনা কর।

د. ما الاستفهام وما أدواته ؟ بين مع بيان الفرق بين الهمزة و هل ممثلا .

ইস্তিফহাম (interrogation) কী এবং এর أدوات (উপকরণ/শব্দ) কী কী? হামযা ও হাল-এর মধ্যে পার্থক্য উদাহরণের মাধ্যমে বর্ণনা কর।

هـ. ما القصر و ما أقسامه ؟ بين مع بيان فوائده ممثلا .

কসর (restriction/limitation) কী এবং এর প্রকারভেদ কী কী? উদাহরণের মাধ্যমে এর উপকারিতা বর্ণনা কর।

ح. عرف الإيجاز والإطلاب والمساواة ثم بين أقسام الإيجاز ممثلا .

ঈজায (conciseness), ইতলাব (prolixity) ও মুসাওয়াত (equality) - এর সংজ্ঞা দিন, অতঃপর উদাহরণের মাধ্যমে ঈজাযের প্রকারভেদ বর্ণনা কর।

(ب) مجموعة: علم البيان- ٣٠

(খ) বিভাগ: ইলমুল বায়ান- ৩০ নম্বর

٢- أجب عن ثلاثة من الأسئلة التالية-

(নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর মধ্যে তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিন)

أ .عرف التشبيه ثم بين أقسامه باعتبار طرفيه بالتمثيل..

তাশবীহ (উপমা)-এর সংজ্ঞা দিন, অতঃপর এর দুই প্রান্তের (মুসাব্বাহ ও মুসাব্বাহ বিহি) বিচারে প্রকারভেদ উদাহরণের মাধ্যমে বর্ণনা কর।

ب .عرف المجازثم بين أقسامه ممثلا.

মাজায (রূপক/আলংকারিক ব্যবহার)-এর সংজ্ঞা দিন, অতঃপর উদাহরণের মাধ্যমে এর প্রকারভেদ বর্ণনা কর।

ج .بين أغراض التشبيه بالتفصيل..

তাশবীহের উদ্দেশ্যসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর।

د .عرف الكناية وبين أقسامه ثم بين الفرق بين الكناية و المجاز ممثلا.

কিনায়া (ব্যঞ্জনা)-এর সংজ্ঞা দাও এবং এর প্রকারভেদ বর্ণনা করুন, অতঃপর উদাহরণের মাধ্যমে কিনায়া ও মাজাযের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা কর।

ه .ما الاستعارة و ما أقسامها ؟ بين ممثلا

ইস্তি'আরা (উপমা-অনুসৃতি/রূপক)-এর সংজ্ঞা দাও এবং এর প্রকারভেদ কী কী? উদাহরণের মাধ্যমে বর্ণনা কর।

(ج) مجموعة: علم البديع- ٣٠

(গ) বিভাগ: ইলমুল বাদী'-৩০ নম্বর

اذكر تعريف علم البديع و موضوعه و غرضه واسم واضعه .أ

ইলমুল বাদী' (অলঙ্কার শাস্ত্র)-এর সংজ্ঞা, আলোচ্য বিষয়, উদ্দেশ্য এবং প্রতিষ্ঠাতার নাম উল্লেখ কর।

ب .ما الجناس م كم قسما له ؟ بين بالأمثلة

জিনাস (শব্দালঙ্কার) কী এবং এর কত প্রকার? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

ج .ما الطي والنشر ؟ بين بالتفصيل

তাইয়্য (সংকোচন) ও নাশ্‌র (বিস্তার) কী? বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর।

د .ماذا تعلم عن الطباق ومراعاة النظير ؟ اذكر ممثلا.

আপনি ত্বিবাক (বৈপরীত্য) ও মুরা'আতুন নাযীর (সাদৃশ্য রক্ষা) সম্পর্কে কী জানেন? উদাহরণসহ উল্লেখ কর।

ه .ابحث عن التورية والاستطراد والاستخدام ممثلا.

তাওরিয়া (দ্ব্যর্থকতা), ইস্তিতরাদ (প্রসঙ্গান্তর) ও ইস্তিখদাম (পুনর্ব্যবহার)-এর উদাহরণসহ আলোচনা কর।